গৃহস্থ-গ্রন্থাবলী—৬

পাগল

শ্রীবিনোদবিহারী হালদার

সঙ্কলিত

ফাল্গুন, ১৩২১

PUBLISHED BY CHINTAHARAN GOOHA OF
THE GRIHASTHA PUBLISHING HOUSE
AND
PRINTED BY ASHUTOSH BANERJEE AT
THE INDIA PRESS
24 MIDDLE ROAD, ENTALLY, CALCUTTA.

[মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

প্রকাশকের নিবেদন

"পাগল" গৃহস্থ হইতে পুণর্মুদ্রিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। গৃহস্থে ইহা যেরূপ ছিল, অবিকল সেইরূপ ছাপা হইয়াছে; কেবল সংস্কৃত শ্লোকগুলির অন্বয় ও ব্যাখ্যা টীকারূপে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঈশোপনিষদের নীচে শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য, শ্রীমৎপরম-হংসস্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামীকৃত ঈশাবাস্যরহস্য এবং একটি পদ্য-অনুবাদ সংযোজিত হইয়াছে এবং শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ান্তর্গত গোপীগীতার অন্বয় ও অনুবাদ ব্যতীত একটি আস্বাদনী ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত-পুণ্যফলে সংসারাশ্রমস্থিত মানবের কখনও কখনও মহাপুরুষ দর্শন ঘটিয়া থাকে, এবং তাহার ফলে সংসারে বহু কল্যাণ সাধিত হয়। পাগলের ইতিহাসে ইহা স্পষ্টরূপেই প্রতিভাত।

পুণ্যবান্ গৃহী বিনোদবিহারী হালদার মহাশয় এইরূপ এক মহা-পুরুষের দর্শন পান—তিনি প্রেমসিদ্ধ পাগল—প্রত্যেক নারীতে মহামায়া আদ্যাশক্তির মূর্ত্তি দেখেন, প্রত্যেক নরে সর্ব্বনরপূজ্য-নারায়ণের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেন। কৃপা-পরবশ হইয়া তিনি যে সমস্ত অমূল্য উপদেশ ও তত্ত্বকথা বিবৃত করেন, তাহাই সযত্নে গ্রথিত করিয়া এই "পাগল"-গ্রন্থ রচিত হয়।

হিন্দুর যাহা ধ্যানের ও গৌরবের সামগ্রী আর্য্যঋষি-প্রণীত সেই বেদ, পুরাণ, উপনিষদ্, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র ও ভক্তি-গ্রন্থের সারকথা, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার অন্যতম রাসলীলার প্রকৃত প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা সরলভাবে বিবৃত।

হিন্দু-গৃহস্থের সেবা ও কল্যাণ-কামনা লইয়াই 'গৃহস্থে'র জন্ম—তাই 'গৃহস্থ' সাদরে ও ভক্তির সহিত এই অপূর্ব্ব রত্ন পত্রস্থ করিয়া ধন্য হয়। আজ দেশের ও দশের কল্যাণ-কামনায় পুস্তকাকারে সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করা হইল।

প্রকাশক

পাগল

প্রথম অধ্যায়

অনেকদিন হইল আমার প্রপিতামহ তাঁহার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া এই কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা উপার্জ্জন করিয়া বহুবাজারে একখানি ছোট বাড়ী করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব সেখানে বাস করিতেন। এখন আমি আছি, আমার পরে কে থাকিবে জানি না। পত্নীর বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর হইয়াছে, সুতরাং বংশধর লাভের আর আশা রাখি না।

সে অনেক দিনের কথা। তখন আমার বয়স বাইশ বৎসর। সবে আট বৎসর মাত্র সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছি। সংসারে আমার অষ্টাদশ-বর্ষীয়া পত্নী বই আর কেহ ছিল না। পিতা মাতা উভয়েই পরলোকগত হইয়াছিলেন।

আমি বিশেষ কোনও কাজ করি না, পিতৃসঞ্চিত অর্থে কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করি। আমার নিত্যকর্ম্ম প্রত্যহ প্রাতে বহুবাজারষ্ট্রীট বা ধর্ম্মতলাষ্ট্রীট ধরিয়া গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত গিয়া, তথা হইতে গঙ্গার ধারের রাস্তা ধরিয়া, বরাবর নিমতলা পর্য্যন্ত গমন পূর্ব্বক মা আনন্দময়ীর চরণে একটি প্রণাম করিয়া নিমতলাষ্ট্রীট ও বিডনষ্ট্রীট দিয়া কোনও দিন

সাকুলাররোড, কোনও দিন বা কর্ণওয়ালিস ও কলেজষ্ট্রীট পার হইয়া বাটীতে আগমন করি। এ অভ্যাসটি আমার অনেক দিনের। স্বর্গীয় পিতৃদেবের সঙ্গে বার তের বৎসর বয়সের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজিও পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করিতেছি। তবে, পিতৃদেব এই ভ্রমণ প্রসঙ্গে, তাঁর বৈষয়িক কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিয়া বাটীতে আসিতেন। আমি গঙ্গার ঘোলা জলে স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে ঘোরার পক্ষপাতী না হওয়াতে, তাঁহার মৃত্যুর পর, তৎকাল প্রচলিত রাজবেশে সজ্জিত হইয়া ভ্রমণ করিতাম। কিন্তু সে বেশ ব্যবহার, আমার বহুদিন ঘটে নাই। কেন, তাহা বলিতেছি।

একদিন, পৌষমাসে, তখন আমার বয়স বাইশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, আমি নিত্য ভ্রমণ প্রসঙ্গে নিমতলা পর্য্যন্ত উপনীত হইলাম। যথারীতি মা আনন্দময়ীকে প্রণাম করিলাম। শুধুই প্রণাম। কার্য্যটি যেন নিত্য আহারের মত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। মা আনন্দময়ীর কৃপায় এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ঐ কার্য্যে একদিনও বাধা পড়ে নাই—মাঝে মাঝে সামান্য সর্দ্দি বই কখনও কোনও অসুখ হয় নাই। আমার পিতাও নীরোগ শরীরে এই নিয়ম পালন পূর্ব্বক পঁচাশী বৎসর বয়সে, কেবল মাত্র তিনটি দিন জ্বর ভোগ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস, আমারও একবার জ্বরটি হইবে আর যমদূতেরা আসিয়া আমায় কাঁধে করিবেন।

পৌষ মাসের শীতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য প্যাণ্ট ও কোটের উপর একটি আপাদলম্বী আলষ্টার চাপা দিয়াছি; মাথায় টুপী কম্ফর্টরের দ্বারা আবদ্ধ; পায়ে বুট। মাকে প্রণাম করিবার জন্য কখনও জুতা খুলিতাম না, কেবল মন্দিরের গায়ে মাথাটি ঠেকাইয়া চলিয়া আসিতাম। শৈশবে পিতার সঙ্গে নিত্যই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর, রাজবেশ ধারণ করিয়া অবধি আর দর্শন করি নাই। এই দিন,

মাকে প্রণাম পূর্ব্বক কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম! দেখিলাম, একটি পাগল জঞ্জালস্তূপের উপর বসিয়া গান করিতেছে, আর বহুলোকে তাহাকে ঘিরিয়া সেই গান শুনিতেছে। পাগলের কণ্ঠস্বর বড়ই মধুর, সে গাইতেছে—

"তোমায় দেখ্‌বো বলে আমি ঘুরে ঘুরে সারা হলুম।
এ ধারে—ও ধারে—সে ধারে; যে ধারে দু' চোক যায়
আমি খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি
আমি খুঁজে খুঁজে সারা হলুম।"

এই ত তা'র গান কিন্তু কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যে শ্রোতাগণের কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ করিতেছিল। নহিলে এত লোক জমিবে কেন? সে পুনঃ পুনঃ ঐ গান গাইতেছে মাঝে মাঝে কীর্ত্তনীয়াদের মত আখর দিতেছে। এই গান এতবার শুনিলাম যে আমার মুখস্থ হইয়া গেল। অন্যান্য লোকেরা আসিতেছে, দুই এক মিনিট শুনিতেছে, চলিয়া যাইতেছে। আমি কিন্তু শুনিতেছি, আর যেমন একটু ফাঁক পাইতেছি অমনি অগ্রসর হইতেছি। পাগলের মুখে বুঝি কি মাধুরী আছে, নহিলে আমার চক্ষু দু'টি তা'র মুখ হইতে অন্য দিকে যায় না কেন? ক্রমে ক্রমে আমার নিজের অজ্ঞাতসারে আমি পাগলের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। তাহার দৃষ্টি আমার উপর পড়িবামাত্র সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং নিজ দক্ষিণ হস্তে সহসা আমার বাম হস্তটি ধারণ পূর্ব্বক বলিল "বড় খিদে পেয়েছে, আমায় কিছু খেতে দিবি?"

কথা ক'টি কি মধুর! মুখ খানি কি সুন্দর! আমার সাধের অলষ্টারে কাদা লাগিয়াছে, কিন্তু সে জন্য আমার রাগ হইল না। পাগল যেন আমার কে! তা'র সে মধুমাখা কথা-ক'টি আমায় বিভোর করিল। আমি বলিলাম "কি খাবে বাবা?"

পাগল বলিল "যা দিবি, ছাই পাঁশ যা তোর ছেদ্দা হয়।"

আমি তাহার হাত ধরিয়া চলিলাম। সম্মুখে সন্দেশের দোকান, দোকানদারকে বলিলাম; "এক সের সন্দেশ দাও।"

পাগল বলিল "এখানে নয়, ভাল দোকানে চল্।"

উভয়ে চলিলাম। এক জন ম্লেচ্ছবেশধারী—আর এক জন প্রায় উলঙ্গ, কেবল একটু কৌপীন পরিধান—সর্ব্বাঙ্গে ধূলা—পৌষমাসের শীতে গায়ে একটু ছিন্নবস্ত্রও নাই। হেদোর ধারে আসিয়া পাগল বলিল "দাঁড়া, একটা কথা বলি, দু'জনে এক সঙ্গে থাক্‌লিই ক্রমে ভাব হয়। আমার বোধ হ'চ্ছে আমি তোরে যেন একটু ভালবেসে ফেলিছি, কেন তা বল্‌তে পারিনে। কিন্তু তুই ত সাহেব, বড় মানুষ লোক, আমি হাঙ্‌লা কাঙলা লোক পেট্‌ জ্বলেছিলো, তাই তোর কাছে খেতে চাইলুম; তোর সঙ্গে দেখা না হ'লে আজও হয় ত খাবার কথা মনেই হ'ত না। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুইও কি আমায় ভালবাস্‌বি? না দু'টি ভাত দিয়ে দূর করে দিবি?"

তাঁ'র কথাগুলি বড়ই প্রাণস্পর্শী—ক্ষণেক চক্ষের দেখায় যে কেউ কারো প্রাণ অধিকার কর্‌তে পারে তা আগে বিশ্বাস করতাম না। একবার চক্ষের দেখায় ভালবাসা কবি-কল্পনা বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি এ ভবে সকলি সম্ভবে। মনে ভাবিলাম, নিশ্চয়ই ইনি কোনও মহাপুরুষ আমায় কৃপা করিবার নিমিত্ত আসিয়াছেন। বলিলাম "বাবা, যেমন সময়ে সময়ে দেখা যায়, সুন্দরী স্ত্রীলোক, সুরূপ গুণবান স্বামীকে পরিত্যাগ ক'রে নির্গুণ পরপুরুষে আসক্ত হয়, তেমনি আমার মন, আপনার এ মলিন বেশ হলেও ঐ পাদপদ্মে লুটিয়ে পড়্‌তে চাচ্চে।"

তিনি সহাস্য বদনে বলিলেন "বটে?—তবে তুইও আমায় ভালবেসে-

ছিস্ ?—আমার মধ্যে তুই সেই নির্গুণ পরপুরুষকে দেখ্‌তে পেয়েছিস্ নাকি ?—কিন্তু তুই যে আমায় ভালবেসেছিস্ তা বুঝ্‌বো কি ক'রে ?—আমি শীতে কষ্ট পাচ্চি আর তুই অতগুলো কি গায়ে জড়িয়ে ঘেমে খুন হচ্চিস ? আমায় যদি ভালই বাস্‌তিস্ তা হ'লে নিদেন তোর বড় জামাটাও ত আমার গায়ে দিয়ে দিতিস।"

আমি তখনি আমার অলষ্টারটি খুলিয়া তাঁহার গায়ে দিলাম। তাঁহার চক্ষু দু'টি যেন উৎফুল্ল হইল। আমার প্রাণে যেন কি এক আনন্দ লহরী খেলিল। একটু পরেই আমি বুঝিতে পারিলাম, বস্তুতই আমার খুব ঘাম হইতেছিল। কারণ এখন বেলা প্রায় নটা। তবে কি আমার কষ্ট দূর করবার জন্তই আমার ও বোঝাটি নিজে নিলেন ? তাঁ'র মনের কথা তিনিই জানেন। আমার ত মনে হয় তাই। নইলে যিনি দারুণ শীতের সময়ে অনাবৃত গাত্রে ছিলেন, শীত-বোধের কোনও চিহ্নই ছিল না—এত বেলায় তাঁ'র অলষ্টার গায় দিবার কোন প্রয়োজন হওয়া সম্ভব নহে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বহুবাজারের নিকট উপস্থিত হইয়াছি, এমন সময়ে তিনি বলিলেন, "দেখ্, অনেক দিন ভাত খাইনি। আজ চাট্টি ভাত খাবো। আমার মাকে বল্‌বো, মা, আজ আমার জন্মতিথি আজ পাঁচ বেন্নুন ভাত খাবো। একটু দই সন্দেশ ক্ষীর খেতে দিবি ত ? জন্মদিনে যা যা খেতে হয় সব দিবি ?"

আমি বলিলাম "হাঁ বাবা, আপনি যা বল্‌বেন, তাই কর্‌বো।"

তিনি বলিলেন "আমি বল্‌বো তবে কর্‌বি ? আমার মন বুঝে কর্‌তে পার্‌বি নি ? তবে আর ভালবাসা কি ?"

আমি, আর কিছু না বলিয়া, তাঁহার সঙ্গে বাজারে প্রবেশ করিলাম। এবং নানা প্রকার তরকারী ও ফলমূল ক্রয় করিয়া মৎস্ত কিনিতে যাইব এমন সময়ে তিনি বলিলেন "ওদিকে গে কাজ নি, ওগুলো সব ছট্‌ফট্ কর্‌চে

দেখ্‌লে কষ্ট হ'বে। যা কেনা হ'য়েছে এতেই হ'বে এখন," তার পর আমি সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন ও দধি ও ক্ষীর ক্রয় পূর্ব্বক মুটিয়াকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দুইজনে পাশাপাশি চলিলাম। একটু পরেই আমার বাড়ী দৃষ্টিপথে পতিত হইল। কি আশ্চর্য্য! আমার বাড়ীটি দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র তিনি আমার পাশ হইতে দ্রুতপদে বাটীর দ্বারে উপনীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন "মা, বেরিয়ে দেখ, আমি এসেছি।" যেন ইঙ্গিতে আমায় জানাইলেন এ বিশ্বে কিছুই আমার অগোচর নাই।

আমার পত্নী, আমার বিলম্ব দর্শনে পথপানে চাহিয়াছিলেন। দূর হইতে আমায় দেখিয়া, দ্বারোদ্ঘাটনার্থ আসিয়াছিলেন। তিনি, তাঁহাকে দেখিয়াই থতমত খাইয়া একটু পাছু হটিলেন। তাই দেখিয়া, পাগল বলিলেন "কি বেটি, ছেলেকে চিন্‌তে পার্‌লিনি? তা চিন্‌বিই বা কি করে? প্রসব ক'রেই মরে গিয়েছিলি, তারপর সারা জীবনটাই—

'তোমায় দেখ্‌কো বলে আমি কেঁদে কেঁদে সারা হলুম
এধারে ওধারে সেধারে
যেধারে দু চোক যায়
আমি খুঁজি খুঁজি নারি
যে পায় তারি
আজ দেখা পেলুম।'

মা আজ তোর ছেলের জন্মতিথি। তোর কোলের ছেলে কোলে এল মা!"

আমার স্ত্রীর আর সে সঙ্কোচভাব নাই। কাছে আসিয়া তাঁহার অলষ্টারটি খুলিয়া লইলেন। তারপর তাঁহার সেই নগ্নবেশ দর্শন পূর্ব্বক, যেমন শিশু পুত্রের সম্মুখে স্ত্রীলোকে স্বামীর সঙ্গে কথা কয়, সেইরূপ ভাবে বলিলেন "শীগীর যাও এক জোড়া নূতন কাপড় কিনে আন।"

পাগল বলিলেন "দেখ দেখি বাবা, তুমি বলছিলে আমি বললে তবে জোগাড় করবে. কিন্তু দেখ দেখি, মা আদ্যাশক্তির কাছে, সকল জীব জন্তুই, যখন যা দরকার, তা না চাইতেই পায়।"

আমার স্ত্রী বলিলেন "বাবা, ঘরে এসো।"

তিনি বলিলেন "না, মা, আমায় আর ত ঘরে আসতে নাই! ঘর যে মা আমি বিশ্বেশ্বরকে দিয়ে দিয়েছি! এই রকে বসলাম। দেখ্ মা আমি আর এখন বড় কোনও বন্ধনের ধার ধারি না। যে এক স্নেহের বন্ধনে বেঁধেছিস্ মা, তারি টানেই অস্থির, কোথায় নিমতলা আর কোথায় বৌবাজার—একেবারে হিড়্ হিড়্ করে টেনে আনলি। মাগো একে ভববন্ধনেই অস্থির, তার ওপর তোর স্নেহের বন্ধনের টান, এর ওপর আর গৃহ-বন্ধন সইবে না। আমি, মা, বনের পাখীর মত উড়ে উড়ে বেড়াব আর মাঝে মাঝে তোর দোরে এসে "মা, মা," বলে ডেকে যা'ব। ঐ মা বুলিটি—বড়ই ভালবাসি মা। আমায় ধরে খাঁচায় পুরিস্‌নে মা, বড় কষ্ট হ'বে। এখন একটু ভেবে দেখি কি করা উচিত।" এই বলিয়া তিনি চুপ করিয়া রকের উপর দু'খানি পা ঝুলাইয়া বসিলেন, আর আমার পত্নী, মাতৃস্নেহরূপ অমৃতের প্রস্রবণ ছুটাইয়া এক বাটি সর্ষপ তৈল গ্রহণ পূর্ব্বক, তাঁহাকে মাখাইতে বসিলেন, আমি এক দৃষ্টে সেই অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে লাগিলাম।—আমার পত্নী বলিলেন "শীগীর এক জোড়া লাল পেড়ে ধুতি আন, নইলে বাবা নেয়ে পরবেন কি?" এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে তৈল মাখাইতে লাগিলেন, আমি কাপড় আনিতে গেলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই একজোড়া কাপড় ও একখানা গামছা লইয়া ফিরিলাম। আমার পত্নী, এক বালতী জল আনয়ন পূর্ব্বক, সেই নূতন গামছা দিয়া তাঁ'র গাত্র মার্জ্জনে ব্যাপৃতা হইলেন। আমি নির্ব্বাক হইয়া এক দৃষ্টে সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম।

মায়ে যেমন শিশুকে যত্ন পূর্ব্বক স্নান করায়, আমার পত্নী অল্প বয়স্কা হইলেও বাৎসল্যপূত হৃদয়ে এই অকস্মাৎপ্রাপ্ত কুমারটিকে সযত্নে স্নান করাইতেছেন। তিনি আজ "প্রসব না করিয়াই কানাইয়ের জননী" হইয়াছেন। এই বাৎসল্যভাবটি বুঝি নারী জাতির নিত্যসিদ্ধ ভাব। তাই আজ তিনি এ ভাবে বিভোর। ক্রমে স্নান করান হইল,—নূতন বস্ত্র পরান হইল—আসনে বসান হইল।

এতক্ষণ দেখি নাই—এখন দেখিলাম—তাঁহার গলদেশে যজ্ঞোপবীত। আমার পত্নী এইবার প্রণাম করিতে গেলেন। কিন্তু তিনি বাধা দিয়া বলিলেন "ছি মা, আমি তোর ছেলে যে! আমায় কি গড় করতে আছে? অকল্যাণ হবে যে!—ঐ রকের ধারে, "নমো নারায়ণায়" বলে মাথা ঠেকিয়ে তা'কে গড় কর। সে এই হৃদয়েও আছে—সর্ব্বত্রই আছে।" তার পর আমার দিকে দেখিয়া বলিলেন "বাবা, ও পোষাক গুলো ভাল দেখাচ্চে না—ও গুলো খুলে ফেল—আমি তোমায় বাবা বলে চিন্‌তে পারুচি নি—মাও বোধ হয় চিন্‌তে পারুচেন না। যার যা তার তা না হলে কি মানায়? এই দেখ না কেন, আমি এতদিন মাখেকো ছেলে ছিলুম, কেউ আমায় যত্ন করতো না, কাদা ধুলো মেখে, যেথায় সেথায় বেড়াতুম তখন তাই মানাত,—আবার আজ মা পেয়েছি—আর সে বেশ নেই—এখন আমি আবার মার আদরের ছেলে—যাও বাবা ও গুলো ফেলে আমার বাবা হয়ে এস।"

আমি আর বিলম্ব করিলাম না। শীঘ্র গৃহ মধ্যে গমন পূর্ব্বক, জন্মের মত সেই পোষাক ত্যাগ করিয়া ধুতি পরিলাম।

আমি বাহিরে আসিবামাত্র তিনি বলিলেন "এই এতক্ষণের পর, বাবা বলে চিন্‌তে পারলুম। এতক্ষণ একটা ইক্ক পিক্ক বলে মনে হচ্ছিল, না মা?—মা বাবাকে একটু তেল দাও। অনেক বেলা

হয়েছে—তুমি চাট্টি ভাত রাঁধো। অনেকদিন ভাল কোরে ভাত খাইনি।"

আমার পত্নী বলিলেন "বাবা আপনি যে ব্রাহ্মণ ?"

তিনি বলিলেন "এই সুতো ক'গাছা ?" এই বলিয়া তাঁহার উপবীত খুলিয়া আমার গলায় দিলেন! বলিলেন "এই দেখ্ বেটী, আমার বাবা বামুন হলো কাজে কাজেই তুইও বামনী। পাষাণের বেটী, আমার সঙ্গে চালাকী কেন ?—তুমি যে আদ্যাশক্তি মহামায়া, তাকি ভুলে গেছো ? নিশ্চয়ই ভোলো নি—কেবল ন্যাকামী বই ত নয়। বরং ভোলা ভুল্তে পারে—কিন্তু তুমি বেটী ভোল্বার মেয়ে নও—তুমি বেটী আমায় ভোলাবার জন্য দেখাচ্ছো যেন ভুলেছ—কিন্তু আমি ভুলি নি, আর ভুল্বোও না—চিরদিন এই হৃদয়ে গাঁথা থাকবে—

"বিদ্যা সমস্তাস্তব দেবি ভেদা
স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু।"

যা বেটী পাষাণের মেয়ে, রাঁধগে যা, আমি যখন বল্‌চি তখন তোর ভাববার দরকার কি ? বেটী জগত সংসার তোর প্রসাদ খেয়ে মানুষ, আর আজ একটা মানুষের চামড়া গায়ে দিছিস ব'লে কি আমি ভুল্বো ? আগে বাবার স্নান হ'ক্, তারপর, বুঝিয়ে দেব তুই কে ? রাঁধলেই ত আর দেওয়া হলো না ? যতক্ষণ ঠিক্ বুঝ্তে না পার্‌বি, যে দোষ নাই ততক্ষণ দিবি কেন ?"

পত্নী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রন্ধন করিতে গেলেন। আমি স্নান করিলাম তারপর সেই মহাপুরুষ, আমাদিগকে মহামন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে কৃতার্থ কর্‌লেন। তারপরে পিতা পুত্রে এক স্থানে বসিয়া ভোজন!

আহারের পর তিন জনে সেই রকে বসিলাম। তিনি আমার পত্নীর

দিকে চাহিয়া বলিলেন "আমি যে তোমার গর্ভজ সন্তান তাকি বুঝতে পেরেছ?"

আমার পত্নী বলিলেন "হ্যাঁ বাবা!"

তিনি বলিলেন "দেখ, মা, তুমি আমায় প্রসব করেই প্রাণত্যাগ করেছিলে। তারপর তিন বার দেহ পরিবর্ত্তন ক'রে এই দেহ ধারণ ক'রেছ, আর আমি মা তোমায় একটি বার মা ব'লে জন্ম সার্থক করবো বলে, আজ দুই শত কুড়ি বৎসর * হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে বসেছিলাম, যেমন তুমি টেনেছ, অমনি সেই হিমালয় থেকে মা বলে ডাকবো বলে এখানে এসেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "বাবা, আপনি কি কৈলাসেশ্বর শঙ্কর?"

তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন "সোঽহম্"। সে গম্ভীরস্বরে আমাদের ক্ষুদ্র গৃহটি কাঁপিয়া উঠিল। আমরা চমকিত হইলাম। তার পর আবার

---

* যদিও প্রত্যক্ষ অত দীর্ঘজীবী লোক আমাদের নয়নপথে পতিত হইয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না তথাপি সিদ্ধপুরুষগণ যে দীর্ঘকাল দেহরক্ষা করিতে পারেন একথা আমরা অবিশ্বাস করি না। ২১,৬০০ শ্বাসপ্রশ্বাসে একদিন, সেইরূপ ৩০ দিনে এক মাস বার মাসে এক বৎসর এবং সেইরূপ ১২০ বৎসর সাধারণতঃ মনুষ্যের আয়ুঃকাল। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলে মানব ইহা অপেক্ষা অল্প জীবন লইয়াও জন্মিতে পারে, তাহা তাহাদের আয়ুর্দ্দায়-গণনার দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে, কিন্তু যাহার আয়ুঃকাল যাহাই হউক না কেন, তাহা শ্বাস দ্বারা পরিমিত। যদি কেহ কোনও উপায়ে লৌকিক দীর্ঘকালে অর্থাৎ দু'দিন, দশ দিন, দু'বৎসর, দশ বৎসর বা বিশ বৎসরে ঐ ২১,৬০০ পূর্ণ করেন, তাহাই তাঁহার এক দিন। যোগিগণ সমাধিস্থ হইলে, তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট আয়ুঃকাল, লৌকিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তখন তাঁহাদের দুই শত কেন আরও সুদীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকা অসম্ভব হয় না, মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ তাহার প্রমাণ। পক্ষান্তরে যদি কেহ এমন কার্য্য করে, যাহা দ্বারা একই দিনে দুই বা ততোধিক বার ২১,৬০০ শ্বাস পরিত্যক্ত হয়, তাহার আয়ুঃকাল ঐ হিসাবে কমিয়া থাকে। পাপচেষ্টায় শ্বাস ঘন ঘন পড়ে; তাই পাপে লৌকিক পরিমাণে আয়ুঃক্ষয় হয়।—সম্পাদক।

হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তত্ত্বমসি"। এই মহাপুরুষ তিনটি দিন মাত্র সেই রকে একখানি কম্বলাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া নিরন্তর অমৃত ধারায় আমাদিগকে স্নান করাইয়াছিলেন। সে অমৃত রাশি যতটুকু ধরিতে পারিয়াছি আজ জগতে ছড়াইয়া দিয়া, আমরা দু'জনে, তাঁ'র আনন্দ কাননে আশ্রয় গ্রহণ করিব, স্থির করিয়াছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তিনি নিশ্চলভাবে ব'সে আছেন—যেন পাথরের গড়া মূর্ত্তি। সম্মুখে আমি আর আমার পত্নী। আমি মনে মনে কত কি ভাবচি। সত্যই কি ইনি আমার পত্নীর গর্ভজাত সন্তান? সত্যই কি দু'শ কুড়ি বৎসর আগে জন্মগ্রহণ ক'রে আজিও জীবিত আছেন?—সত্যই কি অত দিন আগে আমরা ব্রাহ্মণ ছিলাম। তা'র পর তিন জন্ম গেছে; সে তিন বারই বা কি ছিলাম? যদি ব্রাহ্মণ ছিলাম তবে আবার কায়স্থ কুলে জন্মিলাম কেন?" এইরূপ নানা কথাই আমার মনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। আমার পত্নী তাঁ'র দিকে চেয়ে রয়েছেন, কিছু ভাবচেন কি না তিনিই জানেন; কিন্তু তাঁ'র দৃষ্টি স্থির। বুঝি চক্ষে পলক পড়িতেছে না। এইরূপে কত ক্ষণ কেটে গেল বল্‌তে পরি না।

শেষে তিনি আমার পত্নীর মুখপানে চেয়ে বল্লেন "মা খিদে পেয়েছে!" আমার স্ত্রী তখনি উঠে গিয়ে একখানি প্রস্তর-নির্ম্মিত রেকাবে দু'টি কমলালেবু ও কিছু মিষ্টান্ন আনিলেন এবং তাঁহার নিকট রাখিয়া বলিলেন "এই খাও বাবা, একটু দুধ থাক্‌লে হ'তো ভাল।"

তিনি বলিলেন "কেন মা, তুমি যে কড়ায় দুধ জ্বাল দিয়েছিলে, তা'তে ত দুধ আছে।"

আমার পত্নী ব্যস্তভাবে ছুটিয়া গিয়া একটি বাটি ও কড়া আনিলেন। সত্যই কড়ায় দুগ্ধ, তা'র উপরে সর! কিন্তু আমি যত দুগ্ধ কিনিয়াছিলাম যদি তত দুগ্ধই রহিয়াছে, তবে আমরা খাইয়াছিলাম কি রূপে?

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "মা অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে কোনও দ্রব্যের অভাব কি থাকতে পারে? একটু ক্ষীর এনে দেনা মা?"

আমার পত্নী একটা বড় বাটিতে ক'রে এক বাটি ক্ষীর আনিয়া দিলেন। তিনি ভোজন করিতে লাগিলেন, আমার পত্নী এক দৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; আর আমি আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম।

আহারান্তে তিনি আমায় বলিলেন "কি ভাব্‌চো? এত দুধ এলো কোত্থেকে? আজ থেকে, জেনে রেখে দাও, তাঁ'র কৃপা হ'লে মায়ের কৃপা দৃষ্টিতে কখনও কোন দ্রব্যের অভাব হ'বে না। আজ যা দেখ্‌ছো নিত্য এ রকম দেখ্‌তে পাবে না বটে—কিন্তু তাঁ'তে নির্ভর করলে কখনও কোনও অভাব থাক্‌বে না। আমি গোটা কত কথা বলে দিই বেশ ক'রে মনে ক'রে রেখো। যা'কে যথার্থ বিপন্ন ব'লে মনে হ'বে, তা'কে অর্থে সামর্থ্যে সাহায্য কর্‌বে। ঘরে যতক্ষণ থাক্‌বে, দেবে। যদি কেউ ধার চায়—দেবে—কিন্তু মনে মনে ফিরে পা'বার আশা রাখ্‌বে না। যদি কেউ টাকার সুদ দিতে চায়, নেবে—কখনও ব'লো না যে নেবো না। যদি কা'রো না দেবার মতলব থাকে, না দেয় না দেবে—তুমি কিন্তু সবাইকে নিজের সন্তান অপেক্ষাও আপনার ব'লে মনে ক'র্‌বে। যদি কেউ কখনো তোমার আশ্রমে কোন গতিকে এসে পড়ে, যেমন আমি, তবে তা'কে নিজের অপেক্ষা ভাল ভক্ষ্য ভোজ্য দিয়ে পালন করবে। আমি তোমাদের ছেলে, আমার একটু অযত্ন হ'লে তত ক্ষতি নেই। কিন্তু যে ব্যক্তির সঙ্গে তোমার কোন লৌকিক সম্পর্ক নেই, তা'র প্রতি যেন একটুও পর পর ভাব প্রকাশ পায় না। বড়কে দাদা, আর ছোটকে ভাই, কিম্বা পার্‌লে সকলকেই বাৎসল্যভাবে বাবা বলে সম্বোধন করবে। ছোট বড় ও সব কিছু ভাববার দরকার নেই, বরং

নীচ জাতীয় লোকদের আরো বেশী বাৎসল্যভাবে যত্ন করবে। কেন জান ?—একজন নটবর ভবরঙ্গভূমে অভিনয় করবার জন্যে আপনাকে অনন্ত খণ্ডে বিভক্ত ক'রে স্বশক্তিতে বিবিধ বেশে, বিবিধ রূপে ক্ষুদ্রতম অণু হ'তে বিরিঞ্চি বাসবাদি নানা মূর্ত্তিতে অভিনয় করচেন; সুতরাং সে ঘটেও তুমি আর এ ঘটেও তুমি।—অভিনয় প্রসঙ্গে মান অভিমান, দর্প, অহঙ্কার সবই সে ঘটে থাক্‌তে পারে। তুমি যখন তাঁ'র প্রিয় হ'বার জন্য যত্ন কর্‌চো, তখন তোমায় সর্ব্বত্রই তাঁ'কে ভাল-বাস্‌তে হ'বে।— সকল ঘটে সেই হলেও সে কর্ত্তা নয় ভোক্তা। গীতায় দেখো—

"কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥" *

---

* যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না তাঁহাদের জন্য শ্লোকগুলির অনুবাদ দেওয়া শ্রেয়ঃ বিবেচিত হইল। লেখক যে রাগানুগসাধক তাহা তাঁহার গ্রন্থপাঠে অনুভূত হওয়ায় শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত গীতাভূষণ ভাষ্যানুগত ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হইল।

পরস্পর সংসৃষ্ট প্রকৃতি ও পুরুষের কার্য্যভেদ নির্দ্দেশ জন্য বলিতেছেন—

কার্য্যেতি। শরীরং কার্য্যং। জ্ঞানকর্ম্মসাধনত্বাদ্বিন্দ্রিয়ানি কারণানি। তেষাং কর্ত্তৃত্বে তত্তদাকার স্বপরিণামে প্রকৃতির্হেতুঃ। "পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহীতা"গ্রিমাৎ স্বসংসর্গেণ সচেতনাং প্রকৃতিঃ পুরুষোধিতিষ্ঠতি। তদধিষ্ঠিতা তু সা তৎকর্ম্মানুগুণ্যেন পরিণমমানা তত্তদ্দেহাদীনাং স্রষ্ট্রীতি। প্রকৃত্যার্পিতানাং সুখদুঃখাদীনাং ভোক্তৃত্বে পুরুষো হেতুঃ। তেষাং ভোগে স এব কর্ত্তেত্যর্থঃ। প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃত্বং সুখাদিভোক্তৃত্বঞ্চ পুরুষস্য কার্য্যম্। তচ্চ শরীরাদি কর্ত্তৃত্বং তু তদধিষ্ঠায়াঃ প্রকৃতেরিতি পুরুষস্যৈব কর্ত্তৃত্বং মুখ্যম্। এবমাহ সূত্রকারঃ। কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্তাদিত্যাদিভিঃ পরেশস্য হরেরধিষ্ঠাতৃত্বং তু সর্ব্বত্রাবর্জ্জনীয়ং ইত্যুক্তং বক্ষ্যতে চ॥

এই শ্লোক এবং ইহার পরবর্ত্তী কয়েকটি শ্লোকে প্রকৃতি ও পুরুষের কার্য্যভেদ নির্দ্দেশ ব্যপদেশে ভগবান বলিতেছেন "প্রকৃতি কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বহেতু" এস্থলে শরীর কার্য্য এবং জ্ঞান কর্ম্মাদি সাধ্যস্বরূপে ইন্দ্রিয়গণই কারণ। প্রকৃতি অর্থাৎ শ্রীভগবানের পরা ও অপরা শক্তিগণ এই কার্য্য ও কারণের হেতু, কেন না পঞ্চ ভূতাদি যোগেই দেহ, এবং পঞ্চ ভূতের প্রত্যেকটির সত্ত্বাদি বিকার হইতেই ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি। তাঁরই ঈক্ষণবশে প্রকৃতি চৈতন্যযুক্তা হন এবং তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই এই সকল তাঁহারি

আমাতে সে আছে। কিন্তু আমি এখন সে নই। তোমাতেও সে আছে কিন্তু তুমি এখন সে নও। যতক্ষণ তুমি আমি ভেদ বুদ্ধি, ততক্ষণ আমরা প্রকৃতি—অপরা—অহং—হয় ত তখন আমরা এক জনই নয়! কখন মন, কখন বুদ্ধি, কখন অহংকার কখনও বা জড়দেহ। যখন যা আমি, তা'তেই আমার আত্মবোধ থাক্‌বে। কিন্তু আমরা চতুর্বিংশতি তত্ত্বের কেউ নই ব'লে প্রত্যক্ষ বোধ হ'লে, বস্তুতঃ যে দিকে দেখ্‌বে সেই দিকে তাঁ'কেই দেখ্‌তে পা'বে। তখন তোমার জড়স্বরূপগুলি—অপরা-গুলি—পরার অনুগামিনী হ'য়ে অভিসার কর্‌বে এবং অচিরে প্রাণেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হ'বে। তখন, হ'বে কি রকম জান? তখন এরা স্ব স্ব বিষয়রূপ স্বামীকে ছেড়ে, সেই নির্গুণ পর-পুরুষের অনুগামিনী হ'বে। যদি একেবারে কুলত্যাগিনী হয় তবে হ'বে এমন, যে তা'দের জাত কুল কিছুই থাক্‌বে না। আর যদি লুকোচুরী চালায়—তা'তে ভারি মজা—সে অবস্থায় লোক দেখানে স্বামীর সেবা কর্‌বে বটে, কিন্তু মনটি পড়ে থাক্‌বে সেই উপপতির দিকে—সেই নির্গুণ পরপুরুষের দিকে। এ দুই অবস্থাতেই যখন প্রেম পাকা হ'বে, তখন যে দিকে চাইবে, সেই দিকেই সেই প্রাণকৃষ্ণকে দেখ্‌তে পা'বে। তুমি ভাব্‌ছিলে জন্মান্তরে ব্রাহ্মণ ছিলে, এ জন্মে নেমে এলে কেন? এ কলিযুগে, মায়ের ছোট ছেলে হওয়াই ভাল বাবা—দম্ভ অহঙ্কার কিছুই আস্‌তে পায় না। সকলকেই ভক্তি কর্‌তে—সকলেরই পদানত হ'তে পারা যায়। ভগবান বলেছেন "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" যদি তোমাতে "শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং" পূর্ণ রূপে বর্ত্তমান

সুখের জন্য করেন তাহারি ফলে সুখ দুঃখাদি ঘটে। পুরুষ ঘটস্থ হইয়া তাহার ভোক্তৃত্বের হেতু হন। বস্তুতঃ তিনি সুখ দুঃখের অতীত, কিন্তু পরা অপরাগণের সঙ্গে নিয়ত তাহারই সুখানুধ্যানে ব্যাপৃত।

থাকে, তবে তুমি যে বংশেই জন্মাও না কেন তুমি ব্রাহ্মণ। নিশ্চয়ই তুমি "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" দেখ্‌বে। কিন্তু এ কাজগুলো লোক-দেখানে কর্‌লে হ'বে না। লোক দেখানে কর্‌তে হ'বে কি জান?—তুমি যেন ঘোর সংসারী—তুমি একটি পয়সাও বাজে খরচ হ'তে দেবে না। চাই কি লোকের কাছে কৃপণ আখ্যাটা পাও তা'ও ভাল। কারণ বর্ত্তমান কালে খুব দু'হাতে অপব্যয় কর্‌তে না পারলে ও আখ্যাটি পা'বেই। কিন্তু চুপে চুপে, যা'র অভাব দেখ্‌বে, তা'রে বলবে, দেখ ভাই, তুমি এই টাকা নিয়ে আপাততঃ চাল ডাল কেনো গে, হাতে হ'লে তখন দিয়ো। ভিখারীকে ভিক্ষা দেবে। কিন্তু যে ভিখারী নয়, তা'রে যে অমনি দিচ্চো এ কথা তা'কে ঘুণাক্ষরে জানতে দিও না; সে মনে কষ্ট পা'বে। "দেশে, কালে চ পাত্রে চ" দিতে হয়। ঐ দেশ কাল পাত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে বড় মজা আছে। ও কথা এখন থাক্।—কি বল্‌ছিলাম—উচ্চবর্ণ থেকে নিম্নবর্ণে এসেছ এ কথা মনে ক'রো না। রঙ্গভূমির মালিক আর সাজঘরের কর্ত্তা যখন যা সাজ্‌তে বলেন, তাই সাজাই ভাল অভিনেতা হ'বার উপায়। বল দেখি বাবা, কেমন পাগল সেজেছিলাম?"—মা একটু দুধ খাবো! আমার পত্নী বাটিতে করিয়া দুগ্ধ দিলেন। তিনি দুগ্ধ পান করিতে করিতে বলিলেন "গলাটা শুকিয়ে উ:ঠেছেলো। মা মনে করছিলেন যে এত বক্‌লে অসুখ হ'বে। দেখ মা, অনেকদিন মন খুলে কারো সঙ্গে কথা কওয়া হয় নি। উদ্দেশে তোমার সঙ্গে অনেক কথা কইতুম বটে, কিন্তু সেত মনে মনে।"—তারপর কি বল্‌ছিলুম—হাঁ, কে ব্রাহ্মণ আর কে যে শূদ্র তা ঠিক করা যা'র তা'র কর্ম্ম নয়। মনে কর তুমি বড় লোকের বংশে জন্মেছ। হয় ত তোমার বাবাই খুব বড়লোক ছিল। তুমিও হয় ত লোক্‌কে দেখাও, তুমি খুব ধার্ম্মিক, যা কিছু কর তা'তে স্বার্থের লেশ মাত্রও

নাই। কিন্তু যে দেখ্‌তে জানে, সে তোমার বা'র দেখে ভুল্‌বে না— সে স্পষ্টই দেখবে তুমি স্বার্থপ্রাণ, এ সংসারে তুমি যে ক'টিকে ঠিক আপনার ব'লে জেনেছ, তা'দের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হ'তেও তোমার আপত্তি নেই, কিন্তু তোমার অন্য নিকট পরিজনেরও অভাব মোচনে তুমি মুক্তহস্ত নও। তোমার এ কাপট্যের যেরূপ ফল হওয়া উচিত তা' অবশ্যই হ'বে। হয় ত তুমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছ, কিন্তু তুমি অর্থপিশাচ, তুমি ইন্দ্রিয়পরায়ণ, তুমি ঘোর মিথ্যাবাদী, শমদমাদি ব্রাহ্মণের ধর্ম্মের কিছুই তোমাতে নাই। তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তা'র জন্য তুমি আমার পূজ্য। তোমার হৃদয়ে আমার প্রাণবল্লভ লুকা'য়ে আছেন, এ জন্য তুমি আমার প্রণম্য, কিন্তু তা ব'লে তোমায় ব্রাহ্মণ বল্‌বো না। কিন্তু যদি কোনও চণ্ডাল ভাগ্যবশে চণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে—প্রাণেশ্বরে আত্মসমর্পণ ক'রে থাকে, তবে সে আমার প্রণম্য। পড়েছ ত ?—

"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্‌।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি সকুলং নতু ভূরিমানঃ॥"*

সে যদি কৃপা ক'রে আমায় চরণধূলি নিতে দেয়, আমি কৃতার্থ হই।

দ্বিষড়্‌ (দ্বাদশ) গুণ যুতাৎ অরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ বিপ্রাৎ, তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থপ্রাণং (তদ+অর্পিত মনো-বচন-ঈহিত-অর্থ-প্রাণং) শ্বপচং বরিষ্ঠং মন্যে। (যতঃ তাদৃশঃ শ্বপচঃ) সকুলং (আত্মানং) পুনাতি; ভূরিমানঃ (বিপ্রঃ) নতু।

পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত (ধনাভিজনরূপ-তপ শ্রুতৌজস্তেজঃ—প্রভাব বল-পৌরুষ বুদ্ধি যোগাঃ) এই দ্বাদশবিধগুণযুক্ত অথচ অরবিন্দ পাদারবিন্দ বিমুখ বিপ্র অপেক্ষা সেই পদ্মনাভ পাদ-পদ্মে অর্পিত মন-বচন-কর্ম্ম-অর্থ-প্রাণ শ্বপচ ও শ্রেষ্ঠ মনে করি। কারণ সেই শ্বপচ নিজ কুলের সহিত আপনাকে পবিত্র করে কিন্তু তাদৃশ ভূরিমানযুক্ত বিপ্র তাহা পারে না।

সে দেয় না ; তাই সে চলে গেলে, যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে গড়াগড়ি দিয়ে আপনাকে কৃতার্থ মনে করি। ছান্দোগ্য উপনিষদে লেখা আছে—জবালার গর্ভসম্ভূত সত্যকাম জাবাল, কোনও সময়ে মহর্ষি গৌতমের নিকটে গিয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হ'য়েছিলেন। গৌতম জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "তুমি কোন্ গোত্র ?" সত্যকাম নিজের গোত্র জান্‌তেন না। মাতার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করলেন "মা আমার গোত্র কি ?" মা বলিলেন "নাহমেতদ্বেদ তাত যদ্‌গোত্রমসি। বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে।" সত্যকাম গৌতমের নিকট সেই কথাই বলিলেন। তখন গৌতম তাঁ'রে বেশ্যাপুত্র ব'লে দূর ক'রে দিলেন না। কিন্তু "নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি" যে সত্য কথা বল্‌তে জানে সে ব্রাহ্মণ, এই ব'লে তাঁ'রে ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত ক'রেছিলেন।—লোমশ মুনির উপাখ্যান শোনো পুরাণে আছে, লোমশ মুনির সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত লোম ছিল—তিনি ভগবানের নিকট বর চাইলেন, যে "আমার গায়ের লোমগুলি উঠে যা'ক্।" ভগবান বল্লেন "ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট আহার কর, লোম উঠে যা'বে।" তিনি লক্ষ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ ক'রে তাঁ'দের উচ্ছিষ্ট আহার কর্‌লেন, কিন্তু লোম উঠলো না। তখন তিনি আবার ভগবানের কাছে গেলেন। ভগবান বল্লেন, "ওরা বিপ্রকুমার বটে কিন্তু ওদের আজও দ্বিজত্বই ঘটে নি, ব্রাহ্মণত্ব ত দূরের কথা।" তখন লোমশ বল্লেন "তবে ব্রাহ্মণ পাই কোথা ?" ঠাকুর বল্লেন 'বড় শক্ত কথা। দেখ, গঙ্গার ধারে একটি চণ্ডালপল্লী আছে। সেখানে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ আছেন। তিনি গঙ্গাতীরে তুলসীকাননে ব'সে নিরন্তর হরিনাম করেন। যদি কোনও গতিকে তাঁ'রি উচ্ছিষ্ট খেতে পার তবেই হ'বে। ভারতক্ষেত্রে এখনঁ ঐ একটি মাত্র ব্রাহ্মণ আছেন। আমি যে ব্রহ্মণ্যদেব, এ কেবল তিনিই জানেন।" লোমশ বলিলেন "আর এত নিষ্ঠাবান লোক ?" ভগবান

বলিলেন "ওরা কেউই আমায় মানে না। আমি যা ভালবাসি না, তা যে করে, কি করবো বলে মনে করে, সে আমায় মানে না। যে যা'রে মানে, সে তা'র সাম্‌নে কখনই অকার্য্য করতে পারে না। ঐ একটিই আজ কাল আছে, শীঘ্রই আমার কাছে আসবে। এই বেলা নিজের কাজ সেরে যাও।" লোমশ বলিলেন "কোন পাপে ও চণ্ডাল হয়েছে?" ভগবান বলিলেন "চণ্ডাল হওয়ায় পাপ কি? চণ্ডালত্ব লাভ করাটাই পাপের ফল, সাধনের সুবিধার জন্যই আমি তা'দিগকে সময়ে সময়ে নীচকুলে প্রেরণ করি।" সেই বুড়োর উচ্ছিষ্ট খেয়েই লোমশের লোম গেল। এমন সময়ে আমার পত্নী বলিলেন "দেখ, একটা বাছুর শুদ্ধ গরু কেনো।"

তিনিও বলিলেন "হাঁ বাবা, একটা গরু আমাদের চাই। আমার মা বেশ গাই দুইবে, ঘোল মইবে, আর আমি ননীর হাঁড়িতে হাত ডুবিয়ে ননী চুরি করবো। বেশ মজা হ'বে। দেখ বাবা, তুমি একমুটো টাকা নিয়ে যাও ত। সিয়ালদহের কাছে একটা রাঙ্গা গরু বিক্রী হ'বে।"

আমি তখনি চলিলাম। অল্পক্ষণ পরেই সিয়ালদহের চৌরাস্তায় এসে দেখি বৈঠকখানা বাজারের সামনে কতকগুলি লোক ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। নিকটে গিয়া দেখি সত্যই একটা লাল গরু বাছুর সমেত বিক্রয়ার্থ উপস্থিত। গরুওয়ালাকে বলিলাম "দাম কত?" সে বলিল "বত্রিশ টাকা।" আর দর-দাম করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিলাম না। বত্রিশটি টাকা দিয়া বলিলাম—"চল, গরুটি আমার বাড়ী পৌঁছিয়া দিবে"। সে সঙ্গে সঙ্গে আসিল।

বাড়ীতে গরু আসিল। গরুর জন্য খড়, খইল, ভুসি আসিল। রান্না ঘরের পাশের ঘরটি তাহার থাকিবার জন্য পরিষ্কার করিলাম। পাড়ায় যে লোকটি সকলের গরু মাঠে লইয়া যায়, তাহাকে ভার দিলাম, গরুটি

নিত্য মাঠে লইয়া যাইবার জন্য। এই সমস্ত কাজ করিতে করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। এতক্ষণ তিনি আমার পত্নীকে কি উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা আমি তখন শুনি নাই।

আমি আবার আসিয়া বসিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আমি এতক্ষণ মা'র সঙ্গে কত গল্প কর্‌ছিলাম, তুমি শুন্‌তে পেলে না। আচ্ছা মা, তোমার আকেল কি বল দেখি? বাবা এত রাজ্যি ঘুরে এলো। পায়ে একরাশ ধূলো লেগেছিল। তুমি ধুইয়ে দিলে না?— স্বয়ং মা জগদম্বা, শিব ভিক্ষে ক'রে এলে পা ধুইয়ে দেন। মা লক্ষ্মী নারায়ণের খাওয়া হ'লে, তাঁ'র পা টিপে দেন; আর তুমি দু'দিনের জন্য নতুন পোষাক পরে সে সব ভুলে গেছো। ছেলে কা'র না হয় বাছা? ছেলে হ'লেই কি স্বামি-সেবা ভুল্‌তে হবে না কি?"

আমি বলিলাম "আমি পা ধুয়েছি" তিনি বলিলেন "বাবাকে কিছু খেতে দাও, আর বিকেলের খাওয়া দাওয়ার আয়োজন কর। সায়ং-সন্ধ্যার সময় হ'য়ে এলো, এই বেলা উনুনে আগুন দাও।"

আমার পত্নী বলিলেন "স্বামীসেবার কথা এত দিন আমায় কেউ শেখায় নাই। আমি এত দিন ওঁর পায়ে কত অপরাধ করেছি। আজ আপনি আমায় যা শেখালেন—যা দেখালেন, তা আর জন্মেও ভুলবো না" বলিয়া তিনি আমাদের দুজনকে জলখাবার দিয়া রন্ধনাগারে প্রবেশ করিলেন।

জলযোগের পর আমি বলিলাম "বাবা স্বর্গীয় পিতৃদেব প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, আমায় এক অধ্যায় গীতা আর এক অধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত আবৃত্তি করাতেন। তিনি বল্‌তেন, আর কিছু কর আর না কর, নিত্য গীতা আর ভাগবত সেবন কোরো। সে পর্য্যন্ত নিত্য সেই কার্য্য কর্‌চি। গীতা যে কতবার আদ্যোপান্ত পড়া হ'য়ে গেছে তা' বল্‌তে পারিনে।

বোধ হয় এত দিনে কণ্ঠস্থ হ'য়ে থাকবে। কিন্তু কিছুই ত বুঝ্তে পারলাম না।"

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "মা'কে সঙ্গে নিয়ে পোড়ো। শক্তিহীন হ'য়ে কাজ ক'রলে কাজ নিষ্ফল হয়। আর আমি একখানি গ্রন্থ দিচ্ছি, এখানি প্রত্যহ আদ্যোপান্ত আবৃত্তি কোরো"। এই বলিয়া তুলোট কাগজে লেখা একখানি তিন পাতা পুথি আমায় দিলেন। আমি আশ্চর্য্য হইয়া সেখানি গ্রহণ করিলাম। তিনি যখন আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তখন একটু কৌপীন ব্যতীত অঙ্গে দ্বিতীয় বস্ত্র ছিল না। তবে এ পুথি কোথায় পাইলেন?

তিনি বলিলেন "আমি পুথি কোথায় পেলাম ভাবছো? ও সব আছে। সকল জিনিষের উপাদান এই ব্রহ্মাণ্ডে আছে। উপাদানগুলি একত্র ক'রতে পারলিই জিনিষ হয়। এই দেখ"—এই কথা বলিয়া ভূমিতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। আমি চাহিয়া দেখিলাম—কিছুই নাই —ক্রমে সেই স্থানটুকু জ্যোতির্ম্ময় হইল—একটু পরে দেখি, তথায় পিত্তল নির্ম্মিত সুন্দর গোপাল মূর্ত্তি।

আমায় বলিলেন "তুলে নাও।"

আমি হাতে করিয়া লইলাম।

বলিলেন "আমায় দাও।"

তাঁ'র হস্তে দিলাম। তিনি মূর্ত্তিটি হস্তদ্বারা মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মূর্ত্তি হইতে সুস্নিগ্ধ নীল আভা বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "মা, এই এক জিনিষ নেবে এস।" আমার স্ত্রী ব্যস্তসমস্তভাবে ছুটিয়া আসিলেন। তিনি সেই মূর্ত্তিটি তাঁ'র হাতে দিয়ে বল্লেন "এইটির নিত্য সেবা ক'রো। এটি তোমার। যখন যেথায় থাকবে, কাছে কাছে রেখো। খবরদার, চক্ষের আড় ক'রো

না। ও ভারি দুষ্টু! মা যশোদাকে কাঁদিয়ে পালান ওর অভ্যাস। আমায় যে বাঁধনে বেঁধেছো ওকেও সেই বাঁধনে বেঁধো। তুমি পারবে। গোপাল তোমার হ'বে। যেই ক্ষীর সর নবনীতের ব্যবস্থা ক'রেছ, অমনি তোমার দুষ্টু ছেলেটি এসে হাজির হ'য়েছেন।" আমার পত্নী সেটি লইয়া এক দৃষ্টে সে রূপমাধুরী দেখিতে লাগিলেন।

এদিকে তিনি এক খানি ছবি আমার হাতে দিয়া বলিলেন "এ দু'টিকে কি চিন্‌তে পেরেছ? এ দু'টি বিশ্বের অন্তরে বাহিরে প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম পরমাণুর মধ্যে এমনি ক'রে আটটি প্রধানা সঙ্গিনী নিয়ে নিরন্তর মহারাসে ব্যাপৃত আছেন। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদস্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥" *

দেখাব এখন সন্ধ্যের পর। যাও মা তোমার গোপাল নিয়ে রান্না ঘরে। ও দুষ্টু ছেলে কত দুষ্টুমি ক'রবে, সে সব কথা কাহাকেও ব'লো না।"

পত্নী পাকগৃহে গেলেন। আমি পুথিখানি দেখিতে লাগিলাম; আর তিনি নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন।

হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, আমার পত্নী বলিতেছেন "দুষ্টু ছেলে, সব দুধ টুকু ফেলে দিলি। যত পারিস খা, আমি কিছু বল্‌বো না। ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করলে কি হবে?"

আমি রন্ধনাগারে গেলাম। কিন্তু কৈ? কিছুই নাই। তিনি আপনার মনে দুধ জ্বাল দিচ্ছেন।

---

* সর্ব্বতঃ পাণিপাদমিতি। তৎ সর্ব্বতঃ পাণিপাদং সর্ব্বোতোঽক্ষিশিরোমুখং সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ লোকে সর্ব্বং আবৃত্য তিষ্ঠতি।

তিনি সর্ব্বতঃ পানিপাদাক্ষিশিরোমুখ শ্রবণ যুক্ত হইয়া সপ্তলোক আবৃত করিয়া বর্ত্তমান আছেন। পূর্ণরূপে প্রত্যেক পরমাণুতে আছেন এই ভাব।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি বল্‌ছিলে ?"

কোনও উত্তর নাই। আলু থালু বেশে স্বকার্য্যে ব্যস্ত। ক্রমে দুগ্ধ ঘন হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন "লক্ষ্মিজাদু আমার, দুষ্টুমি কোরো না। এ ত সবই তোমার জন্য। গোটা কত ক্ষীরের লাড়ু করি। তার পর তোমায় দেব বই আর কা'রে দেবো বল ? আমাদের তুমি বই আর কে আছে বাবা ? রাগ ক'রে জিনিষ নষ্ট করলে কি হ'বে ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কা'রে কি বলছো ?"

উত্তর নাই। তবে কি আমার পত্নী পাগল হলেন নাকি ? আমি প্রভুর কাছে আসিলাম। তিনি নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন। ওষ্ঠাধরে ঈষৎ হাস্য রেখা খেলিতেছে।

আমি ভয়ে ভয়ে অনুচ্চ স্বরে বলিলাম, "প্রভো !"

প্রাণের ভিতর শব্দ হইল "ভয় নাই।"

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তিনিও আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ভয় কি ? মা আমার ভাবের রাজ্যে ভ্রমণ ক'র্‌ছিলেন ব'লে, তুমি তাঁ'র সাড়া পাওনি। তাঁ'র অবস্থা তুমি বুঝতে পার্‌বে না। জন্মজন্মান্তরের সাধন ফলে সহজেই তাঁ'র ও অবস্থা হ'য়েছে। এই যে মা আস্‌চেন !"

এমন সময়, আমার পত্নী তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া, দীপ হস্তে আমাদের নিকটে আসিলেন। সেখানে একটি প্রদীপ দিলেন ও প্রণাম করিলেন। গুরুদেবও প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন "মা, বীজমন্ত্র দেবার পর তোমাদের দু'জনের মাথায় হাত দিয়ে, যখন প্রাণকে উর্দ্ধে আকর্ষণ করতে বলেছিলাম, তখন কি দেখেছিলে বল ত ? বাবা শুনুন।"

আমার পত্নী বলিলেন "আমার সমস্ত শরীরটা যেন কেঁপে উঠলো; তারপর ভিতরে কি বাইরে, কোথায় বলতে পারি না—কি যেন কি এক

রকম হ'য়ে গেল—যেন একটা অদ্ভুত আলো—যেন বাজ পড়বার সময় যেমন বিদ্যুৎ হয়—তেমনি—না—যেন তা'র চেয়েও জোর আলো—তেমনি চম্‌কে উঠ্‌লো! তা'র পর যে কি হ'লো, ঠিক ব'ল্‌তে পারিনে। তা'র পর সব ঘোর অন্ধকার হ'য়ে গেল একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হ'তে লাগ্‌লো। তা'রপর ক্রমে একটি অতি উজ্জ্বল আলোককুণ্ডলী দেখ্‌তে পেলেম—তা'র মাঝে—আমার প্রাণের গোপাল তা'র ছোট হাত খানি পেতে ব'ল্‌তেছে—"খেতে দে মা।" সেই পর্য্যন্ত—ভেতরে অনবরত একটি কেমন মধুর শব্দ হ'চ্ছে! আর সংসারের কাজ কর্‌তে করতে দেখ্‌ছি, আমার গোপাল, চা'রদিকে ছুটে ছুটে দৌরাত্ম্যি করে বেড়াচ্ছে।"

তিনি বলিলেন "তবে মা, তুমি ওকে নিয়েই এখন ছুটোছুটি কর। তোমার আর পূজা আহ্নিক কিছুই দরকার নাই। যাও তোমার গোপালের খাবার যোগাড় কর গিয়ে।"

আমার পত্নী চলিয়া গেলেন।

তিনি বলিলেন "এস বাবা, আমরা একটু জপ করি। মনটা বড় অস্থির?—স্থির হ'তে একটু দেরি হ'বে। বড্ড ছড়িয়ে গেছে, একেবারে সর্ব্বে ছড়ান গেছ!"

নিত্য-ক্রিয়ার পর তিনি বলিলেন, "এইবার শ্রুতিটি পড়ি, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে পুথি দেখে পড়ে যাও।"

তিনি চক্ষুর্দ্বয় মুদিত করে, নিশ্চল হ'য়ে ব'সে অতি মধুর স্বরে পাঠ করতে লাগ্‌লেন আমি সঙ্গে সঙ্গে পুথি দেখে পড়্‌তে লাগ্‌লাম। সংস্কৃত শ্লোকের এমন সুন্দর আবৃত্তি আমার জীবনে কখনও শুনি নাই। আমার প্রাণ মন একেবারে মোহিত হোলো। প্রত্যেক পদের আবৃত্তির সঙ্গে—ভিতরে কি বাহিরে ঠিক বলতে পারি না—একটি তরঙ্গ উত্থিত হ'য়ে

দিগন্ত পবিত্র কর্‌তে লাগ্‌লো—আমার প্রাণের লৌকিক বাসনারাশি বুঝি সে তরঙ্গে কোথায় ভাসিয়া গেল—*

পাঠ শেষ হইলে, আমার প্রাণ আনন্দে নৃত্য কর্‌তে লাগ্‌লো। আমি তাঁর চরণতলে লুটিয়ে পড়্‌লাম।

তিনি গম্ভীর স্বরে বল্লেন '

আমি এক দৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছি আর ভাবচি এ জীবনে আর পাবার কি আছে—সম্পদ—তুচ্ছ!—শাকান্নেও উদর পূর্ত্তি হয়!—

তিনি বল্লেন 'পাগল হয়ো না—এ সংসারে সম্পদও চাই, বিপদও চাই—সুখও চাই দুঃখও চাই—যতদিন সর্ব্বতত্ত্বাতীত কোনও অপূর্ব্বতত্ত্ব না পাও, তত দিন চাই না বল্‌তে পার না।—জীব মাত্রেই সুখ চায় তুমিও চাও—আমিও চাই—অনন্ত কাল ধ'রে অনন্ত জগতে অনন্ত জীব আস্‌চে যাচ্চে—সকলেই সুখের জন্য লালায়িত—কিন্তু সুখের স্বরূপ বুঝতে না পেরে—তারা শত শত কল্পিত সুখের সৃষ্টি ক'রচে—যা সুখ নয় তা'রেই সুখ ব'লে আলিঙ্গন ক'রে—অমৃতের পরিবর্ত্তে হলাহল পান ক'রচে—মরীচিকায় ভ্রান্ত হয়ে জল ভ্রমে বালুকারাশির দিকে ছুটে যাচ্চে। কিন্তু বাবা শাস্ত্র পথ ছেড়ে আর কোথাও সুখ পাবে না। মনে পড়ে কি ভগবদ্ভক্তি—

---

* লেখক মহাশয় এই খানে সমগ্র ঈশোপনিষৎ খানি লিখিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন প্রবন্ধ মধ্যে তাঁহার গুরুদত্ত ব্যাখ্যার সঙ্গে প্রত্যেক মন্ত্র লিখিত আছে, তখন আবার স্বতন্ত্র ভাবে এখানে গ্রন্থ খানি দিলাম না। আমরা ঈশোপনিষদের কয়েক খানি আদর্শ সংগ্রহ করিয়াছি। উহার বিস্তৃত ব্যাখা প্রাপ্তির জন্য কোনও মহাপুরুষের উপাসনা করিতেছিলাম। উক্ত উপনিষদের প্রেমানন্দ প্রণীত পদ্যানুবাদও আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এক্ষণে পাগলের পুনর্মুদ্রনাবসরে ব্রহ্মানন্দ কৃত রহস্য ও ঐ অনুবাদ বিস্তৃত ব্যাখ্যার সহিত প্রতিশ্লোকের নিম্নে প্রদত্ত হইল।—(সম্পাদক)

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং ॥" *

আমি বল্লাম "আমি মূর্খ। বর্ণজ্ঞান হীন বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। আমি শাস্ত্রের কি জানি যে শাস্ত্রানুসারে সুখান্বেষণ করবো?"

তিনি বল্লেন "শ্রীগুরুচরণাশ্রয় ক'রে তাঁ'রি আদেশ মত কাজ করলেই শাস্ত্রানুসারে কাজ করা হয়। তা'তেই সুখ! শাস্ত্র অনন্ত। কিন্তু শাস্ত্রের মূল এক। সেই মূল আশ্রয় করলেই সেই অনন্ত শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট কল্পতরুর সুমধুর ফল আস্বাদন ক'রে তৃপ্ত হ'তে পারা যায়। গীতা আর ভাগবত এতদিন তোমার আশ্রয় ছিল, আজ হ'তে এই শ্রুতিটিও তোমার আশ্রয় হোক। এ গ্রন্থত্রয় একই পদার্থ। সর্ব্বোপনিষদের সার শ্রীগীতা আর সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতার বিস্তৃত ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ভাগবত। মহাভারতও গীতার বিস্তৃততম ব্যাখ্যা বটে, কিন্তু সে বড় দুরধিগম্য"।

আমি বল্লাম "আমার পক্ষে সবই দুরধিগম্য, আপাততঃ কৃপা করে উপনিষদ্‌টি বুঝিয়ে দিন্। শুধু শুনে কি করবো?"

তিনি বল্লেন "যদিও শুধু শুনে বা পড়ে কিছু হয় না তথাপি পড়াও চাই, শোনাও চাই।—পড়া শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনেও রাখতে হ'বে। তা'র পর সাধন দ্বারা যখন প্রত্যক্ষ হ'য়ে যাবে, তখনই বোঝা হ'বে। তা'র আগে যে বোঝা, সে কেবল বোঝা বওয়া বই আর কিছুই নয়। শুনে বোঝাও **শ্রবণ** বই **দর্শন** নয়। **শ্রবণ** আর **দর্শনের** মাঝে আরও কয়েক ধাপ আছে।"

---

* য ইতি। যঃ শাস্ত্রবিধিং উৎসৃজ্য কামকারতঃ বর্ত্ততে, স ন সিদ্ধিং ন সুখং ন পরাং গতিং আপ্নোতি।

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, সে, সিদ্ধি সুখ বা পরাগতি পায় না। অর্থাৎ গুরূপদিষ্ট পথে যথাযথ না চলিলে কিছুই হয় না।

এই কথা ব'লে খানিক ক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। তারপর বল্লেন "আচ্ছা চক্ষু বুঝোও, দেখ কি দেখ্‌তে পাও, কি শুন্‌তে পাও।"

আমি চক্ষু মুদ্রিত কর্‌লাম। তিনি আমার মস্তকে হস্তার্পণ করলেন, বল্‌লেন "কূটস্থে লক্ষ্য রাখ্‌তে যত্ন কর। ধীরে ধীরে প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণ চলুক। মন থেকে ভাবনা দূর কর"

একটু পরে আমার বোধ হ'তে লাগ্‌লো যেন আমার শরীরের মধ্যে একটা তরঙ্গ উত্থিত হ'য়েছে—সে তরঙ্গ ক্রমে কুণ্ডলিত হ'য়ে দূরে—অতি দূরে—শূন্যে—আকাশের এক প্রান্তে চলে গেল—অনন্ত আকাশ আমার সম্মুখে।—দূরে—সেই সুনীল আকাশের মাঝে একটি ক্ষুদ্র শ্বেত বিন্দু—সেই বিন্দুতে সেই কুণ্ডলিত তরঙ্গ মিলিত হ'তে লাগ্‌লো। ক্রমে নানা প্রকার শব্দ শ্রুতি গোচর হ'তে লাগ্‌লো—সঙ্গে সঙ্গে সেই বিন্দুটিও বর্দ্ধিত হ'তে লাগ্‌লো—অল্প ক্ষণ পরে সেই ক্ষুদ্র বিন্দুটি একটি উজ্জ্বল তারার ন্যায় হ'লো।—আরো একটু পরে দেখ্‌লাম সেই তারার মধ্যে একটি গভীর নীল বর্ত্তুলাংশ মধ্যে এই রূপ একটি প্রণব মূর্ত্তি—



সেই মূর্ত্তির কেন্দ্র হ'তে গম্ভীর প্রণব ধ্বনি নিঃসৃত হ'য়ে দিগন্তে ধাবিত হ'চ্ছে। আর সেই সঙ্গে সেই জ্যোতিঃ হ'তে অনন্ত স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হ'য়ে সেই রূপ অনন্ত প্রণবমূর্ত্তি ধারণ ক'রে অনন্ত আকাশের দিগ্‌দিগন্তে চ'লে যা'চ্ছে। এমন সময়ে আমার কর্ণে গেল—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং
পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়
পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥*
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ

আমার চেতনা হ'লো—সে সুন্দর দৃশ্য—সে আনন্দময় সুমধুর ব্যাপার অদৃশ্য হ'লো—কিন্তু সে সুমধুর ধ্বনিটি চ'লে যায় নি। কানে কি প্রাণে কোথায় কে জানে আজও বাজ্‌তেছে।

তিনি বল্‌লেন "ঐ শব্দে লক্ষ্য রেখো—ঐ শব্দই তাঁ'র নাম !—নাম আর নামী অভেদ। শান্তি পাঠ অধিগত হ'লো কি ?"

আমি কিছুই বল্‌তে পারলাম না—আনন্দে আমার প্রাণ বিভোর ! বাক্য মুখে এলো না !

---

* শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় উপনিষৎ সমূহের শান্তিপাঠ শ্লোক বৃহদারণ্যকীয় "পূর্ণমদঃ" ইত্যাদি মন্ত্রটি অতি গভীরার্থ-যুক্ত। মহাপুরুষ নিজশিষ্যকে যতদূর সম্ভব সরল করিয়া বুঝাইলেও তদবস্থ না হইলে ইহার সম্পূর্ণ ধারণা সম্ভব নয়। অধিকারিভেদে এই শ্লোকের বিভিন্নার্থও প্রদত্ত হয়। এজন্য সদ্‌গুরুসকাশে এই মহামন্ত্রটি বুঝিতে হইবে।

আমাদের শাস্ত্রগুলির কতকগুলি পৌরুষেয় এবং কতকগুলি অপৌরুষেয়। শ্রুতি-নিচয়ই অপৌরুষেয়। এই জন্য শাস্ত্র বলিতেছেন "ন কশ্চিদ্বেদকর্ত্তাস্যাৎ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।" এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে "তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদি কবয়ে।" এই বেদশাস্ত্র কর্ম্ম, জ্ঞান ও উপাসনা কাণ্ডভেদে কাণ্ডত্রয়াত্মক। তন্মধ্যে উপাসনাই মুখ্য। অন্তর্লক্ষ্যে কিন্তু এ ভেদ নাই। তখন তিনে এক, একে তিন। বহির্লক্ষ্যে সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ অধিকারিভেদে কর্ম্মাদি তিন কাণ্ডের অধিকার দৃষ্ট হয়। কিন্তু চরমে গন্তব্য একই। বেদ ত্রিকাল-সত্য—উহাতে ভাল মন্দ কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য সবই নির্দ্দিষ্ট আছে কিন্তু সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত স্বরূপার্থ অবগত হওয়া দুষ্কর, শ্রীগীতাদি উপনিষৎ সমূহ বেদান্তসূত্র ও তাহার ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত সমস্তই নির্দ্দেশ করিতেছেন সত্য, কিন্তু লোকে অধিকার ভেদে উহার বিভিন্নবিধ ব্যাখ্যা অনুভব করেন। সেইজন্য মহাজন স্বরূপ শ্রীগুরুদেব যে পথে গমন করিতে নির্দ্দেশ করেন তাহাই শ্রেয়ঃ। এই শ্রুতি মন্ত্রগুলি উপাসনাপর, ইহাই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধুগণের অভিমত।

তিনি বল্লেন "এই যে আনন্দ উপভোগ করচো ইহা শান্তি পাঠের ফল! **এইই সুখ**—মরীচিকা-ভ্রান্ত জীব এই অবস্থায় আসিলেই সুখ পায়।

"তোমার শান্তি পাঠ শিক্ষা হ'লো—অদ্যাবধি তুমি যদি শান্তিলাভে ইচ্ছা কর, তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ো না। হৃদয়ে চিরশান্তি বিরাজ ক'রবে। যত্ন কর—সংসারে কাজ অনন্ত—সেই অনন্ত কাজের মধ্যে **নামে নামীকে** এবং **নামীকে নামে** দেখ্‌তে থাকো। এইবার মন্ত্রটি বোঝবার জন্য যত্ন কর। ওই মন্ত্রটির পদ গুলি পৃথক্ পৃথক্ করলে হয়—

পূর্ণং অদঃ পূর্ণং ইদং পূর্ণাৎ পূর্ণং উদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণং আদায় পূর্ণং এব অবিশিষ্যতে॥

"**অদঃ পূর্ণং** অর্থাৎ ঐ যে নামী উনি **পূর্ণ**। পূর্ণ বলি কা'রে?—না যার সর্ব্বাবয়বের কিছুরই বিচ্যুতি বা বিকৃতি ঘটে নি। তা'ত প্রত্যক্ষই দেখ্‌লে, তবু বলি—সর্ব্বাবয়ব কি জান—**জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ**; এ কথা সমগ্র উপনিষদটি বোঝা হ'লে পরিষ্কার রূপে বুঝ্‌তে পারবে। তারপর **ইদং পূর্ণং** অর্থাৎ এই যে নাম যা' এই মাত্র প্রত্যক্ষ ক'রে শ্রবণ করলে—করচো—করবে—এও **পূর্ণ**—সর্ব্বাবয়ব যুক্ত—সুতরাং **পূর্ণাৎ পূর্ণং উদচ্যতে ঐ পূর্ণ** হ'তে এই **পূর্ণ** প্রাদুর্ভূত হ'চ্চে। এ রহস্যও তুমি এখনি প্রত্যক্ষ করলে।—তুমি মনে করচো ভাল বুঝ্‌তে পারচো না, আমি মনে করচি যত দূর বোঝবার বোঝালাম—ব্যাপারটা কি জান—ঐ **নাম** আর **নামী—অবাঙ্‌মনস-গোচর**—বাক্য এবং মনের অতীত—কাজেই আমি বাক্যের দ্বারা

বল্‌তে পার্‌চি নি, যাও বা পার্‌চি তাও তোমার মন ধর্‌তে পার্‌চে না—ভাল আর একবার বলি শোনো—

"একবার তোমার পাঠ্য শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা স্মরণ ক'র—অর্জ্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন—ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রকৃতি পুরুষ, জ্ঞান জ্ঞেয়, কি? ভগবান বল্লেন—

"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে,
এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহু ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।" *

অর্থাৎ শরীর হ'চ্চেন **ক্ষেত্র**। আর এই ক্ষেত্রের স্বরূপ যিনি বুঝেছেন তিনিই হ'চ্চেন **ক্ষেত্রজ্ঞ**। তারপর বল্লেন—

"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্ব ক্ষেত্রেষু ভারত।" †

"অর্থাৎ **সর্ব্বক্ষেত্রে** আমি **ক্ষেত্রজ্ঞ** রূপে আছি! অর্থাৎ **ক্ষেত্রজ্ঞ** অবস্থাই অদ্বৈততত্ত্বে অবস্থিতি।—কথাটা ভাল বুঝতে পার্‌লে না, নয়?—আচ্ছা, ধারণা করতে যত্ন কর—ব্রহ্মাণ্ডে যত শরীর আছে সব শরীরের—দৃশ্যাদৃশ্য, স্থূলসূক্ষ্মাদি সর্ব্ববিধ শরীরের সমষ্টি হ'চ্চেন **বিরাট**। তাঁ'রে সমগ্র ভাবে বুঝ্‌তে হ'লে আগে অংশতঃ বুঝ্‌তে হ'বে। কেমন ক'রে—শুন্‌বে?—যেমন অপার সাগরের একবিন্দু জলের পরীক্ষা করলে, সেই অনন্তজলরাশির স্বরূপ বুঝ্‌তে পারা যায়, তেমনি কোনও একটা শরীরের একাংশ পরীক্ষা করলে, **বিরাটের** স্বরূপ

---

* ইদমিতি। হে কৌন্তেয়, ইদং শরীরং ক্ষেত্রম্ ইতি অভিধীয়তে। যঃ এতৎ বেত্তি, তদ্বিদঃ তং ক্ষেত্রজ্ঞম্ ইতি প্রাহুঃ॥

হে কৌন্তেয়, এই শরীরই ক্ষেত্র নামে কথিত হয়। এই ক্ষেত্রের তত্ত্ব যিনি জানেন, তত্ত্বজ্ঞগণ তাহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন।

† ক্ষেত্রজ্ঞমিতি। হে ভারত, সর্ব্বক্ষেত্রেষু ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাম্ বিদ্ধি।

হে ভারত, আমাকেই সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ জানিও।

উপলব্ধি করা সহজ হ'য়ে যা'বে। তারপর সাধনবলে যখন **বিরাট** শরীরের তত্ত্ব বুঝ্‌বে তখনই **ক্ষেত্রজ্ঞ** হ'য়ে যা'বে। আচ্ছা দেখ দেখি আমার শরীরের এই জায়গাটা।" এই কথা ব'লে তিনি নিজের হৃদয়ের দিকে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ কর্‌লেন। আমি সেই দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম—

দেখ্‌লাম তাঁ'র হৃদয়ে সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী প্রণব! তা'র মাঝে তিনিই ধ্যানস্তিমিত লোচনে ব'সে আছেন—হৃদয়স্থিত তাঁর সেই মূর্ত্তি **জ্যোতির্ম্ময়**—

শুন্‌লাম আমার হৃদয়ের মধ্যে কে যেন বল্‌তেছে—

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতং গুহায়াং।
তমক্রতু পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥" *

এই মন্ত্রটি আগে কখনও শুনি নি—তবে প্রথম চরণটি অনেক বার শুনেছিলাম বটে। জানি না এ মন্ত্রের কর্ত্তা কে? বোধ হয় সেইই আমার হৃদয় হ'তে এ কথা আমায় শোনালে—নইলে এ শোনায় এত শক্তি কেন?—একবার ধ্বনিত হ'য়ে প্রাণে যেন গেঁথে গেল। যেন মনে হ'চ্চে ঐ মন্ত্রটি উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় বর্ণে ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে লেখা র'য়েছে। আমি মনে মনে বল্লাম ঠাকুর, তুমিই তবে **অণোরণীয়ান্**, তুমিই আবার **মহতোমহীয়ান্**—এই কথা মনে

---

* অণোরণীয়ানিতি। অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্ আত্মা অস্য জন্তোগু'হায়াং নিহিতঃ। তং অক্রতুং মহিমানং ঈশং বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদাৎ পশ্যতি।

পরমাত্মা, সকল সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম এবং সকল মহৎ হইতে মহত্তম। তিনি সকল জন্তুর হৃদয়-গুহায় অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি বিষয়ভোগাসক্তিরহিত সেই মহাপুরুষকে জানিতে পারে—সেই করুণাময় বিধাতার কৃপায় বীতশোক হইয়া তাঁহাকে দর্শনপূর্ব্বক কৃতার্থ হয়।

হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁ'র হৃদয়স্থ সেই ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটি ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হ'য়ে —তাঁ'র সেই স্থূল দেহটি অতিক্রম ক'রে উর্দ্ধে চল্‌তে লাগ্‌লো। সেই দেহের—সেই বর্দ্ধিত দেহের—গুরুদেবের সেই **বিরাট** দেহের প্রতিলোমকূপে—জ্যোতির্ম্মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী প্রণব—প্রণবের সর্ব্বাবয়ব অনন্ত পূর্ণমূর্ত্তি দ্বারা গঠিত—সে মূর্ত্তিগুলি অণোরণীয়ান্ শ্রীগুরুমূর্ত্তি—প্রত্যেক মূর্ত্তির মধ্যে একটি পুরুষ আর একটি নারী পরস্পরের কণ্ঠ আলিঙ্গন ক'রে দাঁড়িয়ে, তাঁ'র চারিধারে সেই পুরুষই আর আটটি দেহে আট্‌টি নারীর কণ্ঠ আলিঙ্গন ক'রে মাঝের যুগলটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন—আবার হৃদয় মধ্যে ধ্বনিত হ'লো—

"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।"

যে দিকে চাই সেই দিকেই তাই—বল্লাম **পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে**। মনে পড়্‌লো—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদস্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥"

হরি হরি—এই কি **তাই**—আবার মনে হ'লো—

"রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥"

তবে ত **এইই তাই**—আর একবার শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শূন্যে যেমন দেখেছিলাম, এখন তাঁ'র দেহেও তাই দেখ্‌লাম। বুঝ্‌লাম প্রণব তিনি, প্রণব তাঁ'র নাম, এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রণব হ'তে উৎপন্ন; প্রণব পূর্ণ। অনন্তই প্রণব, অনন্তের প্রত্যেক পরমাণুও প্রণব। বুঝ্‌লাম নয়টি নারী-মূর্ত্তি তাঁ'র **পরা** আর **অপরা** প্রকৃতি। নয়টি পুরুষ মূর্ত্তি তিনিই। বিশাল প্রণবরূপে প্রকাশিত বিশ্বের যে দিকে চেয়ে দেখি সেই দিকেই

মহারাস-নৃত্য—যত দূর দৃষ্টি চলে চেয়ে দেখ্‌লাম, কেবল একটি যুগলের চারিদিকে আটটি যুগল ঘুরে ঘুরে নাচ্‌তেছে। কি সুন্দর! সে ত লিখে বুঝাবার যো নাই, যে দে'খেছে সেই ম'জেছে। তা' বই আর যে শুন্‌বে, সে বল্‌বে **পাগলের প্রলাপ**।

ক্রমে সে দৃশ্যটি মিলিয়ে গেল। দেখ্‌লাম, যে আমাদের পাগল ক'রেছে, সেই পাগল আমার সম্মুখে ব'সে হাস্‌চেন।

আমি একদৃষ্টে তাঁ'র দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি ব'ল্লেন—

"ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্নাঃ প্রকৃতিরষ্টধাঃ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বানীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব॥" *

---

* ভূমিরিত্যাদি। হে মহাবাহো ভূমিঃ আপঃ অনলঃ খং মনঃ বুদ্ধিঃ অহঙ্কারশ্চ ইতি মে ইয়ং অষ্টধাঃ ভিন্নাঃ প্রকৃতিঃ। ইয়ং অপরা। ইতঃ অন্যাং জীবভূতাং প্রকৃতি মে পরাঃ বিদ্ধি। সর্ব্বাণি ভূতানি এতদ্‌যোনীনি ইতি উপধারয়। অহং কৃৎস্নস্য জগতস্য প্রভবস্তথা প্রলয় অস্মি। হে ধনঞ্জয়, মত্তঃ পরতরং অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন অস্তি। সূত্রে মণিগণাইব ইদং সর্ব্বং ময়ি প্রোতং।

হে মহাবাহো, ক্ষিত্যপ-তেজ-মরুদ্ব্যোম মন বুদ্ধি অহঙ্কার এই আটটি আমার অপরা প্রকৃতি, এতদ্ব্যতীত যিনি এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন সেই জীবভূতা চৈতন্য-রূপিণীকে আমার পরা প্রকৃতি বলিয়া জানিও। এই পরা ও অপরা প্রকৃতি হইতেই বিশ্বের সর্ব্বভূতোৎপত্তি হইয়াছে। আমিই সমুদায়ের প্রভব ও প্রলয়ের কারণ। আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, আমি মণিগণ গ্রন্থনের সূত্রের ন্যায় সকলের মধ্যে আছি।

তুই যেন বাবা ধনঞ্জয় আর আমি যেন তোর বিষাদযোগ দে'খে তোরে সাধন-সমরে প্রবৃত্ত হ'বার জন্য বোঝাচ্ছি ;—নয় ?"

"আপনি কি আমায় পাগল করবেন ?"

"বাবা, পাগল না হ'লে সে পাগ্‌লা পাগ্‌লীকে পা'বে কি ক'রে ? সে যদি পাগল না হ'বে, তবে সুখে থাক্‌তে তা'কে এ ভূতে কিলোবে কেন ? এই তোরা যেমন থিয়েটার্ করিস্। কেউ কালিচূণ মেখে সং সাজিস্, কেউ বা জামা জোড়া প'রে রাজা সাজিস্, আবার কেউ বা দিব্যি গোঁপদাড়ী কামিয়ে কাঁচুলী প'রে নধর যুবতী সাজিস্। কিন্তু সে নটের সেরা নটবর। একাই এই বিশাল বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে অনন্ত সাজে সেজে অনন্ত লীলা ক'রেছে, ক'র্‌চে, আরও কে জানে কত দিন ক'র্‌বে।

"সত্যি সত্যি তুমি আমায় পাগল ক'রে ফেল্‌লে দেখ্‌চি।"

"বাবা, পাগল নয়, কে বল ত ? এ সংসারে ত সবাই পাগল, কেউ ধনের পাগল, কেউ মানের পাগল, কেউ অন্য জিনিষের পাগল। যদি ভাল ক'রে দেখ, দেখ্‌তে পা'বে প্রত্যেক লোক অন্ততঃ একটা না একটা জিনিষের জন্য পাগল। আমরা যদি সেই পাগলের সেরাকে পা'বার জন্য পাগল হই, ক্ষতি কি ? বরং লাভ আছে। থিয়েটারের মালিকের সঙ্গে ভাব থাক্‌লে থিয়েটার দেখার ভারি সুবিধা। আমার বোধ হয়, সাজার চেয়ে দেখায় বেশী সুখ।"

"আমারও তাই বোধ হয়, কিন্তু মণি, শরৎ টরৎ বলে সাজায় ভারি আমোদ।"

"তা হ'বে, তা না হ'লে তা'র এ সখ কেন ? বোধ হয় একভাবে অনেক ক্ষণ থাকা ভাল লাগে না—তাই এমন করে।"

এমন সময়ে আমার পত্নী আহারের স্থান করলেন। আমরা আহার ক'রলাম।

আহারের পর ব'ল্লেন, যাও বাবা ঘরে যেয়ে সমস্ত দিন কি ক'র্লে ভেবে দেখগে। তার পর ঐ পূর্ণমদঃকেও ভেবো। আমিও একটু ভাবি।

আমি তাঁ'র চরণ-ধূলি নিতে গেলাম, তিনি ব'ল্লেন, "দরকার নেই।" কাজেই ভূমিষ্ট হ'য়ে প্রণাম ক'রে গৃহমধ্যে গমন ক'রে, একখানা খাতায় সমস্ত দিনের ব্যাপার লিখে রাখ্‌লাম। এমন সময় আমার পত্নী এসে বল্লেন "বাবা আমার শুতে চান না" আমি অনেক বুঝিয়ে কম্বলখানিতে শুইয়ে আর একখানা কম্বল গায়ে দিয়ে রেখে এলাম। বাইরে ঐ হিমে রইলেন, কোনও রকমে ঘরে আন্‌তে পারলাম না। ব'ল্লেন, "দু'শ বচ্ছর এই রকম থেকে থেকে, অন্য রকম থাকৃতে ভাল লাগে না।" কি করি বল দেখি?"

আমি ব'ল্লাম, "উনি যা বলেন তাই কর।"

"তবে তুমি শোও, তোমার একটু পা টিপে দিই। তার পর গোপালকে নিয়ে ও বিছানায় শোবো এখন।"

আমি ব'ল্লাম "পা টেপবার দরকার নেই।"

তিনি ব'ল্লেন "উনি বলেছেন। তুমি শোও। একটু টিপি, তুমি ঘুমুলে আমি শোবো।"

আমি অচিরে নিদ্রিত হ'লাম।

তৃতীয় অধ্যায়

শুয়েছিলাম রাত্রি ন'টার সময়, ঘুম ভাংলো রাত্রি একটার সময়। আলো জ্বাল্লাম। একবার পত্নীর বিছানার মশারী তুলিয়া দেখ্লাম— তিনি অকাতরে নিদ্রা দিচ্চেন। এই পৌষ মাসের শীতে গায়ে লেপ নাই, বক্ষে সেই গুরুদত্ত গোপাল। গোপালের মুখ স্তনে লগ্ন। সর্ব্বাঙ্গে দর দর ধারে ঘাম হ'চ্চে।

তিনি নিদ্রিতাবস্থাতেই ব'ল্লেন "ব্রজেশ্বরি, আর পারিনে মা, তোমার গোপালের সঙ্গে। দেখ দেখি মা, কি দুরন্ত ছেলে, মাখন তুলে তুলে হাঁড়িতে রাখ্ছিলাম; তোমার গোপাল কি না সেই হাঁড়িটে মাথায় ক'রে ছুট্লো। আমি কি করি বলো, কাজেই দই মওয়া ছেড়ে গোপালের পেছু পেছু ছুট্লাম; কিন্তু গোপালের সঙ্গে সঙ্গে কি ছুট্তে পারি? শেষ ছুটে ছুটে হীমসীম হ'য়ে বল্লাম 'বাবা হাঁড়িটে আমায় দাও, আমি আর ছুট্তে পারি নে। তোমার যত ইচ্ছা খাও, কিন্তু হাঁড়িটে ভেঙ্গো না' গোপাল তোমার হাঁড়িটে নিয়ে হাস্তে হাস্তে ফিরে এসে ব'ল্লে, "না মা আমি তোর মাখন নষ্ট ক'র্‌বো না। ছুটে ছুটে আমারও পা ব্যথা ক'র্‌চে।" আমি ব'ল্লাম, 'কেন ছুট্লে বাবা? এ ব্রজের ক্ষীর, সর, নবনী সকলি তো তোমার! তোমার জন্যই ত বাবা সকলের সংসার! সকলের গো-পালন! এ ব্রজধাম ত তোমার অধিকার। যত খেতে চাও খাও। নিজের জিনিষ নষ্ট ক'রো না।" এই ব'লে সাদরে গোপালকে বক্ষে চেপে ধর্‌লেন। একটি ধাতুময় মূর্ত্তিকে সত্যজ্ঞানে এত আদর, বালিকা খেলা ঘরে ব'সে ক'রে থাকে। বয়স্থা যুবতীর পুত্তলিকাতে

এ ভাব এই নূতন। এ ত চিত্তবিকৃতির লক্ষণ। তবে কি ইনি পাগল হ'লেন ?—প্রাণের ভিতর ধ্বনি হ'লো, 'ভয় নাই, ভবে সবাই পাগল, সবাই মাতাল—পেঁচি মাতালেরাই মাতলাম করে। পাকা মাতালের মাতলাম নাই—আছে কেবল আনন্দটুকু। মা আমার ব্রজভূমে ভ্রমণ ক'র্চেন। ভেবো না। এসো ক্রিয়ায় ব'সো!" প্রাণে শুন্‌তে শুন্‌তে, শেষের কথা কয়টি কানে শুন্‌লাম। বুঝ্‌লাম গুরুদেব ডাক্‌ছেন। বাহিরে আস্‌লাম, দেখি তিনি ধ্যানস্থ। পার্শ্বে আমার আসনখানি পাতা র'য়েছে। আমি মুখ হাত ধুয়ে এসে তা'তেই উপবেশন ক'রে গুরু নির্দ্দিষ্ট প্রক্রিয়ার সাধনে প্রবৃত্ত হ'লাম।

এই সময়ে গুরুদেব আমার মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক বোধ হয় আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন। সেই আশীর্ব্বাদে আমার মনের চাঞ্চল্য দূর হ'লো এবং নির্ব্বিঘ্নে ক্রিয়া সম্পন্ন হ'লো। তখন তিনি ব'ল্লেন, "যাও বাবা গীতা এবং ভাগবতের নিয়মিত অধ্যায় আবৃত্তি ক'রে বেড়াতে যাও।"

আমি ব'ল্লাম "আজ আর বেড়াতে যা'ব না, আপনার বচন-সুধা পান ক'র্‌বো।"

তিনি ব'ল্লেন "কোনও আমোদজনক কার্য্যের জন্য, নিত্য-নিয়মিত-কার্য্যের পরিবর্ত্তন ক'র্‌তে নাই—বিশেষ ব্যায়াম।

"ব্যায়ামো হি সদা পথ্য বলিনাং স্নিগ্ধভোজিনাম্।"

প্রায় দশ বৎসর হ'ল যে কাজটি নিয়মিত ভাবে ক'রে আস্‌ছো, সে কাজটি এক দিনের তরেও ত্যাগ ক'রো না। এই বাঙ্গালা দেশে, ছেলেরা অনেকেই পাঠ্যাবস্থায় ব্যায়াম অভ্যাস ক'রে, শেষে যখন চাক্‌রী বাক্‌রী আরম্ভ করে, তখন প্রায়ই শারীরিক শ্রম একেবারে ত্যাগ করে। তা'র ফল হয় এই, যে দেহ চিরকালের জন্য ভগ্ন হ'য়ে যায়। প্রত্যহ যেমন ভ্রমণ কর, তেমনি ক'রো, বরং ক্রমে আরও দ্রুত চলা অভ্যাস

কর—আর চল্‌বার সময়েও লক্ষ্য ইষ্টে রেখো—যেমন ব'লে দিয়েছি, তেমনিটি কর্‌বার জন্য যত্ন ক'র। তুমি ফিরে এলে আবার উপনিষৎ আরম্ভ করা যা'বে।"

আমি তাঁ'র চরণে প্রণাম ক'রে গৃহ মধ্যে গমন কর্‌লাম। এবং গীতার একাদশ অধ্যায় আর ভাগবতের দশমের ত্রিংশ অধ্যায় পড়্‌লাম। তারপর আজ ধুতি, জামা আর র‍্যাপার নিয়ে বেড়াতে গেলাম। তিনি সেই ভাবেই ব'সে রইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

যখন ভ্রমণ ক'রে ফির্‌লাম, তখন আটটা বাজে নাই। দেখ্‌লাম পত্নী গুরুদেবকে তেল মাখাচ্ছেন। আমি আস্‌বামাত্র গুরুদেব হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্‌লেন "আজ আমার বাবার মত পোষাক হ'য়েছে। নেয়ে বই পড়্‌বো এখন। এই দেখ বাবা, মা কেমন মাখন ক'রেছেন। আমি খেয়েছি, তোমার জন্যেও আছে। আজ আবার ভাত খাবো এখন, উঠি উঠি দু'দিন ভাত খেলে অসুখ হ'বে না ত?"

আমি ব'ল্লাম "যে সুখ অসুখের অতীত, তা'র কি আর অসুখ হয়?"

তিনি ব'ল্লেন "ঠিক ব'লেছ বাবা, অসুখ ওটা মনের ভুল। যদি জোর ক'রে ব'ল্‌তে পার, ভগবানের ইচ্ছায় আমার অসুখ হ'বে না, তবে নিশ্চয়ই হ'বে না। যাও কাপড় চোপড় ছেড়ে স্নান ক'রে নাও। তারপর কিছু খেয়ে, দুই বাপ বেটায় বই পড়্‌বো আর মা বেটি খাট্‌বে এখন। কাজ ক'র্‌বার ভার মা'র—

"কার্য্যকারণেকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।"

আর খাবার ভার আমার; কারণ—

"পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।"

আমার স্ত্রী ইত্যবসরে এক ঘটি জল এনে আমার পা ধুইয়ে দিলেন। তার পর তাঁ'রে স্নান করাতে লাগ্‌লেন।

আমিও স্নান কর্‌লাম। উভয়ের জলযোগ হ'লো। তা'র পর তিনি উপনিষৎখানি আবৃত্তি ক'র্‌তে লাগ্‌লেন আর আমি সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি ক'র্‌তে লাগ্‌লাম। এত দিন সংস্কৃত উচ্চারণ ক'র্‌তে জান্‌তাম না, তাঁ'র কৃপায় উচ্চারণ বুঝ্‌তে লাগ্‌লাম। পাঠ শেষ হ'লে, তিনি বল্লেন "ঠিক্ ঠিক্ উচ্চারণ ক'র্‌তে শিখো। শব্দের শক্তি উচ্চারণে। উচ্চারণের দোষে একে আর বুঝায়—হিতে বিপরীত ঘটে। শান্তিপাঠ মন্ত্রের অর্থ ত মনে আছে?"

আমি ব'ল্লাম "হাঁ! আপনার আশীর্ব্বাদে ভুলি নাই।"

তিনি ব'ল্লেন "বেশ, এইবার প্রথম মন্ত্রটি বোঝবার জন্য যত্ন কর—

ওঁ ঈশাবাস্যমিদꣳসর্ব্বম্
যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা
মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ॥ ১ ॥

ঈশাবাস্যমিত্যাদি। জগত্যাং (এই জগতে) যৎ কিঞ্চ (যাহা কিছু) ইদং সর্ব্বং (এই সমুদায়) ঈশাবাস্যং (ঈশ্বর কর্তৃক আবৃত) । তেন (সেই জন্য) ত্যক্তেন (আসক্তি রহিত হইয়া) জগৎ (বিশ্বের পদার্থ নিচয়) ভুঞ্জীথা (ভোগ করিবে) কস্য স্বিদ্ধনং (কাহারও ধনে) মা গৃধঃ (লোভ করিও না) ॥ ১ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ এবং শ্রুতি প্রমাণ সিদ্ধ সমুদায় পদার্থই পরমেশ্বর কর্তৃক পরিব্যাপ্ত। তিনি ইহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। জীব আকাঙ্ক্ষার দাস, কিন্তু আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না, সেই জন্য এই মন্ত্রে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি জন্য উপদেশ করা হইয়াছে। তাঁহাতে আত্মনিবেদনই শ্রেয়ঃ পথ। ঈশ্বর বিভুচৈতন্য জীব অনুচৈতন্য সুতরাং তত্ত্বতঃ এক হইলেও বস্তুতঃ এক নহেন। বস্তুতঃ জীব যদি সমস্ত শ্রীভগবানের সেবায় অর্পণ পূর্ব্বক, তাঁর উৎসৃষ্ট প্রসাদ গ্রহণে জীবন ধারণ করে, তবেই সে কৃতার্থ হইতে পারে।

এই মন্ত্রটির পদচ্ছেদ ক'র্‌লে হয়—

ইদং সর্ব্বমীশাবাস্যম্ এই সমুদায় ঈশ্বর কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত, গীতায় পড়েছ ত ?—

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ।" *

প্রেমানন্দকৃত ঈশোপনিষদনুবাদ।

এ জগত মাঝে যা কিছু বিরাজে
দেখি—না দেখি নয়নে,
আবরিত করি' সতত শ্রীহরি
মিসে আছে তা'র সনে।
তাই বলি, জীব, চাও যদি শিব,
আসক্তি ত্যজিয়া তবে,
যা কিছু তোমার কর ভোগ তা'র,
সবি তাঁ'র এই ভবে।
যা নহে তোমার বাসনা তাহার
ক'রো না কখন মনে,
তা হ'লে নিয়ত আনন্দ-নিরত
র'বে জেনো প্রতিক্ষণে। ১।

---

* বিষ্টভ্যাহমিতি। অহং ইদং কৃৎস্নং জগৎ একাংশেন বিষ্টভ্য স্থিতঃ (অস্মি)। আমি এই সমুদায় জগৎ একাংশদ্বারা আবৃত করিয়া আছি। অর্থাৎ আমি অনন্ত, সেই অনন্তের এক প্রান্তে এই সমস্ত জগৎ অবস্থিত।

দেখেছ ত কাল ওঙ্কাররূপী **তিনি** জগন্ময় ব্যাপ্ত। বুঝেছ ত প্রকৃতি-পুরুষ-রহস্য—"**জগত্যাং যৎ কিঞ্চ**" জগতের যা কিছু দেখ্‌ছো বা দেখ্‌বে, সবই তাঁ'দ্বারা আবৃত। তাঁ'র পরাশক্তি প্রাণরূপে জগৎকে

শ্রীমদ্বলদেব-বিদ্যাভূষণ-কৃত
ঈশোপনিষদ্ভাষ্য।

বেদাস্তথা স্মৃতিগিরো যমচিন্ত্যশক্তিং
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারণমামনন্তি।
তং শ্যামসুন্দরমবিক্রিয়মাত্মমূর্ত্তিং
সর্ব্বেশ্বরং প্রণতিমাত্রবশং ভজাম॥

বেদেষু খলু কর্ম্মণো নিখিলপুমর্থহেতুত্বং, বিষ্ণোস্তু কর্ম্মাঙ্গত্বং, স্বর্গাদেঃ কর্ম্মফলস্য নিত্যত্বং, জীবস্য প্রকৃতেশ্চ স্বতঃ কর্ত্তৃত্বং, পরিচ্ছিন্নস্য প্রতিবিম্বিতস্য ভ্রান্তস্য বা ব্রহ্মণ এব জীবত্বং, চিন্মাত্র ব্রহ্মাত্মকত্বধীমাত্রাদেবাস্য জীবস্য সংসৃতি-বিনিবৃত্তিরিত্যাপাততোঽর্থা দুর্ম্মতিভিঃ প্রতীয়ন্তে। তানিমান্ পূর্ব্বপক্ষান্ বিধায়, পরস্য বিষ্ণোরিহ স্বাতন্ত্র্য-সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব-সার্ব্বজ্ঞ্য-পুমর্থাদিধর্ম্মকত্ব-জ্ঞানসুখস্বরূপত্বং নিরূপ্যতে। তথাহি ঈশ্বর-জীব-প্রকৃতি-কাল-কর্ম্মাখ্যানি পঞ্চতত্ত্বানি শ্রূয়ন্তে। তেষু বিভুচৈতন্যমীশ্বরোঽণুচৈতন্যস্তু জীবঃ। নিত্যজ্ঞানাদিগুণকত্বং অস্মদর্থত্বং চোভয়ত্র। জ্ঞানস্যাপি জ্ঞাতৃত্বং প্রকাশস্য রবেঃ প্রকাশকত্ববদবিরুদ্ধম্। তত্র ঈশ্বরঃ স্বরূপশক্তিমান্, প্রকৃত্যাদ্যনুপ্রবেশনিয়মনাভ্যাং জগৎ বিদধন্ ক্ষেত্রজ্ঞ ভোগাপবর্গৌ বিতনোতি। একোঽপি বহুভাবেনাভিন্নোঽপি গুণগুণিভাবেন দেহদেহি-ভাবেন বিদ্বৎপ্রতীতেবিষয়োঽপি ভক্তিব্যঙ্গ্য একরসঃ প্রযচ্ছতি চিৎসুখং স্বরূপম্। জীবাস্ত্বনেকাবস্থা বহবঃ। পরেশ-

ধারণ ক'রে র'য়েছেন। সুতরাং এ সব তাঁ'রই। তিনি তোমাকে দিন কয়েকের জন্যে ভোগ ক'র্‌তে দেছেন, তুমি প্রভুভক্ত ভৃত্যের মত—ভক্তিমান সন্তানের মত—পতিপ্রাণা রমণীর মত—"**ত্যক্তেন**

বৈমুখ্যাত্তেষাং বন্ধঃ। তৎসাম্মুখ্যাত্তু—তৎস্বরূপ-তদ্‌গুণাবরণরূপ-দ্বিবিধবন্ধ-বিনিবৃত্তিঃ তৎস্বরূপাদি সাক্ষাৎ কৃতিঃ। প্রকৃতিঃ সত্ত্বাদিগুণ-সাম্যাবস্থা তমোমায়াদিশব্দবাচ্যা তদীক্ষণাবাপ্তসামর্থ্যা বিচিত্র জগজ্জননী। কালস্তু ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমান যুগপৎ-চিরক্ষিপ্রাদিব্যবহারহেতুঃ ক্ষণাদি পরার্দ্ধান্তশ্চক্রবৎ পরিবর্ত্তমানঃ প্রলয়-সর্গনিমিত্ত-ভূতো দ্রব্য বিশেষঃ। ঈশ্বরাদয়শ্চতারোঽর্থা নিত্যাঃ। জীবাদয়স্তু তদ্বশ্যাশ্চ। কর্ম্ম তু জড়; অদৃষ্টাদি শব্দ ব্যপদেশ্যং অনাদি বিনাশি চ ভবতি। চতুর্ণামেষাং ব্রহ্মশক্তিত্বাদ্-একং শক্তিমদ্-ব্রহ্মেতি অদ্বৈতবাক্যেঽপি সঙ্গতিরিত্যাদীনর্থান্নিরূপয়িতুং স্বয়মাচার্য্যস্বরূপা শ্রুতিরাহ—**ঈশেত্যাদি**। ঈশাবাস্যমিত্যাদীনাং মন্ত্রাণাং আত্মযাথাত্ম্যপ্রকাশকত্বেন বিরোধাদেব কর্ম্মসু অবিনিয়োগঃ কিন্তু উপাসনায়াং অবিরোধাৎ। উপাসনা তু জীবপরয়োঃ সম্বন্ধবিশেষসাধনং ভজনমেব। সম্বন্ধো হি জীবে পরসাম্মুখ্যম্। অতঃ সংক্ষেপতো ব্যাখ্যাস্যামঃ। ঈশাবাস্যেতি ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণঋষিঃ স্বং শিষ্যং পুত্রঞ্চ নিষ্কামধর্ম্মনির্ম্মলচিত্তং সৎপ্রসঙ্গলুব্ধং শ্রদ্ধালুং শান্ত্যাদিমন্তং অধিকারিণং উপসন্নমাহ **ঈশাবাস্যমিত্যাদি**। ঈশ্ ঐশ্বর্য্যে কিবন্তঃ ঈষ্টে ইতি ঈট্। সর্ব্বস্যেশিতা পরমেশ্বরঃ। স হি সর্ব্বজন্তূনামাত্মত্বাৎ সর্ব্বমীষ্টে। তেনাত্মনা ঈশা পরমেশ্বরেণেদং সর্ব্বং প্রত্যক্ষ-প্রমাণসিদ্ধং বিশ্বং বাস্যম্। বস্ আচ্ছাদনে ঋহলোর্ণ্যদিতি ণ্যৎ-প্রত্যয়ঃ ণিত্বাৎ স্বরিতঃ আচ্ছাদনীয়মিত্যর্থঃ। সর্ব্বং তেন ব্যাপ্তমিতি শেষঃ। "স এবাধস্তাৎ স এবোপরিষ্টাৎ। অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিত" ইতি শ্রুতেঃ।

ভুঞ্জীথা” আসক্তিশূন্য হ’য়ে ভোগ কর—তাঁ’র সেবার জন্য যা না হ’লে নয়, সেই টুকু ভোগ কর। “মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনং” কারো ধনে আকাঙ্ক্ষা রেখোনা। পরধনে ত নয়ই—নিজ ধনেও আসক্তি

যদ্বা ইদং সর্ব্বং ঈশা পরব্রহ্মণা বাস্যং। বস্ নিবাসে ইত্যস্য রূপং বাসিতং উৎপাদিতং স্থাপিতং নিয়মিতঞ্চ। “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যমরতোষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃত” ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ন কেবলং প্রত্যক্ষগম্যং ঈশাবাস্যং অপি তু সাধারণং ব্রহ্মাণ্ডমিত্যাহ যৎকিঞ্চিদিতি। যৎ কিঞ্চ শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধং জগত্যাং জগৎ স্থাবর জঙ্গমাত্মকমশেষং বিশ্বমীশেনোৎপাদিতং স্থাপিতং নিয়মিতঞ্চেত্যর্থঃ। অতঃ কারণাৎ তেনেশা ত্যক্তেন বিসৃষ্টেন স্বাদৃষ্টানুসারিণা বিষয়েণ ভুঞ্জীথাঃ ভোগাননুভবেঃ। ইতোঽধিকং মা গৃধঃ। গৃধু অভিকাঙ্ক্ষায়াং। আকাঙ্ক্ষীঃ। ইতোঽধিকং মম ভবত্বিতি বুদ্ধিং ত্যজেত্যর্থঃ। পরমাত্মাধীনত্বেন তদিচ্ছায়া ব্যাহতত্বাদিতি ভাবঃ। এবং সৎ ধনং কস্য স্বিং স্বিদিতি নিপাতো বিতর্কে ন কস্যাপীত্যর্থঃ। “স এষ সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চে”ত্যাদি শ্রুতেঃ। মুখ্যদাতা পরমেশ্বরো ন স্বামিসম্বন্ধালিঙ্গিতমন্যৎ প্রাণিজাতমিতি বৈরাগ্যেণ ভবিতব্যমিতি ভাবঃ। ১।

শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীপ্রণীতং

ঈশাবাস্যরহস্যম্।

(অদ্বৈতমতাবলম্বী ব্যাখ্যা)

ওঁ যেনাত্মনা পরেণেশা ব্যাপ্তং বিশ্বং চরাচরম্।
সত্যজ্ঞানস্বরূপেণ তদেবাহং সদাত্মকম ॥ ১ ॥

রেখো না। যা 'তোমার' ব'ল্‌তে আছে—সব তাঁকে সমর্পণ ক'রে, সেই নিবেদিত প্রসাদে দেহ রক্ষা কর। বড় নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারবে।

ঈশাবাস্যাদয়ো মন্ত্রা ন কর্ম্মপ্রতিপাদকাঃ।
অথৈতৈকরসে শুদ্ধে ব্রহ্মণ্যেব সমন্বিতাঃ॥ ২॥
কর্ম্মসম্বোধকা বেদা ন চ তে ব্রহ্মবোধকাঃ।
ইতি মীমাংসকাঃ প্রাহুস্তন্ন সত্যঃ কথঞ্চন॥ ৩॥
অকর্ম্মশেষমাত্মানং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্।
অশরীরং সদামুক্তং নিত্যং শুদ্ধস্বভাবকম্॥ ৪॥
সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চ নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং ধ্রুবম্।
বোধয়ন্তি যতঃ সত্যং সর্ব্বে বেদাঃ ষড়ঙ্গকাঃ॥ ৫॥
অতএব হি তে মন্ত্রা ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রবোধকাঃ।
ঈশা ঈশেন সংব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ৬॥
বাসিতং ভুবনং সর্ব্বং সত্যমেবং শ্রুতির্জগৌ।
যৎকিঞ্চিৎ সর্ব্বমেবেদং জগত্যামুপলক্ষণম্॥ ৭॥
জগদ্ব্রহ্মৈব পরমং ব্রহ্মৈবেদমিতি শ্রুতেঃ।
যস্মাদ্ব্রহ্মাত্মকং সর্ব্বং তস্মাত্ত্যক্তেন সর্ব্বদা॥ ৮॥
পালয়েথা স্বমাত্মানং স্ব-স্বরূপং নিরঞ্জনম্।
ত্যাগ শব্দেন চাপ্যত্র সন্ন্যাসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৯॥
সংন্যস্য সর্ব্বকর্ম্মাণি ব্রহ্মৈবাস্মীতি ভাবয়ন্।
রক্ষণীয়ঃ স্বয়ং চাত্মা সংসারাদজ্ঞকল্পিতাঃ॥ ১০॥
আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং ধনং নৈবাস্তি কস্যচিৎ।
গৃধিং বৈ ধনবিষয়াং মা কার্ষীস্ত্বং কথঞ্চন॥ ১১॥

তারপর দ্বিতীয় শ্লোক—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি
জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি
ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥ ২ ॥

স্যদিত্যনর্থকো বাত্র চাক্ষেপো বা ভবিষ্যতি।
আত্মভিন্নং পরং স্বং কিং কস্যচিদ্বিদ্যতে ধনম্ ॥ ১২ ॥
সুগন্ধচন্দনেনৈব দুর্গন্ধশ্ছাদ্যতে যথা।
নামরূপাত্মকং বিশ্বমাত্মনাচ্ছাদিতং তথা ॥ ১৩ ॥
তস্মাদাত্মৈব দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ সর্ব্বদৈব হি।
ইত্যেষ এব বেদার্থং প্রথমো বৈ নিরূপিতঃ ॥১৪ ॥

ইতি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দসরস্বতিবিরচিতে ঈশাবাস্যরহস্যে
প্রথমমন্ত্রার্থনিরূপণম্। ১।

এই সমুদয় শ্লোক অতি সরল বলিয়া অনুবাদ দেওয়া হইল না।

কুর্ব্বন্নেবেহেত্যাদি। কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ এব (এইরূপ কর্ম্ম করিয়াও) ইহ শতং সমাঃ জিজীবিষেৎ (এই জগতে শত বর্ষ বাঁচিবার বাসনা করিতে পার) এবং ত্বয়ি (এইরূপ ভগবানের তৃপ্ত্যর্থে কর্ম্ম করিবার জন্য বাঁচিবার বাসনা করিয়াও) ইতঃ (এই বাসনা দ্বারা) নরে কর্ম্ম ন লিপ্যতে (মানবের পক্ষে কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয় না)। ইতঃ অন্যথা নাস্তি (ইহাতে সংশয় নাই)। ২।

আশক্তি ত্যজিয়া করম করিয়া,
শত বর্ষ প্রাণ তরে
বাসনা করিলে বন্ধন না মিলে
নিশ্চয় জেনো অন্তরে।

শ্লোকটির পদগুলি স্বতন্ত্র করলে হয়—

"কুর্ব্বন এব ইহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি ন অন্যথা ইতঃ অস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥"

এইবার বোঝবার চেষ্টা কর। প্রথমতঃ "**ইহ এব কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ শতং সমাঃ জিজীবিষেৎ।**" অর্থাৎ এই জগতে কর্ম্ম করিয়া, শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে।

হেন কর্ম্ম ফল পদ্ম পত্রে জল
লিপ্ত কভু নাহি হয়;
থাকে যতক্ষণ হয় দরশন
লোক-চক্ষে সুনিশ্চয়।
কর্ম্ম শেষ হ'লে মিশে মহাজলে
থাকে না কিছুই তা'র
বাসনা সে পায় মিশে—মিলে যায়
সন্দেহ কি আছে আর। ২।

ভাষ্য। ইদানীং চিত্তশুদ্ধ্যর্থং বিহিতং অবশ্যমনুষ্ঠেয়মিত্যাহ—**কুর্ব্বন্নেবেতি।** কর্ম্মানি অগ্নিহোত্রাদীনি নিষ্কামেন কুর্ব্বন্ এব ইহলোকে শতং শতসংখ্যকাঃ সমাঃ সম্বৎসরান্ শতবর্ষপর্য্যন্তং জিজীবিষেৎ জীবিতুমিচ্ছেৎ। এবং ত্বয়ি জিজীবিষতি কর্ম্ম কুর্ব্বতি চ নরে, ইতঃ এতস্মাৎ অগ্নিহোত্রাদি কুর্ব্বতঃ প্রকারাৎ অন্যথা প্রকারান্তরেণ মুক্তির্নাস্তি যদ্বালিপ্তত্বং নাস্তীতি ভাবঃ। তাদৃক্ কর্ম্ম তু ন লিপ্যতে। ২।

"ত্বয়ি নরে এবং কর্ম্ম ন লিপ্যতে।" তুমি মানুষ, এরূপ করলে কর্ম্মে লিপ্ত হ'বে না। "ইতঃ ন অন্যথা অস্তি।" এর আর কোনও অন্যথা নাই। এ জগতে কর্ম্ম করতে হ'বে। এখন এই কর্ম্মটা কি ভেবে দেখো। গীতায় শ্রীভগবান ব'লেছেন—

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।"

অর্থাৎ সর্ব্বদা কর্ম্ম ক'রো অকর্ম্ম কোরো না। এই কর্ম্মটা বোঝা বড় কঠিন। তাই ভগবান বলেছিলেন—

"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষসেঽশুভাৎ॥"

ঈশোপনিষৎ রহস্যম্।

সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যস্য মন্তব্যঃ পরমেশ্বরঃ।
তদশক্তস্য কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি শ্রুতির্জগৌ॥ ১॥
অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মাণি ব্যবহারান্ সদা নরঃ।
কুর্ব্বন্ জীবিতুমিচ্ছেদ্বৈ শতং সম্বৎসরান্ স্বয়ম্॥ ২॥
তাবদ্ধি পুরুষস্যায়ুঃ শতায়ুরিতি চ শ্রুতেঃ।
এবং প্রকারে তু ত্বয়ি নরমাত্রাভিমানিনি॥ ৩॥
প্রকারান্তরং নৈবাস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে যথা।
ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধ্যা তু কর্ম্ম কুর্ব্বন্নলিপ্যতে॥ ৪॥
প্রসীদতি পরোহ্যাত্মা শুদ্ধান্তঃকরণে স্বয়ং।
ইতি দ্বিতীয়-মন্ত্রার্থঃ সম্যগেব নিরূপিতঃ॥ ৫॥

ইতি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দসরস্বতী বিরচিতে ঈশাবাস্যরহস্যে
দ্বিতীয়মন্ত্রার্থনিরূপনম্।২।

বড় বড় পণ্ডিতেরাও এই **কর্ম্মরহস্য** বুঝতে পারেন না। কারণ ওখানে পাণ্ডিত্য প্রবেশ করিতেই পারে না। **শ্রীগুরুদেব** কৃপা ক'রে অনুগত শিষ্যের প্রাণে ঢুকিয়ে দেন, তা'তে প্রাণে অর্থ প্রতিভাত হ'য়ে আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত করে।"

আমি ব'ল্লাম "কেন, যা' করা উচিত ব'লে বোধ হ'বে তাই কর্ম্ম। আর যা অনুচিত তাই অকর্ম্ম। এই ত সোজা কথা প'ড়ে রয়েছে।"

তিনি ব'ল্লেন "না বাবা, অত সোজা নয়। যা উচিত তা কর্ত্তব্য, কিন্তু কর্ম্ম না হ'তে পারে। মানুষের প্রকৃতি অনুসারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ হয়, কিন্তু **কর্ম্ম** সকলেরই কর্ত্তব্য। শুধু কর্ত্তব্য নয়, সে কর্‌তে বাধ্য!"

আমি ব'ল্লাম "যদি না করে?"

তিনি বল্লেন—

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ" *

একমাত্র **প্রাণকর্ম্মই কর্ম্ম**—আর তা'ই **ধর্ম্ম**।

আমি ব'ল্লাম "ও সকল আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নাই করলাম।"

তিনি ব'ল্লেন "এখন না কর নাই ক'র্‌লে। কিন্তু বাবা—

"ব্রহ্মাপি তন্ন জানাতি ঈষৎ শর্ব্বোঽপি জানাতি।
বহ্বর্থমৃষয়স্তত্তু ভারতং প্রবদন্তি হি।
ব্রহ্মাদৈঃ প্রার্থিতো বিষ্ণুর্ভারতং স চকার হ।
যস্মিন্ দর্শার্থাঃ সর্ব্বত্র ন জ্ঞেয়াঃ সর্ব্বজন্তুভিঃ॥" †

---

* ন হি কশ্চিদিত্যাদি। হি কশ্চিৎ অপি জাতু অকর্ম্মকৃৎ ক্ষণং ন তিষ্ঠতি। কেহই ক্ষণকালের জন্য কর্ম্মবিহীন থাকিতে পারে না।

† ব্রহ্মাপীতি। ব্রহ্মা অপি তৎ ভারতং ন জানাতি, শর্ব্ব অপি ঈষৎ জানাতি, তৎ হি ঋষয়স্তু বহ্বর্থং প্রবদন্তি। স বিষ্ণু ব্রহ্মাদৈঃ প্রার্থিতঃ হ ভারতং চকার। যস্মিন্ সর্ব্বত্র সর্ব্বজন্তুভিঃ ন জ্ঞেয়াঃ দশার্থাঃ।

ব্রহ্মাও মহাভারতের মর্ম্ম জানেন না, শর্ব্ব (মহাদেব) ঈষৎ জানেন, ঋষিগণ তাহাকে বহ্বর্থযুক্ত শাস্ত্র বলেন। স্বয়ং বিষ্ণু ব্রহ্মাদির প্রার্থনায় এই ভারতশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন; ইহাতে সাধারণ জীবের বুদ্ধির অগম্য দশবিধ অর্থ আছে।

সুতরাং তোমরা স্বীকার ক'র্‌তে না চাইলেও মহাভারতের সর্ব্বত্র দশটি ক'রে অর্থ আছে। যে যেমন অধিকারী, তা'র প্রাণে **শ্রীগুরু-দেব** তদনুরূপ অর্থ প্রকাশ ক'রে দেবেন। তখন বুঝ্‌তে পেরে কৃতার্থ হ'বে। সেই **মহাভারতের** মধ্যে **গীতা** শ্রেষ্ঠ—

"ভারতং সর্ব্বশাস্ত্রেষু ভারতে গীতিকা বরা।" *

এই গ্রন্থ সকল উপনিষদের সার—

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দন।
পার্থো বৎস সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।" †

টাট্‌কা দুধ খাওয়াই ভাল। যদি হজম করতে পার তবে দুগ্ধের সার নবনীতই পরম উপাদেয়। তাই ব'লেছেন—

"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যাঃ স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥" ‡

তুমি অনেক দিন গীতা প'ড়েছ। তবে ঠিক ঠিক পাঠ ক'র্‌তে পা'র নি, তাই আজও প্রাণে অর্থ প্রতিভাত হয় নি। আশা করি, **শ্রীগুরুদেবের** কৃপায় ক্রমে সব ঠিক হ'য়ে যা'বে।"

---

* ভারতমিতি। সর্ব্বশাস্ত্রেষু ভারতং, ভারতে গীতিকা বরা।

সকল শাস্ত্র মধ্যে মহাভারত, এবং মহাভারত মধ্যে শ্রীগীতা শ্রেষ্ঠ।

† সর্ব্বোপনিষদো গাবঃ, গোপাল নন্দনঃ দোগ্ধাঃ, পার্থো বৎসঃ, সুধীর্ভোক্তাঃ, মহৎ গীতামৃতং দুগ্ধম্।

উপনিষৎ সমূহ গোগণ, শ্রীকৃষ্ণ দোগ্ধা, অর্জ্জুন বৎস, সুধিগণ ভোক্তা, এবং সুমহৎ গীতামৃতই দুগ্ধ।

‡ গীতেত্যাদি। পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাৎ যাঃ স্বয়ং বিনিঃসৃতা (সা) গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যাঃ, অন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ কিম্।

পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মুখপদ্ম হইতে যে গীতা স্বয়ং নিঃসৃতা হইয়াছেন, সেই গীতা সুগীতা হইবার উপযুক্ত, অন্য অনেক শাস্ত্রের প্রয়োজন কি ?

(রাত্রে সমস্ত দিনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করবার সময় দেখ্‌চি, গীতার মুখ্যার্থ ব্যতীত অন্য অর্থও আছে; তবে দশ অর্থ এখনও বুঝ্‌তে পার্‌চি না।)

"যদি নিয়মিত প্রাণকর্ম্ম কর, তবে নিশ্চয়ই দীর্ঘজীবন লাভ হ'বে, আর ক্রমেই সে জীবন আধিব্যাধিবিহীনও হ'য়ে প'ড়্‌বে। তোমাদের এ সব হ'বে ব'লেই আমায় এখানে পাঠিয়েছেন। যাঁ'দের দরকার হয় তা'দের জন্য আসেন। এইবার তৃতীয় মন্ত্র আরম্ভ করি।"

আমি ব'ল্লাম "আপনি শান্তি-পাঠ মন্ত্রটির সমগ্র ব্যাখ্যা করেন নি। এ মন্ত্রটিরও প্রায় সবই ছেড়ে দিয়ে যা'চ্ছেন।"

তিনি হাস্‌লেন, ব'ল্‌লেন "আমি মুখে বলি নি, কিন্তু তুমি কি বুঝ্‌তে পারচো না?"

আমি ব'ল্লাম "পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে, আবার পূর্ণ অবশেষ থাকৃবে কি ক'রে?"

তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্লেন "তাও ত দেখেছ বাবা! না হয় আবার দেখ। ও ত ব'লে বোঝাবার নয়!"

এই সময়, আমরা যেখানে ব'সেছিলাম, সেইখান হ'তে সূর্য্যদেব দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন। তিনি সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'র্‌লেন। আমি চেয়ে দেখ্‌লাম—জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক্রমে একটি জ্যোতিঃ-বিন্দুতে পরিণত হ'লো—দেখ্‌লাম সে বিন্দুটি একটি রশ্মি হ'তে উৎপন্ন হ'য়েছে—রশ্মিটি ধ'রে লক্ষ্য কর্‌তে থাকৃলাম—বহুক্ষণ পরে বোধ হ'লো যেন দূরে—অতি দূরে—আর একটি জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য—সে সূর্য্যের অনন্ত রশ্মি অনন্ত দিকে গেছে। সেই সব রশ্মিস্ফুলিঙ্গ হ'তে অনন্ত সূর্য্য অনন্ত গগনে বিরাজ ক'র্‌চে। দেখ্‌লাম, সেই কেন্দ্রস্থ সূর্য্য মহা-জ্যোতির্ম্ময় হ'লেও বড়ই স্নিগ্ধ। তা'র মধ্যে সেই দম্পতি যুগলের

মহানৃত্য—প্রাণে ধ্বনিত হ'লো—"নয়টি যুগল চিরদিন পূর্ণ প্রণবরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ঐ কেন্দ্রের চারিধারে অনন্ত সূর্য্যগণ স্ব স্ব গ্রহাদি সঙ্গে অনন্ত আকাশে অনন্ত কাল সেই অনন্তদেবকে প্রদক্ষিণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে কখনও লীন কখনও বা প্রকাশিত হ'চ্চে। কিন্তু সবই সেই নয়টি যুগলে গঠিত। কেন্দ্র থেকে অনন্ত প্রণব অনন্ত আকাশে চলে গেল, কিন্তু মাঝেরটি যেমন তেমনি পূর্ণভাবে চিরদিন বিরাজিত আছেন।"

বুঝলাম তিনি পূর্ণ অবতারি। অনন্ত অবতার তাঁর। যুগপৎ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ থাক্‌লেও তিনি স্বধামে স্বরূপে পূর্ণরূপে অবস্থিত। একটি দীপ হ'তে অসংখ্য দীপ জাল্‌লেও মূল দীপটি যেমন তেমনিই থাকে, কতকটা সেই রকম।

তিনি ব'ল্লেন "এখন ত বুঝলে বাবা, কেমন ক'রে পূর্ণমেবা-বশিষ্যতে?"

আমি ব'ল্লাম "কালই বোঝা উচিত ছিল, তবে চঞ্চল মন তখন ধর্‌তে পারে নি।"

তিনি ব'ল্লেন "মনের চাঞ্চল্য শীঘ্রই যা'বে তখন আর কোনও বিষয়ের ব্যাখ্যার জন্য লৌকিক জগতে ঘুরতে হ'বে না।"

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "কর্ম্ম ক'রে কর্ম্মে লিপ্ত না হওয়া কি রকম?"

তিনি ব'ল্লেন "যখন বুঝতে পারবে যে কর্ম্ম-গুলো তাঁ'র। তখন নিরন্তর শুন্‌তে পা'বে—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥" *

তাঁ'র এই কথাগুলিই তোমায় এরূপ অবস্থায় নিয়ে যা'বে যে আর **কর্ম্ম** ক'রে লিপ্ত হ'তে হ'বে না। অর্থাৎ স্বতঃই **কর্ম্ম** হ'তে থাকবে। অর্থাৎ **নাম** ক'রতে ক'রতে **নামের উদয়** হ'বে। সে যে কেমন? মুখে ত ব'ল্‌তে পারবো না। মায়ের আমার হ'য়েছে, দেখে বুঝতে পার বোঝ।"

আমি ব'ল্লাম "ওঁর সহসা এরূপ ভাগ্যোদয় হ'লো কেন?"

তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্লেন "সহসা কিছুই হয় না। বীজ পুত্‌লে পর, তা'তে উপযুক্ত উত্তাপ জল প্রভৃতি প্রবিষ্ট হ'লে, তবে তা'হ'তে অঙ্কুর হয়। তা'র পর ক্রমে ক্রমে সেই অঙ্কুর মহাবৃক্ষে পরিণত হয়। মায়ের প্রয়োজনেই আমার আসা। এখন তুমি মায়ের সাহায্যে পরমপদের অধিকারী হ'বে। ওঁকে উপেক্ষা ক'রো না। **ধর্ম্ম পত্নী** ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ কর্‌বার উপকরণ নয়। ধর্ম্ম কি বুঝেছ ত? যে **নাম** দিয়েছি সেই **নামই ধর্ম্ম**। যা-দ্বারা এই বিশ্ব সংসার ধৃত আছে। কি রূপে তা'তো প্রত্যক্ষ ক'রেছ? এখন অপর শ্লোকের অর্থ শোনো।

"অসূর্য্যা নাম তে লোকা
অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।

* কর্ম্মণ্যেবেতি। তে কর্ম্মণি এব অধিকারঃ, ফলেষু কদাচন মা, কর্ম্মফলহেতুঃ মা ভূঃ, তে অকর্ম্মণি সঙ্গঃ মা অস্তু।

তোমার কর্ম্ম করিবারই অধিকার (ক্ষমতা) আছে, কর্ম্মফলে কদাচ কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই, অতএব কর্ম্মফলের হেতু হইবার জন্য যত্ন করিও না, অকর্ম্মেও যেন তোমার আসক্তি থাকে না।

তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি

যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ৩ ॥"

পদগুলি স্বতন্ত্র কর্‌লে হয়—

অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা আবৃতাঃ ।

তান্ তে প্রেত্য অভিগচ্ছন্তি যে কে চ আত্মহনঃ জনাঃ ॥

এখন শব্দার্থ দেখ **যে কে চ আত্মহনঃ জনাঃ** অর্থাৎ আত্মঘাতীজনগণ **তে প্রেত্য** তা'রা ম'রে **অন্ধেন তমসা আবৃতাঃ** গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া **অসুর্য্যা নাম লোকা তান্ অভিগচ্ছন্তি**। অসূর্য্যা নামক লোকে গমন করে। এখন **অসুর্য্যা** প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ বিশেষ ক'রে বোঝবার চেষ্টা

অসুর্য্যা ইত্যাদি। অসুর্য্যা নাম যে লোকাঃ (অসুর্য্য নামক যে সকল লোক) তে অন্ধেন তমসাবৃতাঃ (তাহা অন্ধতমঃ দ্বারা আবৃত) যে কে চ জনাঃ (যে সকল লোক) আত্মহনঃ (আত্মঘাতী) তে (তাহারা) প্রেত্য (মৃত্যুর পর) তান্ (সেই সকল লোকে) অভিগচ্ছন্তি (গমন করে) । ৩।

পরমাত্মা সনে সম্বন্ধ বিহনে
অন্ধ হ'য়ে যা'রা রয়,
ভুঞ্জে ভব দুঃখ মনে ভাবে সুখ,
আত্মঘাতী সুনিশ্চয়।
মরণের পর তা'রা নিরন্তর
অসুর্য্যলোকেতে যায়,
অন্ধকারে ঘেরা সেই লোকে তা'রা
বহু কষ্ট সদা পায়। ৩।

কর। অসুর্য্যা শব্দটির সয়ে হ্রস্ব উকার না দিয়া কোন কোনও পাঠে দীর্ঘ উকার আছে, তাঁ'রা বলেন সূর্য্য-বিহীন লোকে। কিন্তু সূর্য্য না থাক্‌লেই যে অন্ধকার হ'বে তা'র কোনও অর্থ নাই। তাঁ'র যে পরমধাম সেখানে চন্দ্র সূর্য্য নাই। সুতরাং ও অর্থ ছেড়ে দাও। অনেকেই বলেন অসুর-প্রাপ্য লোক। ভগবান শঙ্কর ব'লেছেন "পরমাত্মভাবমদ্বয়মপেক্ষ্য দেবাদয়োঽপ্যসুরাঃ তেষাং চ স্বভূতা অসুর্য্যা।" আমার গুরুদেব বলেন "আচার্য্য শঙ্করের বাক্য শিরোধার্য্য," কিন্তু গুরুদেব ব'লেছেন "অসুষু এব রমন্ত ইত্যসুরা" অর্থাৎ যাহারা ইতর প্রাণীর মত জীবন রক্ষা ও ইহজীবনের ভোগ্য সুখের জন্যই লালায়িত, তা'রাই অসুর। তা'রা যে লোকে থাকে সে লোক অন্ধতমসাবৃত বটে। সেখানে যা'রা বিচরণ করে, তা'দের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। কিছুদিন সাধন করবার পর সূক্ষ্মদৃষ্টির বিকাশ হ'লে সেই লোক ও অন্যান্য সূক্ষ্মলোকের অধিবাসীগণকে প্রত্যক্ষ ক'রতে পার্‌বে। মন্ত্রে উল্লিখিত হ'য়েছে, আত্মঘাতীরা সেখানে যায়। আত্মানন্দই মানবের নিজ স্বরূপে প্রাপ্তব্য সুখ। যে হতভাগ্য স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি কর্‌বার জন্য যত্ন করে না, সেই আত্মঘাতী। সে কল্পিত সুখের চেষ্টায় অসুখের সৃষ্টি ক'রে নিরন্তর কষ্ট পায়। তা'রা ম'লে সেই লোকে যায়। ভাগবত বল্‌চেন তা'রা জ্যান্তে মরা, মনে পড়ে কি?

ভাষ্য। অথ কাম্যপরান্ নিন্দতি অসুর্য্যা ইতি। যে কে চ (যে কেচিৎ) জনাঃ (আত্মানং ঘ্নন্তি, সংসারে সম্বন্ধয়ন্তীতি) আত্মহনঃ তে প্রেত্য (মৃত্বা) তান্ (লোকান্) অভিগচ্ছন্তি। লোকাঃ কথম্ভুতা? ইত্যপেক্ষয়ামাহ—অসূর্য্যানাম ই।ত। অসূর্য্যা

"ন যস্য কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্প্যতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতোহি সঃ॥" *

(অসুরপ্রাপ্যাঃ) নাম তে লোকা অন্ধেন (গাঢ়েন) তমসা আবৃতাঃ (সংবৃতা ইত্যর্থঃ)। অবিদ্বাংসঃ কাম্যপরাঃ আত্মহন্তারোজনাঃ মৃত্বা দুরন্ততমসাবৃতং অসুরলোকং গচ্ছন্তীতি ভাবঃ।

ঈশাবাস্যরহস্যম্।

অবিবেকাত্তু সংসারো বিবেকান্নৈব বিদ্যতে।
অবিবেকনিবৃত্ত্যর্থং মন্ত্রোঽয়ং সংপ্রবর্ত্ততে॥ ১॥
আত্মজ্ঞানমুপেক্ষ্যাথ দেবা যে ভোগলম্পটাঃ।
অসুরা এব তে জ্ঞেয়া আত্মধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ॥ ২॥
যেঽন্যথা সন্তমাত্মানমকর্ত্তারং স্বয়ম্প্রভম্।
কর্ত্তা ভোক্তেতি মন্যন্তে ত এবাত্মহনো জনাঃ॥ ৩॥
স্বাত্মনঃ স্বস্বরূপস্য তিরস্করণহেতুতঃ।
আদর্শনাত্মকেনৈব চান্ধেন তমসাবৃতাঃ॥ ৪॥
প্রেত্য দেহং পরিত্যজ্য সংসরন্তি পুনঃ পুনঃ।
যে কে চ পরমাত্মানং ন জানন্তি পরাৎপরম্॥ ৫॥

---

* ন যস্যেত্যাদি। যস্য কর্ম্ম ন ধর্ম্ম ন বিরাগায় ন (চ) তীর্থপাদসেবায়ৈঃ কল্প্যতে স জীবন্ অপি হি মৃতঃ।

যাঁহার কৃত কর্ম্মনিচয়, ধর্ম্ম বৈরাগ্য বা তীর্থপাদসেবায় প্রযুক্ত হয় না সে জীবিতাবস্থাতেই মৃততুল্য।

সত্যসত্যই তা'রা জীবিতাবস্থাতেই ধীরে ধীরে সেই অন্ধতমসাবৃত অসূর্য্যলোকে প্রবেশ ক'র্‌তে থাকে। অতএব উত্তম ভক্তির আশ্রয় কর।

আমি জিজ্ঞাসিলাম "উত্তম ভক্তি কি?" তিনি বলিলেন—

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুত্তমা॥" *

মা আমার সেই ভক্তি পেয়েছেন। তুমিও যত্ন কর পা'বে।"

সেই আশায় আজিও উদগ্রীব হ'য়ে আছি।

তৎপরে তিনি ব'ল্লেন—"এইবার চতুর্থ মন্ত্র—

যোঽন্যথা সন্তমাত্মানং অন্যথা প্রতিপদ্যতে।
কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেনাত্মাপহারিণা॥ ৬॥
ইতি বাক্যং শ্রুতিঃ শাস্তি সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ।
অপি গচ্ছন্তি পাঠে তু জ্ঞানাভাবে ন চান্যথা॥ ৭॥
তস্মাৎ জ্ঞানং পুরস্কৃত্য সংন্যসেদিহ বুদ্ধিমান্।
স্বাত্মানং পরমং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্মবন্ধনাৎ॥ ৮॥

ইতি শ্রীমৎ-স্বামী-ব্রহ্মানন্দ-সরস্বতি-বিরচিতে
ঈশাবাস্যরহস্যে তৃতীয়মন্ত্রার্থনির্ণয়ঃ। ৩।

---

* সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তমিতি। হৃষীকেণ সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত তৎপরত্বেন নির্ম্মলং হৃষীকেশসেবনং উত্তমা ভক্তিঃ (উচ্যতে)।

সমস্ত ইন্দ্রিয় গ্রাম দ্বারা সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত সুতরাং তৎপরত্ব হেতু অতিনির্ম্মল যে হৃষীকেশ সেবা তাহাই উত্তমা ভক্তি। অর্থাৎ যে শ্রীকৃষ্ণ সেবনে কোনও অবান্তর ফলের প্রত্যাশা নাই কেবল তাঁহার তৃপ্তিই উদ্দেশ্য সেই নির্ম্মল শ্রীকৃষ্ণসেবা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা যুগপৎ সাধিত হইলে উত্তমা ভক্তির উদয়ের হেতু হন।

"অনেজদেকং মনসোজবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥ ৪ ॥"

পদচ্ছেদ ক'রে পাই—

অনেজৎ একং মনসঃ জবীয়ঃ ন এনৎ দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বং অর্ষৎ তৎ ধাবতঃ অন্যান্ অত্যেতি তিষ্ঠতি অস্মিন্ অপঃ মাতরিশ্বা দধাতি।

সেই যে পরমতত্ত্ব তিনি **অনেজৎ** কম্পনরহিত অর্থাৎ নিশ্চল; এজ্ ধাতুর অর্থ হ'চ্চে কম্পন। **একং** অর্থাৎ তাঁহার সমান, বা অধিক আর কেহ নাই। তিনি **মনসঃ জবীয়ঃ** অর্থাৎ মন হ'তেও দ্রুতগামী। এখন তুমি জিজ্ঞাসা ক'র্তে পার যে যদি তিনি নিশ্চল—তবে আবার দ্রুতগামী হন কেমন ক'রে? কথাটা জিজ্ঞাসা কর্বার মত বটে, কিন্তু তাঁ'তে সর্ব্বদা **অচিন্ত্যভেদাভেদ** দৃষ্ট হ'য়ে থাকে। তুমিও প'ড়েছ "ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে।" কোথাও তাঁ'রে **সাকার** কোথাও বা **নিরাকার** বলা হ'য়েছে; ও সকল তত্ত্বের মীমাংসা তর্ক বা যুক্তির দ্বারা হ'বে না। শাস্ত্র বল্‌চেন "যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" ক্ষুদ্র মানবের সহায় সম্বল বাক্য আর মন। মানুষ

অনেজদিতি। তৎ (সেই ব্রহ্ম) অনেজৎ (কম্পনরহিত) একং (অদ্বিতীয়) মনসঃ জবীয়ঃ (মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী) দেবাঃ (ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতৃদেবগণ) তৎ ন আপ্নুবন্ (তাঁহাকে পায় না) যতঃ পূর্ব্বমর্ষৎ (যেহেতু সম্মুখ হইতেই সরিয়া যান) তিষ্ঠতি (তৎস্থানে থাকিও) ধাবতঃ অন্যান্ অত্যেতি (অন্য ধাবমানগণকে পরিহার করিয়া যান) মাতরিশ্বা (বায়ু) অস্মিন্ (ইহাতে) অপঃ (কর্ম্ম) দধাতি (ধারণ করেন)। ৪।

তা'দের দু'টিকে পাঠা'লেন তাঁ'র তত্ত্ব অনুসন্ধান ক'রতে। মন অনেক চেষ্টা ক'রে বিক্ষেপরহিত হ'য়ে তাঁ'র অঙ্গকান্তির আভা দেখে ভাবলেন বুঝি **এই তাই**। বাক্য, মনের সহায়তা করবার জন্য দু'ধারে যা কিছু দেখে **তন্ন তন্ন** ক'র্‌তে ক'র্‌তে **নেতি নেতি** ক'র্‌তে ক'র্‌তে—**এ তা নয়** এই তর্ক ক'র্‌তে ক'র্‌তে ঐ পর্য্যন্ত গেলেন, কিন্তু **বিরজার** পরপারে না গেলে ত **সে ধন** মিল্‌বে না,

বিকার বিহীন নিশ্চল সে জন
অদ্বিতীয় সুনিশ্চয় ;
সদা একরূপ প্রেমরসকূপ
আর কে এমন হয় ?
মনের সমান ভবে বেগবান
জানি আর কেহ নাই ;
মন হ'তে তিনি বেগবান শুনি
তুলনা কোথায় পাই ?
বাক্য মন তাঁয় খুঁজিয়া না পায়
শ্রুতির বচন সার।
ইন্দ্রিয়ের দেবা তাঁ'রে পাবে কেবা
কত সাধ্য আছে কার ?
সর্ব্বগত হ'য়ে সর্ব্বস্থানে র'য়ে
সবারে এড়া'য়ে রয় ;
এ অচিন্ত্য শক্তি বিনে তাঁ'য় ভক্তি
বুঝিতে কে শক্ত হয় ?

কাজেই তাঁ'রা সে পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরলেন্। এই মন যখন তাঁ'রে পেলেন না, তখন তাঁ'কে **মনসো জবীয়ো** বলা গেল। কিন্তু মন পেলেন না কেন?—তিনি কি মনের ভয়ে দৌড়ে পালিয়েছেন? তা নয়—মনের চোক বাঁধা—সে, ছেলেরা যেমন "কানামাছি" খেলে, তেমনি

বায়ু তাঁ'র তরে সদা কর্ম্ম ক'রে,
করি'ছে সব ধারণ।
প্রেমানন্দ দীন সদা গতি-হীন
পা'বে কি সেই চরণ? ৪।

ভাষ্য। ব্রহ্মবিজ্ঞানমেব মুক্তিসাধনমিত্যুক্তম। তদ্ব্রহ্ম কিম্বিধম্? ইত্যত আহ **অনেজদিতি**। ত্রিষ্টুপ্ছন্দকেয়ম্। অনেজৎ অকম্পনমচলমভয়দমিতি বা, একং সমাধিকরহিতম্; যদ্বা সর্ব্বভূতেষু বিজ্ঞানঘনরূপেণৈকম্। মনসো জবীয়ঃ বেগবত্তরং, তদপ্রাপ্যম্। দেবা ইন্দ্রিয়াণি ব্রহ্মাদ্যা এনৎ এতৎ ব্রহ্ম ন আপ্নুবন্ গোচরী কুর্ব্বন্তি। তত্র হেতু পূর্ব্বমর্ষদিত্যাদি। পূর্ব্বমর্ষৎ পূর্ব্বমেব গতম্ জবানাৎ মনসোঽপি। কিঞ্চ, লোকবিলক্ষণং লক্ষণান্তরং আহ তিষ্ঠদিতি। তিষ্ঠতীতি তিষ্ঠৎ স্বস্থানে স্থিতমপি সর্ব্বগতত্বাদ্ধাবতঃ দ্রুতং গচ্ছতঃ অন্যান্ মন-আদীন অত্যেতি অতিক্রম্য তিষ্ঠতি, অচিন্ত্য শক্তিত্বাদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, মাতরিশ্বা বায়ু ক্রিয়াত্মকঃ অপং কর্ম্মাণি প্রাণিনাং চেষ্টালক্ষণানি দধাতি ধারয়তি, যদ্বা মাতরিশ্বা যস্মিন্ সর্ব্বকর্ম্মাণি স্থাপয়তীতি। ৪।

ঈশাবাস্যরহস্যম্।

কীদৃশং তৎ পরং তত্ত্বং পূর্ব্বমন্ত্রেণ কীর্ত্তিতম্।
তদর্থ-প্রতিপত্ত্যর্থং চতুর্থোঽয়ং প্রবর্ত্ততে॥ ১॥

বাঁধা চোকে দু'হাতে হাঁচা ক'র্চে। তা'র চোকের বাঁধন খুলে গেলে সে যখন দেখে বল্বে **এই আমি,** তখন সব গোল মিটে যা'বে। তুমি মনে ক'রচো বাঁধন খুলে দেন না কেন? ছেলেরা যেমন নাম ব'ল্তে পারলেই কানামাছির চোকের বাঁধন খুলে দেয়, তিনিও তেমনি, **নাম ক'র্তে পার্লেই** বাঁধন খুলে দেন। মনে নাই কি?—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" *

অনেজৎ পরমং তত্ত্বং স্বতশ্চলনবর্জিতম্
এজ্ কম্পন ইতি চ ধাত্বর্থোঽপি তথাবিধঃ॥ ২॥
অচলং সৎপরং ব্রহ্ম নিত্যমুক্তস্বভাবকম্।
একমেবাদ্বিতীয়ঞ্চ সত্যজ্ঞানস্বরূপকম্॥ ৩॥
সংকল্পলক্ষণাচ্চাস্মাৎ মনসো বেগবত্তরম্।
নৈনত্তত্ত্বং প্রাপ্তবন্তো দেবা যে চক্ষুরাদয়ঃ॥ ৪॥
পূর্ব্বমেবহি সংব্যাপ্তং ব্যোমবন্নির্ম্মলং পরম্।
তদ্ধাবতোঽন্যান্ বেগেন সর্ব্বান ব্যাপ্যৈব তিষ্ঠতি॥ ৫॥
তস্মিংস্তিষ্ঠতি পূর্ণেঽস্মিন্ পরে ব্রহ্মণি কেবলে।
অপঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি মাতরিশ্বা দধাতি চ॥ ৬॥

---

* দৈবীত্যাদি গুণময়ী (ত্রিগুণযুক্তা) এষা মম দৈবী মায়া (এই আমার জ্যোতির্ম্ময়ী মায়া) দুরত্যয়া (সহজে পরিহরণীয় নহেন) যে মাং এব প্রপদ্যন্তে (যাহারা প্রপন্ন হইয়া আমার আশ্রয় লয়) তে হি এতাং মায়াং তরন্তি (তাহারাই এই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে)।

কল কথা প্রপন্ন হওয়া চাই। তার পর দেবা এনৎ ন আপ্নুবন্ দেবতারাও তাঁ'রে ধ'র্তে পারেন না। আমাদের পক্ষে দেবগণ হ'চ্চেন ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা। ইন্দ্রিয়গণের রাজা মন যখন হারে, তখন তা'র চেলারাই বা পার্বে কেন বল? সে ত পূর্ব মর্ষৎ সামনে থেকে পাশ কাটায়। তৎ ধাবতঃ অন্যান্ অত্যেতি মন প্রভৃতি ছুটো ছুটি ক'রে তাঁ'র সঙ্গে পারবে কেন? মাতরিশ্বা তস্মিন তিষ্ঠতি (যদ) অপঃ দধাতি অর্থাৎ মাতরিশ্বা=বায়ু যখন প্রাণকর্ম্ম-দ্বারা তা'তে স্থিতি করে। অমনি সে ধরা দেয়। ঐ বায়ুর চাঞ্চল্য হ'চ্ছে সকল বিপদের গোড়া।

তা'র পর পঞ্চম মন্ত্র—

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥" ৫॥

অন্তরিক্ষে শ্বসিতীতি সূত্রাত্মা পবনঃ স্বয়ম্।
কর্ম্ম চৈতৎ ফলং চৈব ধারয়ত্যেব সর্ব্বদা॥ ৭॥
ইতি সংক্ষেপতো মন্ত্রশ্চতুর্থোঽপি সমাপিতঃ।
প্রসীদতু পরো দেবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ॥ ৮॥

ইতি শ্রীমৎ-স্বামী-ব্রহ্মানন্দ-সরস্বতি-বিরচিতে ঈশাবাস্যরহস্যে
চতুর্থমন্ত্রার্থনির্ণয়ঃ। ৪।

তদিতি। তৎ এজতি (সেই তত্ত্ব সচল) তৎ ন এজতি, (তাহা কিন্তু স্বতঃ চঞ্চল নয়, মনের চাঞ্চল্য বশতঃ অচল হইয়াও সচল) তৎ দূরে (অবিদ্বানগণের অপ্রাপ্য) তদু অন্তিকে (কিন্তু বস্তুতঃ সর্ব্বদা সকলের নিকটে আছেন) তৎ অস্য সর্ব্বস্য অন্তঃ (কেন না এই চরাচর বিশ্বের অন্তরে) তদু অস্য সর্ব্বস্য বাহ্যতঃ (এবং এই সমুদয়ের বাহিরে ওতপ্রোতঃ ভাবে বর্ত্তমান)। ৫।

সচল হ'য়েও অচল সে ধন
একি শক্তি চমৎকার,

পূর্ব্বপূর্ব্ব মন্ত্রের কথিত বিষয় পুনরায় বিশেষ ক'রে এই মন্ত্রে বলা হ'য়েছে। এখন মন্ত্রটির প্রতি পদ স্বতন্ত্র করা যা'ক্।

তৎ এজতি তৎ ন এজতি, তৎ দূরে, তৎ উ অন্তিকে।
তৎ অন্তরস্য সর্ব্বস্য তৎ উ সর্ব্বস্য অস্য বাহ্যতঃ ॥

এইবার কতকগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যাপার তাঁ'তে নির্দ্দেশ করা হ'চ্চে। **তৎ এজতি** তাহা চঞ্চল, **তৎ ন এজতি** তাহা অচঞ্চল। আমি বড় চঞ্চল তা'ই তা'রে চঞ্চল ব'লে মনে করি। যখন রেল-গাড়ীতে ক'রে যাও, দেখ নি কি দূরের গাছপালাগুলো সব যেন ছুট্‌ছে। ঠিক ঐরকম আমি মনের ঘাড়ে চ'ড়ে ছুট্‌চি আর মনে কর্‌চি, সে বড় চঞ্চল তা'র ধারণা করা বড় কষ্টকর ব্যাপার। ঐ রকম **তৎদূরে তৎ উ অন্তিকে** তোমার আমার পক্ষে বড়ই দূরে কিন্তু মা'য়ের পক্ষে তিনি আঁচল ধ'রে বেড়া'চ্ছেন। কি মজা বল দেখি? **তৎ সর্ব্বস্য অন্তরস্য তৎ উ অস্য সর্ব্বস্য বাহ্যতঃ** (তিষ্ঠতি) সে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে

অতি দূরে থেকে আছে সে নিকটে
সন্ধ কিছু নাহি তা'র।
সবার অন্তরে র'য়েছে সে সদা
তবু সে আছে বাহিরে,
অচিন্ত্য-অভেদ-ভেদ-তত্ত্ব তা'র
বুঝ প্রাণে ধীরে ধীরে। ৫।

ভাষ্য। রহস্যং সকৃদুক্তং ন চিত্তমারোহতীতি পূর্ব্বমন্ত্রোক্তমপি পুনর্বদতি তদিতি। অনুষ্টুপ। তৎ প্রকৃতমাত্মতত্ত্বং এজতি চলতি,

বাহিরে নিরন্তর বর্ত্তমান। এখন শুনে শিখে রাখ—যত্ন কর—শীঘ্রই প্রত্যক্ষ হ'বে।

আমি ব'ল্লাম "প্রত্যক্ষ ত দেখেছি।"

তিনি ব'ল্লেন "ও না দেখাই—সত্যের ছায়া বই ত নয়—ওতে মায়ার গন্ধ আছে—এমন এক দিন হ'বে যে খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যা'বে আর হারা'বে না। মা'র আর হারা'বে না। দিন কয়েক পরে তোমারও হয় ত হ'বে। শেষে দু'টিতে এক হ'য়ে সিদ্ধদেহে **নিত্যবৃন্দাবনে** সেবাসুখে কাল কাটা'বে।

তদেব ন এজতি চ, স্বতো নৈব চলতি, অচলমেব, সৎ মূঢ়দৃষ্ট্যা চলতীবেত্যর্থঃ। যদ্বা নৈজতি নৈজয়তি সদাচারন্ পরিত্রাণায় সাধূনামিত্যুক্তেঃ। কিঞ্চতদ্দূরে দূরদেশহস্তি, বর্ষকোটিশতৈরপি অবিদুষাং অপ্রাপ্যত্বাৎ, দূরে ইব ইত্যর্থঃ। তদ্বন্তিকে তদু অন্তিকে, বিদুষাং হৃদ্যবভাসমানত্বাৎ অন্তিক ইবাত্যন্তং সমীপস্থমিব ইত্যর্থঃ। ন কেবলং দূরেঽস্তিকেঽস্তি কিন্তু অস্য সর্ব্বস্য নামরূপক্রিয়াত্মকস্য গজতোঽন্তরাভ্যন্তরে তদেবাস্তি। অস্য সর্ব্বস্য বাহ্যতঃ বহিরপি তদু তদেবাস্তি আমাশবদ্ব্যাপকত্বাৎ। ৫।

ঈশাবাস্যরহস্যম্।

ন মন্ত্রাণাং জামিতাদিদোষঃ কশ্চন।
উক্তমেব বদত্যর্থং ব্রহ্মাতত্ত্বপ্রকাশকম্॥ ১॥
দুর্বিজ্ঞেয়ং পরং ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানমনন্তকম্।
নিষ্কম্পং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্॥ ২॥
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্।
ইতি বাক্যং যতঃ শান্তি ব্রহ্ম সত্যং পুনাতু মাম্॥ ৩॥

এইবার ষষ্ঠ মন্ত্র—

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি
আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং
ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ৬॥"

তদেজতি পরংব্রহ্ম ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্।
সাকারং মায়য়া ভাতি নিরাকারন্তু বাস্তবম্॥ ৪ ॥
উপাধিচলনেনৈব চলনন্তু বিভাব্যতে।
তন্নৈজতি পরং ব্রহ্ম নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্॥ ৫ ॥
তচ্চ দূরে পরং ব্রহ্ম সর্ব্বদৈবাবিবেকিনাম্।
অপ্রাপ্যত্বাৎ পরং ব্রহ্ম বর্ষকোটিশতৈরপি ॥ ৬ ॥
তদেব হ্যন্তিকে ব্রহ্ম স্বাত্মরূপং বিবেকিনাম্।
তদ্বাহ্যাভ্যন্তরে ব্রহ্ম কার্য্যকারণবস্তুনঃ ॥ ৭ ॥
বিশ্বাতীতং পরং ব্রহ্ম বিশ্বস্যাভ্যন্তরে স্থিতম্।
নীরূপং সর্ব্বগং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্মবন্ধনাৎ ॥ ৮ ॥
ইতি পঞ্চমমন্ত্রোহয়ং সমাসেন নিরূপিতঃ।
মায়াতীতং পরং শুদ্ধং রহস্যঞ্চ প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৯ ॥

ইতি পরমহংস শ্রীমৎ-স্বামী-ব্রহ্মানন্দ-সরস্বতি-বিরচিতে ঈশাবাস্যরহস্যে পঞ্চম-মন্ত্রার্থ-নিরূপণম্ ।৫।

যস্ত্বিত্যাদি। যঃ তু আত্মনি (যে ব্যক্তি আত্মাতে) সর্ব্বাণি ভূতানি অনুপশ্যতি (সমুদায় পদার্থ দর্শন করেন) সর্ব্ব ভূতেষু চ আত্মানং পশ্যতি (এবং সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করেন) স ততঃ ন বিজুগুপ্সতে (সেই ব্যক্তি তদ্রূপ দর্শন ফলে সর্ব্বত্র ঘৃণাশূন্য হন)। ৬।

ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রের অর্থ লেখক দেন নাই, সেই জন্য আমরা অন্বয়ের পর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের সম্পাদিত ঈশোপনিষৎ হইতে উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের অনুবাদাদি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

একবার স্মরণ কর শ্রীমদ্ভাগবদগীতা—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥" *

এই তাঁ'র উপাসনা। এ অবস্থা সাধনলভ্য। উপাসনা বলি কা'রে? না উপ সমীপে আসনা থাকা। সর্ব্বক্ষণ তাঁ'র সম্মুখে থাকা। সেই অবস্থাই প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ। সে অবস্থায়—

"যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।"

যিনি আত্মাতে সর্ব্বভূত এব সর্ব্বভূতে আত্মা এরূপ দৃষ্টি করেন তিনি তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বত্র ঘৃণাশূন্য হন॥ ৬॥

ভাবার্থঃ—ঘৃণাই প্রীতির বিরুদ্ধ তত্ত্ব। ঘৃণাশূন্য না হইলে প্রীতি-সম্পত্তিলাভ হয় না। যাঁহার সর্ব্বত্র আত্ম-সম্বন্ধ-দৃষ্টি থাকে, তাঁহার ঘৃণার পাত্র অভাবে ঘৃণা জন্মে না। তিনি সহজে প্রীতি-সম্পত্তি লাভ করেন॥ ৬॥

এবে উপাসনা করিলা নির্ণয়
শুন ভাই দিয়া মন,
অব্যক্ত প্রভৃতি স্থাবরান্ত যত
আছে চেতনাচেতন;
সেই সর্ব্বভূতে আত্মাতে যে জন
করে সদা দরশন,
আত্মাকে যে জন হেরে সর্ব্বভূতে
সবি তাঁ'র যা'র মন;

---

* সর্ব্বভূতস্থমিত্যাদি। সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ যোগযুক্তাত্মা আত্মানং সর্ব্বভূতস্থং আত্মনি সর্ব্বভূতানি চ ঈক্ষ্যতে।

সর্ব্বত্র-সমদৃষ্টি-সম্পন্ন যুক্তাত্মা যোগী আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মায় দর্শন করেন।

মায়ের আমার এখন সেই অবস্থা। ততো ন বিজুগুপ্সতে তখন আর কাহুকে তাঁ'র ঘৃণার অবসর থাকে না।

সে জন এ ভবে যেথা যবে র'বে
নাহি তা'র আর ভয়,
অধোগতি তা'র নাহি ঘটে আর
মুক্ত সেই সুনিশ্চয়। ৬।

ভাষ্য। অথোপাসনা প্রকারমাহ যস্ত্বিতি। অনুষ্টুপ্। যঃ পুনরধিকারী, সর্ব্বাণি ভূতানি, অব্যক্তাদিস্থাবরান্তানি চেতনাচেতনানি আত্মন্ আত্মনি এব অনুপশ্যতি, ব্রহ্মণ্যেব সর্ব্বাণি ভূতানি স্থিতানীতি জানাতি। আত্মানং ব্রহ্ম চ সর্ব্বভূতেষু অনুপশ্যতি। ততস্তস্মাৎ দর্শনাৎ ন বিজুগুপ্সতে জুগুপ্সাং ন আপ্নোতি মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। ৬।

ঈশাবাস্যরহস্যম্।

তদ্ব্রহ্ম পরমং শুদ্ধং কর্ম্মণা নৈব লভ্যতে।
কর্ম্মত্যাগী পরং ব্রহ্ম প্রাপ্য সম্যক্ প্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥
কর্ম্মণা লভ্যতে ব্রহ্ম জ্ঞানান্নৈব তদাপ্যতে।
ইতি মীমাংসকাঃ প্রাহুস্তেষাং পক্ষো নিরস্যতে ॥ ২ ॥
যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি পরিব্রাট্ স্বয়মেব হি।
তানি সর্ব্বাণি ভূতানি স্বস্মিন্নেব প্রপশ্যতি ॥ ৩ ॥
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতগুহাশয়ম্।
তস্মাদেব তু বিজ্ঞানাৎ ন চৈব বিচিকিৎসতি ॥ ৪ ॥
স্ব-স্বরূপপরিজ্ঞানাৎ সন্দেহং ন করোত্যয়ম্।
মাধ্যন্দিনস্থ পাঠে তু ব্যাখ্যানং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৫ ॥

তিনি এ শ্লোকের আর বিস্তার কর্‌লেন না। আমার মনে অর্থ প্রতিভাত হ'লো ব'লে, আমারও কিছুই জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হ'লো না। তা'র পর প'ড়্‌লেন—

"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি
আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ ক শোকঃ
একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭ ॥"

ঘৃণা দয়া জুগুপ্সা বা জায়তে ভেদদর্শিনঃ।
ন তু নির্ভেদমদ্বৈতমাত্মৈকত্বং প্রপশ্যতঃ ॥ ৬ ॥
ইতি ষষ্ঠোঽপি মন্ত্রোঽয়ং সমাসেন ময়োদিতঃ।
অনেন প্রীয়তাং দেবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ ॥ ৭ ॥
ইতি পরমহংস শ্রীমৎ-স্বামী-ব্রহ্মানন্দ-সরস্বতি-বিরচিতে
ঈশাবাস্যরহস্যে ষষ্ঠ-মন্ত্রার্থ-নিরূপণম্। ৬।

যস্মিনিত্যাদি। যস্মিন (যে অবস্থায়) সর্ব্বাণি ভূতানি (সমুদয় পদার্থ-বা সর্ব্বভূত) আত্মা এব অভূত (আত্মবৎ প্রতীত হয়) বিজানতঃ একত্বং অনুপশ্যতঃ (সেই জ্ঞানপূর্ব্বক একত্ব দর্শকের পক্ষে) তত্র (সেই অবস্থায়) কো মোহঃ কঃ শোকঃ? (কিরূপে মোহ বা শোকের উদয় হইতে পারে)? ৭।

যে সময়ে সর্ব্বভূতের সহিত আত্মার একত্ব দৃষ্ট হয় তখন একত্বদর্শক পণ্ডিতের কি মোহ ও শোক হইতে পারে? ॥ ৭ ॥

ভাবার্থঃ—মোহ ও শোক জ্ঞানের বিরুদ্ধ তত্ত্ব। তাহারা যে হৃদয়ে স্থান লাভ করে, সে হৃদয়ে জ্ঞান থাকিতে পারে না। সর্ব্বত্র পরমাত্ম সম্বন্ধে যেরূপ ঘৃণা তিরোহিত হয় তদ্রূপ শোক ও মোহও তিরোহিত হয়। অতএব পরমাত্ম সম্বন্ধ স্থাপন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৭ ॥"

যবে হয় হেন শুভ ভাগ্যোদয়
করে জীব দরশন,
সর্ব্বভূত সনে একত্ব আত্মার
ভবে সুখী সেই জন।

ব'ল্লেন "বুঝলে ?"

বুঝলাম "যে অবস্থায় এইরূপ সর্ব্বভূতে তাঁ'রে দেখা যায়, তখন শোক মোহ চ'লে যায়, হায় ! সে দিন কবে হ'বে ?"

হেন জন কভু মোহ শোকে আর
অভিভূত নাহি রয়,
পরম আনন্দে মগ্ন হ'য়ে ভবে
সদা বন্ধহীন রয়। ৭।

ভাষ্য। ইমমেবার্থং দ্বিতীয়ো মন্ত্রো-বদত্যাহ যস্মিন্নিতি। অনুষ্টুপ্। যস্মিন্নবস্থা বিশেষে বিজানতঃ, সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মনি সন্তি আত্মা চ সর্ব্বভূতেষস্তীতি বিশেষেণ জ্ঞানবতঃ পুরুষস্য, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেত্যাদি-বাক্যার্থবিচারেণ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূৎ, ভবন্তি; তত্রাবস্থাবিশেষ একত্বমাত্মৈকত্বমনুপশ্যতস্তস্য কো মোহঃ কঃ শোকশ্চ। শোকশ্চ মোহশ্চাজ্ঞানতো ভবতীত্যর্থঃ। ৭।

ঈশাবাস্যরহস্যম্।

পরিব্রাড়েব তদ্বেত্তি স্বাত্মানং প্রকৃতেঃ পরম্।
ইতি প্রদর্শনার্থন্তু সপ্তমোহয়ং প্রবর্ত্ততে॥ ১॥
যশ্চ সংপশ্যতে জ্ঞানং স বেত্তি পরমেশ্বরম্।
ইতি শঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং তু শব্দোহয়ং প্রবর্ত্ততে॥ ২॥
যস্মিন্ ব্রহ্মস্বরূপে তু নির্ব্বিকল্পে পরেঽব্যয়ে।
সর্ব্বাণ্যাত্মৈব সংবৃত্তং ব্রহ্মতত্ত্বং বিজানতঃ॥ ৩॥
ব্রহ্মৈব সকলং বিশ্বমহমস্মীতি তৎপদম্।
পদ্যতে গম্যতে নিত্যং স্ব-স্বরূপং স্বয়ম্প্রভম্॥ ৪॥
শোকমোহাদিসম্বন্ধস্তস্মিন্নৈব তু বিদ্যতে।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্র ইত্যাদি শ্রুতিশাসনাৎ॥ ৫॥
অবিদ্যাকার্য্যনির্ম্মুক্তে সম্বিদ্রূপে পরাত্মনি।
শোকমোহাদিসম্বন্ধঃ কথং ব্রহ্মণি ভাব্যতে॥ ৬॥

"স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণং
অস্নাবিরংশুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ
যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮ ॥"

এটির পদচ্ছেদ ক'রে অর্থ বলি, কি বল? ·

আমি হাস্‌লাম্, মনে মনে ব'ল্লাম্ "ব'ল্লেও যা' না ব'ল্লেও তা'ই। বোধ হয়, এগুলি ঐ রকম গান ক'রে পড়্‌লিই হয়।"

তিনি ব'ল্লেন "ঠিক কথা বাবা, এই রকম ক'রে এই শব্দগুলি উচ্চারিত হ'লেই **শব্দের শক্তিতে** প্রাণে শান্তি আসে।"

তাঁর পর ব'ল্লেন—

স পরি অগাৎ, শুক্রং (শুক্লং) অকায়ং অব্রণং অস্নাবিরং শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং কবিঃ মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ যাথাতথ্যতঃ অর্থান্ ব্যধথাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

ইত্যয়ং সপ্তমো মন্ত্রঃ স্বরূপপ্রতিপাদকঃ।
সোঽহমস্মি স এবাহং ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাক্যতঃ ॥ ৭ ॥
ইতি পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী বিরচিতে
ঈশাবাস্যরহস্যে সপ্তমমন্ত্রার্থ নিরূপণম্। ৭ ॥

স ইত্যাদি। স পর্য্যাগাৎ (তিনি সর্ব্বব্যাপী) শুক্রং (শুক্ল বর্ণ বা শুদ্ধ) অকায়ং (দেহত্রয়বর্জ্জিত চিন্ময়বপুধারী সুতরাং) অস্নাবিরং (স্নায়ুহীন) শুদ্ধং (উপাধিহীন) অপাপবিদ্ধং (মায়াতীত বা কর্ম্মহীন) কবিঃ (সর্ব্বজ্ঞ) মনীষী (চতুর) পরিভূ (মায়ার অভিভবকারী) স্বয়ম্ভূঃ (স্বয়ং জাত) যাথাতথ্যতঃ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ অর্থান্ ব্যদধাৎ (সর্ব্ব সময়ে তত্ত্বতঃ মহদাদির প্রকাশ করেন)। ৮।

বাক্যের দ্বারা যতটুকু তাঁ'র স্বরূপ বলা যেতে পারে তা' বলা যা'চ্ছে স পরি অগাৎ যে তাঁ'র উপাসনা ক'রে সে তাঁ'রে পায়। তখন বুঝ্‌তে পারে যে তিনি শুক্রং কি না শুক্ল অর্থাৎ শুদ্ধ। অকায়ং অর্থাৎ আমাদের মত জড়-দেহ-হীন। অস্নাবিরং

সে জন নিশ্চয়, সর্ব্বব্যাপী হয়
শুদ্ধ সেই কায়-হীন
অব্রণ অস্নায়ু শুদ্ধ পাপহীন
মায়াতীত কর্ম্মহীন,
সর্ব্বজ্ঞ, চতুর, সবার উপর,
স্বয়ম্ভূ সে জন হয়।
তাঁ'হ'তে সতত, মহদাদি যত
হ'য়েছে জেনো নিশ্চয়। ৮।

ভাষ্য। এবম্ভূতাত্মজ্ঞানিনঃ ফলমাহ স ইতি। জগতী। যোঽধিকারী পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ আত্মানং পশ্যতি, স ঈদৃশমাত্মানং পর্য্যগাৎ পর্য্যগাপ্নোতি। কীদৃশং তৎ? শুক্রং, শুক্লং শুদ্ধং বিজ্ঞানানন্দস্বভাবং অকায়ং, ন বিদ্যতে ভোগার্থং কায়ঃ শরীরং যস্য তম্, অব্রণং অচ্ছিদ্রং পূর্ণং, অস্নাবিরং, ন বিদ্যন্তে স্নাবাঃ শিরাঃ যস্য যোঽস্নাবিরস্তম্। অত্রৈব হেতুগর্ভ বিশেষণ-মাহ। শুদ্ধং, অনুপহতং। তদেব স্পষ্টয়তি, অপাপবিদ্ধং ধর্ম্মাধর্ম্মবর্জ্জিতং। কায়াদিরহিতোঽপি পরমাত্মা জগৎ সর্জ্জনাদি করোতি অচিন্ত্যশক্তিত্বাদিত্যাহ কবিরিতি। জ্ঞানী যং পশ্যতি স আত্মা শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ শাশ্বতীষু সমাসু যাথাতথ্যতঃ, যথার্থস্বরূপান্, অর্থান্, পদার্থান্, ব্যদধাৎ, বিদধাতি। কীদৃশঃ সঃ? কবিঃ, সর্ব্বজ্ঞঃ, মনীষী, মেধাবী, পরিভূ সর্ব্বস্য বশী, স্বয়ম্ভূঃ স্বতন্ত্রঃ। ৮।

স্নায়ু প্রভৃতি শূন্য অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্মাদি জড় দেহ না থাকিলে জড় উপাদানও থাকবে না। সুতরাং **অব্রণং** ক্ষতাদি রহিত। **শুদ্ধং** রাগাদি-দোষরহিত। **অপাপবিদ্ধং** পাপশূন্য বা কর্ম্মরহিত। **কবিঃ** সর্ব্বজ্ঞ। **মনীষী** চতুর। **পরিভূঃ** সকলের শ্রেষ্ঠ। **স্বয়ম্ভূঃ** যাঁহার কাহা হইতেও জন্ম হয় নাই। তিনি **শাশ্বতীভ্যঃ**

ঈশাবাস্যরহস্যম্।

ব্রহ্মাত্মা সকলং বিশ্বং তস্মিন্ বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
জীবাজ্ঞানবশাদেব চাষ্টমোহয়ং প্রবর্ত্ততে ॥ ১ ॥
আত্মানং সর্ব্বগং শুদ্ধং নিরূপয়িতুমঞ্জসা।
আপ্নোতি সকলং কার্য্যং তস্মাদাত্মেতি গীয়তে ॥ ২ ॥
স পর্য্যগাৎ পরোহ্যাত্মা সর্ব্বং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতঃ।
যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেহপি বা ॥ ৩ ॥
অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।
ইতি মন্ত্রো যতঃ শান্তি স্তস্মাদ্ভেদো ন বিদ্যতে ॥ ৪ ॥
নির্বিভাগঃ স্বয়ং জ্যোতিরাত্মৈব সকলং জগৎ।
শুক্রং জ্যোতিস্বভাবোহয়ং নিত্যচিন্মাত্রবিগ্রহঃ ॥ ৫ ॥
লিঙ্গদেহবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
একীভূতঃ স্বয়ং চাত্মা সর্ব্বং ব্যাপ্য প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৬ ॥
তমাত্মানং পরং শান্তং দেহত্রয়বিবর্জ্জিতম্।
নিরিন্দ্রিয়ং পরং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে সর্ব্ববন্ধনাৎ ॥ ৭ ॥
মায়াপাশবিনির্মুক্তং ধর্ম্মাধর্ম্মবিবর্জিতম্।
মনসোহপি নিয়ন্তারং সর্ব্বসাক্ষিণমব্যয়ম্ ॥ ৮ ॥

সমাভ্যঃ যাথাতথ্যতঃ অর্থান্ ব্যদধাৎ অর্থাৎ নিত্য কাল মহদাদি বিষয়সমূহ যথার্থ স্বরূপে প্রকাশ ক'র্‌চেন্। অর্থাৎ তাঁ'র শক্তিবলে মহতত্ত্ব প্রভৃতি প্রকট হ'য়ে নিত্যকাল জগতের হেতু হ'য়ে র'য়েছে। এইরূপে তাঁ'তে তন্ময়তা আসলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়।

উপর্য্যুপরি সর্ব্বেষাং ভবিতারং স্বয়ম্ভুবম্।
বিভুং সর্ব্বাত্মকং জ্ঞাত্বা মুক্ত এব ভবত্যসৌ ॥ ৯ ॥
অথবা স পরোদেবঃ সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জনঃ।
সর্ব্বগঃ সকলং ব্যাপ্য স্বয়মেব ব্যবস্থিত ॥ ১০ ॥
ব্যবহারেঽপি শুদ্ধোঽসৌ দেহত্রয়বিবর্জিতঃ।
বীজধর্ম্মবিনির্ম্মুক্তো নিয়ন্তা সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ১১ ॥
পরিভবতি কার্য্যাণি পরিভূঃ স্বয়মেব হি!
স্বাতন্ত্র্যেন ভবতীতি স্বয়ম্ভূঃ পারবিশ্বদৃক্ ॥ ১২ ॥
যাথাতথ্যত এবায়ং কর্ত্তব্যার্থান্ স্বয়ং প্রভুঃ।
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যশ্চ প্রজাপতিভ্য এব হি ॥ ১৩ ॥
প্রজাভ্যশ্চ বিভজ্যৈব দত্তবান্ পরমেশ্বরঃ।
তদেবং পরমাত্মানং নিত্যমুক্তস্বভাবকম্ ॥ ১৪ ॥
সোঽহমস্মীতি বিজ্ঞায় মুক্ত এব ভবত্যয়ম্।
ইত্যেবমষ্টমো মন্ত্রঃ সম্যগর্থনিরূপকঃ ॥ ১৫ ॥
সমাপ্তঃ সর্ব্বগোহ্যাত্মা নিত্যং সর্ব্বস্বভাবকঃ।
সোঽহমস্মীতি বিজ্ঞায় মুচ্যতে সর্ব্বতোভয়াৎ ॥ ১৬ ॥

ইতি পরমহংস-শ্রীমৎ-স্বামী-ব্রহ্মানন্দ-সরস্বতি-বিরচিতে
ঈশাবাস্যরহস্যে অষ্টম-মন্ত্রার্থ-নিরূপণম্। ৮।

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি
যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো
য উ বিদ্যায়াꣳরতাঃ ॥ ৯ ॥"

এই মন্ত্রটির আর পদচ্ছেদ কর্‌বার প্রয়োজন দেখ্‌চি না। একেবারেই অর্থ বল্‌চি শুনে যাও। **যে অবিদ্যাং উপাসতে তে অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি** যা'রা অবিদ্যাকে আশ্রয় করে, তা'রা

অন্ধমিত্যাদি। যে অবিদ্যামুপাসতে (যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে) তে অন্ধংতমঃ প্রবিশন্তি (তাহারা গাঢ় অন্ধকারে প্রবেশ করে) যে উ তু বিদ্যায়াং রতা (আর যাহারা বিদ্যায় রত) তে ততঃ ভূয় এব (তাহারা তদপেক্ষাও গাঢ় অন্ধকারে যায়)। ৯।

কৃষ্ণ-ভক্তি-সার বিদ্যা নাম তা'র
তা' ছাড়ি' যে জন হায়!
ভক্তি-বিবর্জিত অবিদ্যার পথে
স্বর্গাদির লোভে ধায়,
তা'রা সুনিশ্চয় অজ্ঞানে আবৃত
এই সংসারের পথে,
পুনঃ পুনঃ হায় সদা আসে যায়
মুক্ত নহে কোন মতে।
ভক্তি বিবর্জিত আত্মজ্ঞানে রত
তা'দেরো অদৃষ্টে তাই,

অন্ধ তমে (অর্থাৎ গাঢ় অন্ধকারে) প্রবেশ করে; **যে উ তু বিদ্যায়াংরতাঃ তে ততঃ ভুয়ঃ তমঃ** (প্রবিশন্তি) আর যা'রা বিদ্যার আশ্রয় করে তা'রা আরো অধিক তমে (অন্ধকারে) প্রবেশ করে। তাঁ'র মায়া অতিক্রম করা সহজ নয়। তিনি ব'লেছেন—

"দৈবীহ্যেযা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥"

তাঁ'র দৈবী গুণময়ী মায়াকে কেহ সহজে অতিক্রম ক'র্ত্তে পারে না। কেবল যে প্রপন্ন ভক্ত সেইই মায়াকে উত্তীর্ণ হ'তে পারে। এই যে মায়া এঁর দুই মূর্ত্তি **বিদ্যা** মূর্ত্তি আর **অবিদ্যা** মূর্ত্তি। **বিদ্** ধাতুর অর্থ হ'চ্চে জ্ঞান বা জানা কাজেই **বিদ্যা—জানা** আর **অবিদ্যা—না জানা** অর্থাৎ যা'রা তাঁ'র স্বরূপ জান্‌তে যত্ন না ক'রে অন্ধের মত কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গাদি লাভে যত্ন করে, তা'দের সেই সেই

আরো গাঢ়তর অজ্ঞানে ডুবিয়ে
ভবে আসে যায় ভাই। ৯।

. **ভাষ্য**। ইদানীং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণানাত্মবিদঃ কর্ম্মনিষ্ঠাঃ, সন্তঃ, কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ত এব যে জিজীবিষন্তি তান্ প্রতি উচ্যতে অন্ধং তম ইতি। বড়মুষ্টুভঃ। অত্র বিদ্যাবিদ্যয়োঃ সমুচ্চিকীর্ষয়া প্রত্যেকং নিন্দোচ্যতে। যে জনাঃ অবিদ্যাং বিদ্যায়া অন্যান্ অবিদ্যা কর্ম্ম তাং কেবলং উপাসতে, কুর্ব্বন্তি স্বর্গাদপি কর্ম্মাণি, কেবলং তৎপরাঃ সন্তঃ অনুতিষ্ঠন্তি, তে প্রাণিনঃ অন্ধমদর্শনাত্মকং তমঃ অজ্ঞানং প্রবিশন্তি, সংসারপরম্পরা

কর্ম্মফলে স্বর্গাদি লাভ হ'লেও তা'রা অন্ধকারেই থেকে যায়, আবার যারা শাস্ত্রাদি দ্বারা যুক্তিতর্কাদির সাহায্যে তাঁ'কে জান্‌তে চায় তা'দের আরও বিপদ। কেন না সেই অবাঙ্‌ মনসগোচর তত্ত্বকে বুঝতে পারে এমন শক্তি শুষ্ক জ্ঞানের নাই। কিন্তু মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। তাঁ'তে প্রপন্ন হও, বিদ্যা অবিদ্যা দুইই ছাড়, সেই সর্ব্বতত্ত্বাতীত পরম তত্ত্ব পেয়ে কৃতার্থ হ'বে।"

আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম "প্রপন্ন হবো কেমন ক'রে?"

তিনি ব'ল্লেন—

"হর সোঁ লাগি রহ রে ভাই,
তেরা বনত বনত বন যাই।"

কূটস্থে লক্ষ্য রাখ আর নাম কর। আপনা আপনি হ'য়ে যা'বে। কিছু ক'র্‌তে হ'বে না, অথবা যা ক'র্‌তে হ'বে তা সেই হৃদয়বল্লভ আপনিই ব'লে দেবেন, ভাবনা কি বাবা?"

অনুভবন্তীত্যর্থঃ। ততস্তস্মাদন্ধকারাৎ তমসঃ সংসারাৎ ভূয়ইব বহুতরমেব তমস্তে প্রবিশন্তি যে উ, যে পুনঃ বিদ্যায়াং কেবলমাত্মজ্ঞানে এব রতাঃ। ৯।

দাক্ষিণাত্য-প্রকাশিত কোন কোন গ্রন্থে নবম দশম ও একাদশ মন্ত্রের স্থানে, দ্বাদশ ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ মন্ত্রকে নবমাদি করিয়া নবমাদিকে যথা ক্রমে দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ মন্ত্ররূপে লিখিত আছে এবং তদনুসারে উবটার্য্য কৃত ভাষ্য, ব্রহ্মানন্দ কৃত রহস্য প্রভৃতিতেও ঐ ক্রম দৃষ্ট হয় এজন্য আমরা এই ছয়টি মন্ত্রের রহস্য একত্র পরে দিলাম।

"অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়া
অন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাম্
যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০ ॥"

পদচ্ছেদ করি—

অন্যৎ এব আহুঃ বিদ্যয়া অন্যৎ আহুঃ অবিদ্যয়া
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নঃ তৎ বিচচক্ষিরে ॥

অন্যদিত্যাদি। বিদায়া অন্যৎ অবিদ্যয়া অন্যদেব আহু (বিদায় একপ্রকার ও অবিদ্যায় অন্যপ্রকার ফল হয়) ইতি ধীরাণাং শুশ্রুমঃ (পণ্ডিতগণের মুখে এরূপ শুনিয়াছি) যে তৎ নঃ বিচচক্ষিরে (যে পণ্ডিতগণ তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন)। ১০।

বিদ্যার আশ্রয়ে এক ফল হয়
অবিদ্যা আশ্রয়ে আর।
জ্ঞানিগণ মুখে শুনিয়া এ কথা
মনেতে বুঝেছি সার। ১০।

ভাষ্য। জ্ঞানকর্ম্মণোঃ ফলভেদমাহ অন্যদেবেতি। বিদ্যয়া জ্ঞানেন অন্যদেব ফলং আহুঃ। অবিদ্যয়া কর্ম্মণা সাধ্যমন্যদেব ফলমাহুঃ। যদ্বা বিদ্যয়াত্মজ্ঞানেন অন্যদেব ফলমমৃতরূপমাহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ। অবিদ্যয়া কর্ম্মণা চান্যদেব ফলং পিতৃলোকাদিরূপমাহুর্বিদ্বাংসঃ। কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকঃ। দেবলোকো বৈ লোকানাং শ্রেষ্ঠস্তস্মাদ্বিদ্যাং প্রশংসন্তীত্যাদি শ্রুতেঃ। কথমেতদবগতমিত্যাহ ইতীতিঃ। ইত্যেবং শুশ্রুমঃ শ্রুতবন্তো বয়ং ধীরাণাং ধীমতাং বচনম্। যে আচার্য্যা নোঽস্মভ্যং তৎ কর্ম্ম চ জ্ঞানঞ্চ স্বরূপফলতো বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তস্তেষামযমাগমঃ পারম্পর্য্যাগত ইতি ভাব। ১০।

বিদ্যয়া অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা অন্যৎ এব আহুঃ অন্য ফল লাভ হয়, তাঁ'রে পাওয়া যায় না। অবিদ্যয়া অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারাও অন্যৎ আহুঃ অন্য ফল হয়। যে নঃ তৎ বিচচক্ষিরে যাঁ'রা আমাদের জন্য এই রহস্য ব্যাখ্যা ক'রেছেন, সেই সকল ধীরাণাম্ ইতি শুশ্রুম পণ্ডিতগণের মুখে এমন শুনেছি।"

"বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ
যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা
বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥ ১১॥"

বিদ্যাঞ্চেত্যাদি। যঃ বিদ্যা চ অবিদ্যাং চ উভয়ং সহ বেদ (তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয়কে স্বরূপতঃ জানেন) স অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতং অশ্নুতে (তিনি অবিদ্যার সাহায্যে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার সাহায্যে অমৃতত্ব লাভ করেন)। ১১।

বিদ্যা ও অবিদ্যা জ্ঞান আর কর্ম্ম
স্বরূপ যে জানে তার।
কর্ম্মে মৃত্যু তরে অমৃতত্ব পরে
জ্ঞানে লভে বাক্য সার। ১১।

ভাষ্য। সমুচ্চয়মাহ বিদ্যামিতি। বিদ্যাঞ্চ জ্ঞানঞ্চ, অবিদ্যাঞ্চ কর্ম্ম চ যৎ তদেতদুভয়ং সহ একেন পুরুষেণানুষ্ঠেয়ং যো বেদ জানাতি, যদ্বা বিদ্যাত্মজ্ঞানমবিদ্যা তৎসাধনভূতং কর্ম্ম চ দ্বয়ং পরস্পরসমুচ্চয়ার্থং তদুভয়ং সহ পুরুষার্থ-হেতুত্বেন যো বেদ, একেনৈব পুরুষেণানুষ্ঠেয়মিতি জানাতি স অবিদ্যয়া ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা কৃতানামগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণা মৃত্যুং

এ মন্ত্রটির পদচ্ছেদ করবার দরকার নাই। যঃ তৎ বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ উভয়ং সহ বেদ যিনি জ্ঞান ও কর্ম এই দু'টিকে তাঁ'তে অর্পণ ক'র্‌তে জানেন, তিনি অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতং অশ্নুতে। তিনি কর্ম দ্বারা মৃত্যুং অর্থাৎ অন্তঃকরণের মালিন্য হ'তে উত্তীর্ণ হ'য়ে জ্ঞান দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি
যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো
য উ সম্ভূত্যাংরতা ॥ ১২ ॥"

মারকং অন্তঃকরণ-মলং তীর্ত্বা অন্তঃশুদ্ধ্যা কৃতকৃত্যো ভূত্বা বিদ্যয়াত্ম জ্ঞানেনামৃতমমৃতত্বং মোক্ষমশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ১১ ॥

অন্ধংতম ইত্যাদি। যে অসম্ভূতিং উপাসতে (যাহারা প্রকৃতির উপাসনা করে) তে অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি (তাহারা গাঢ় অন্ধকারে প্রবেশ করে) যে সম্ভূত্যাংরতাঃ (যাহারা প্রকৃতির গুণে গুণবান হিরণ্যগর্ভাদিকে স্বতন্ত্রভাবে রত হয়) তে ততঃ ভূয় ইব তমঃ (তাহারা তদপেক্ষাও অধিক অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়) ॥ ১২ ॥

প্রকৃতির পারে পুরুষ আমার
তাহে করি অবহেলা,
যে রহে নিয়ত প্রকৃতিতে রত
করে উপাসন-খেলা,
জড়ত্ব তা'দের ফল কপালের
সন্দেহ তাহাতে নাই

সম্ভূতি শব্দের অর্থ উৎপত্তি। বিশ্বোৎপত্তির কারণ-অনুসন্ধানের নাম সম্ভূতির উপাসনা। অসম্ভূতি শব্দের অর্থ উৎপত্তি নয় অর্থাৎ এই বিশ্বের কেহ কর্ত্তা নাই স্বতঃই লয়োদয় হ'চ্চে এইরূপ ধারণার নাম অসম্ভূতির উপাসনা। সুতরাং—

অজ্ঞানতা নিয়া নরকেতে গিয়া
ভবে করে যাওয়া-যাই।
সেই পুরুষের প্রকৃতি-গুণের
অবতার যে সকল,
সে হিরণ্য গর্ভ আদি দেবগণ
কার্য্যে রত অবিরল।
তাঁদের স্বতন্ত্র দেবতা ভাবিয়া
যারা উপাসনা ক'রে,
তারা আরো তমে যাইবে নিশ্চয়
কি উপায় তা'র তরে ? ১২।

ভাষ্য। অধুনা ব্যাকৃতাব্যাকৃতোপাসনয়োঃ সমুচ্চিকীর্ষয়া প্রত্যেকং নিন্দোচ্যতে। যে অসম্ভূতং সম্ভবনং সম্ভূতি কার্য্যস্য উৎপত্তিরুৎপত্তি বিশিষ্টাবা তস্যা অন্যা অসম্ভূতিঃ প্রকৃতিঃ কারণং তামব্যাকৃতাখ্যা-মবিদ্যাকামকর্ম্মবীজভূতামদর্শাত্মিকা মুপাসতে তে দনুরূপমেবান্ধং তমঃ প্রবিশন্তি সংসার মেব প্রাপ্নুবন্তি। যে তু সম্ভূত্যাং কার্য্যব্রহ্মণি হিরণ্য-গর্ভাদৌ উ এব রতাস্তে ততস্তস্মাদপি ভূয়ঃ বহুতরমিব এব তমঃ প্রবিশন্তি॥ ১২॥

"অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাৎ
অন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাম্
যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩ ॥

অন্যদেবেত্যাদি। সম্ভবাৎ অন্যদেবাহু (সম্ভূতির উপাসনার অন্যবিধ ফল) অসম্ভবাৎ অন্যদেবাহু (অসম্ভূতির উপাসনার অন্যবিধ ফল) যে নঃ তৎ বিচচক্ষিরে তেষাং ধীরাণাং ইতি শুশ্রুম (যে সকল মহাত্মা আমাদিগকে ইহা বুঝাইয়াছেন ইহা তাঁহাদের মুখেই শুনিয়াছি)। ১৩।

এই উভয়ের উপাসনা ফল
ভিন্ন ভিন্ন সুনিশ্চয়।
জ্ঞানীগণ মুখে শুনিয়া এ কথা
জেনেছে মম হৃদয়। ১৩।

ভাষ্য। অথোভয়োরুপাসনয়োঃ সমুচ্চয় কারণং অবয়বতঃ ফলভেদমাহ অন্যদেবেতি। সম্ভবাৎ সম্ভূতে কার্য্য ব্রহ্মোপাসনাদন্যদেব পৃথগেব অন্ধতরতমঃ প্রবেশলক্ষণং ফলমাহুঃ কথয়ন্তি ধীরাঃ। তথা-সম্ভবাদসম্ভূতেরব্যাকৃতোপাসনাদন্যদেব ফলমুক্তমন্ধং তমঃ প্রবিশন্তীত্যাহুঃ। ইত্যেবংবিধং ধীরাণাং ধীমতাং বচঃ শুশ্রুম বয়ং শ্রুতবন্তঃ। যে ধীরা নোঽস্মাকং তৎ পূর্ব্বং সম্ভূত্যসম্ভূত্যুপাসনফলং বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তঃ ॥ ১৩ ॥

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ
যস্তদ্বেদোভয়ꣳসহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা
সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥"

সম্ভূতিঞ্চেত্যাদি। যঃ সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ উভয়ং সহ বেদ (যে সম্ভূতি ও অসম্ভূতিকে পরস্পর সহকারী বলিয়া জানে) স বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাং অমৃতং অশ্নুতে (সে অসম্ভূতি সহায়ে মৃত্যুর দ্বারা সম্ভূতি দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করে)।১৪।

এ উভয় যদি একত্র করিয়া
জানিয়া করে সাধন,
অসম্ভূতি ফলে মরণ তরিয়া
সম্ভূতিতে নিত্যধন। ১৪।

ভাষ্য। যতঃ এবমতঃ সমুচ্চয়ঃ সম্ভূত্যসম্ভূত্যুপাসনয়োর্যুক্ত একৈকপুরুষার্থত্বাচ্চেত্যাহ সম্ভূতিঞ্চেতি। সম্ভূতিম্ অসম্ভূতিং প্রকৃতিঞ্চ অকার লোপশ্ছান্দসঃ বিনাশং বিনশ্বরং হিরণ্যগর্ভঞ্চ যঃ তৎ বেদ উভয়ং সহ বিনাশো ধর্ম্মো যস্য কার্যস্য তেন ধর্ম্মিণাভেদেনোচ্যতে বিনাশ ইতি তেন বিনাশেন হিরণ্যগর্ভাদ্যুপাসনেন মৃত্যুমনৈশ্বর্য্যাদিং তীর্ত্বা অতীত্য অসম্ভূত্যা অব্যাকৃতোপাসনেনামৃতত্বং আপেক্ষিকং প্রকৃতিলয়লক্ষণং অশ্নুতে সমুচ্চয়োপাসনায়াস্তু অনিমাদ্যৈশ্বর্য্যলক্ষণং শুভফলং ভাবীতি বোধ্যম্ ॥ ১৪ ॥

ঈশাবাস্যরহস্যম্।

সংন্যস্য সর্ব্বকর্ম্মাণি জ্ঞাতব্যঃ পরমেশ্বরঃ।
ইতি প্রথম-বেদার্থঃ সম্যগেব প্রদর্শিতঃ ॥ ১ ॥
অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মাণি তদশক্তেন সর্ব্বদা।
কর্ত্তব্যানি দ্বিতীয়োঽপি বেদার্থোঽয়ং প্রদর্শিত ॥ ২ ॥

এই উভয় মন্ত্র বা মন্ত্রত্রয় সাহায্যে আমরা বুঝ্‌তে পার্‌বো যে প্রকৃতি অর্থাৎ অসম্ভূতির এবং পুরুষ অর্থাৎ সম্ভূতির পৃথক উপাসনা হয় না

বিরোধং দর্শয়িত্বা তু তয়োরেব হি মন্ত্রয়োঃ।
বৃহদারণ্যকে শাস্ত্রে-ব্যবহারোঽপি দর্শিতঃ ॥ ৩ ॥
কামুকস্য তু সংসারো নিষ্কামস্য পরা গতিঃ।
ইতি প্রদর্শনার্থস্তু নবমোঽয়ং প্রবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥
অন্ধং মূঢ়ং তমো যান্তি যে মায়াং সদুপাসতে।
বিরক্তা অপি সংসারান্নৈষ্কাম্যং যে বিদুর্নরাঃ ॥ ৫ ॥
অসম্ভূতিবচসাত্র মায়াতত্ত্বং প্রকথ্যতে।
মায়াতত্ত্বাত্তু সংসারো জায়তে সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৬ ॥
ভূয়ঃ পুনস্তমো যান্তি সম্ভূত্যাং যে রতা নরাঃ।
সম্ভবনঞ্চ সম্ভূতির্লিঙ্গং সপ্তদশাত্মকম্ ॥ ৭ ॥
মায়াবীজস্য কার্য্যং তৎ সূত্রাত্মানং প্রচক্ষতে।
কার্য্যকারণনির্ম্মুক্তং জ্ঞাত্বাত্মানং বিমুচ্যতে ॥ ৮ ॥
নবমোঽপি সমাপ্তোঽয়ং সংক্ষেপার্থপ্রদর্শকঃ।
সমুচ্চয়চিকীর্ষার্থং দশমোঽপি প্রবর্ত্ততে ॥ ৮ ॥

ইতি পরমহংস-শ্রীমৎ-স্বামী-ব্রহ্মানন্দ-সরস্বতি-বিরচিতে ঈশাবাস্যরহস্যে নবম-মন্ত্রার্থ-নিরূপণম্। ১২।

সম্ভবাদন্যদেবাহুঃ ফলং কার্য্যস্য চিন্তনাৎ।
কারণাদ্বীজরূপস্য চিন্তনাদন্যদেব হি ॥ ১ ॥
ইত্যাহুর্বেদবিদ্বাংসঃ ফলভেদং বিচক্ষণাঃ।
শ্রুতবন্তোবয়ং পূর্ব্বমাচার্য্যানাং মহাত্মনাম্ ॥ ২ ॥
ব্যাখ্যাতবন্তো যেঽস্মভ্যং গুরবস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
তেষামেবহি তদ্বাক্যং ফলভেদপ্রদর্শকম্ ॥ ৩ ॥

প্রকৃতির সাহায্যে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হ'য়ে পুরুষকে পেতে হ'বে। তাই আগে ব্রাই চাই।

মতিভেদাত্তু ভেদোঽয়ং দর্শিতো ন তু বস্তুতঃ।
ধীরাণাং পরমং বাক্যং ব্রহ্মতত্ত্বপ্রদর্শকম্ ॥ ৪ ॥
সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চ ব্রহ্মৈব পরমং ধ্রুবম্।
ইত্থং দশম্ মন্ত্রোঽপি সমাসেন সমাপিতঃ ॥ ৫ ॥

ইতি পরমহংস শ্রীমৎ-স্বামী-ব্রহ্মানন্দ-সরস্বতি বিরচিতে ঈশাবাস্তরহস্তে দশমমন্ত্রার্থ-নিরূপণম্। ১৩।

সম্ভূতিং কার্য্যরূপঞ্চ বিনাশং কারণাত্মকম্।
একাদশোঽপিমন্ত্রোঽয়ং তয়োরেকত্বদর্শকঃ ॥ ১ ॥
কার্য্যকারণয়োরৈক্যং যো বেদ সতত্তং নরঃ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥ ১১ ॥
যস্মিন্ বিনশ্যতি কার্য্যং বিনাশং কারণং পরম্।
মায়াবীজঞ্চ তৎ প্রোক্তং চৈতন্যকবলীকৃতম্ ॥ ১২ ॥
তয়োপাসনয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা স্বাভাবিকং তমঃ।
হিরণ্যগর্ভোপাসনয়া সম্ভূত্যা মুচ্যতে বুধঃ ॥ ১৩ ॥
আত্মবিদ্যাবধিঃ সোঽথ পরং কারণমুচ্যতে।
সাক্ষী চেতা জগদ্বীজমন্তর্য্যামীতি চ শ্রুতৌ ॥ ১৪ ॥
কার্য্যকারণরূপঞ্চ ব্রহ্মৈব কেবলং শিবম্।
কার্য্যকারণনির্ম্মুক্তং পরং জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥
ইত্যেকাদশমন্ত্রোঽপি সমাপ্তস্তত্ত্ববোধকঃ।
ব্রহ্মৈব পরমং শুদ্ধং ব্রহ্মৈবাহং সদাদ্বয়ম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি পরমহংস শ্রীমৎস্বামিব্রহ্মানন্দসরস্বতি-বিরচিতে ঈশাবাস্তরহস্তে একাদশমন্ত্রার্থনিরূপণং ॥ ১৪ ॥

আমি ব'ল্লাম "ভাল বুঝ্‌লাম না।"

তিনি ব'ল্লেন "দেখে বুঝো। শুনে বুঝা যা'বে না।"

আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম "কবে?"

কর্ম্মণাবদ্ধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে।
ইতি প্রদর্শনার্থন্তু দ্বাদশোঽয়ং প্রবর্ত্ততে। ১ ॥
অন্ধং মূঢ়ং তমো যান্তি কেবলং কর্ম্ম-চিন্তকাঃ।
দেবতোপাসকা যে চ তেঽপিযান্তি পুনস্তমঃ ॥ ২ ॥
একৈকোপাসনাং ভিন্নাং নিন্দয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
একেনৈব দ্বয়ং সেব্যং শ্রুতিরাহ পুনঃ স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥
ইতি দ্বাদশমন্ত্রোঽপি সমাসার্থপ্রদর্শকঃ।
সমাপিতঃ স্বয়ং শুদ্ধং ব্রহ্মৈবাহং সদদ্বয়ম্ ॥ ৪ ॥

ইতি পরমহংস শ্রীমৎস্বামীব্রহ্মানন্দসরস্বতি-বিরচিতে ঈশাবাস্যরহস্যে দ্বাদশমন্ত্রার্থনিরূপণং ॥ ৯ ॥

একত্বং তু ন চৈবাস্তি রবিশার্বরয়োরিব।
পৃথগেব দর্শয়িতুং কর্ম্মবিজ্ঞানজং ফলম্ ॥ ১ ॥
ত্রয়োদশোঽপি মন্ত্রোঽয়ং স্বয়মেব প্রবর্ত্ততে।
বিদ্যায়া অন্য দেবাহুঃ পৃথগেব ফলং বুধাঃ ॥ ২ ॥
অবিদ্যয়া অন্যদাহুরগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মণঃ।
শ্রুতবন্তো বয়ং বাক্যং ধীরাণাং তত্ত্বদর্শিনাম্ ॥ ৩ ॥
ব্যাখ্যাতবন্তো যেঽস্মভ্যং গুরবো ব্রহ্মতৎপরাঃ।
তেষাং বাক্যং ব্রহ্মতত্ত্ববোধকং পরমং ধ্রুবম্ ॥ ৪ ॥

তিনি ব'ল্লেন "হ'বে। ব্যস্ত হ'বার কর্ম্ম নয়। কূটস্থে লক্ষ্য রেখে প্রারব্ধের জন্য পিঠ পেতে চ'লে যাও। কুছ পরওয়া নেহি।"

ইতি ত্রয়োদশো মন্ত্রঃ পৃথগর্থপ্রদর্শকঃ।
বোধকো ব্রহ্মতত্ত্বস্য সমাসেন নিরূপিতঃ॥ ৫॥

ইতি পরমহংস শ্রীমৎস্বামিব্রহ্মানন্দ-সরস্বতি-বিরচিতে ঈশাবাস্যরহস্যে ত্রয়োদশ-মন্ত্রার্থ-নিরূপণম্। ১০।

পৃথক্ফলং বিদ্যতে চেৎ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণাম্।
উপাসনফলঞ্চৈব কথং বা ক্রিয়তে তদা॥ ১॥
প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে।
ফলং সম্যক্ প্রবক্তব্যং কৈবল্যপ্রতিপত্তয়ে॥ ২॥
অগ্নিহোত্রঞ্চ বিদ্যাঞ্চ দেবতোপাসনং পরম্।
একীকৃত্য চিন্তিতং চেৎ কৈবল্যং লভতে পরম্॥ ৩॥
পদ্যতে গম্যতে চেতি স্ব-স্বরূপং নিরঞ্জনম্।
দ্বিবিধং তৎ পরং ব্রহ্ম সগুণং নিগুর্ণাত্মকম্॥ ৪॥
নিগু্র্ণং বাস্তবং ব্রহ্ম সগুণং পরিকল্পিতম্।
কর্ম্ম বিদ্যাং চেকীকৃত্য যস্তদ্বেদোভয়ং বুধঃ॥ ৫॥
মৃত্যু তীর্ত্ত্বা কর্ম্মণা তু বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।
হিরণ্যগর্ভমাত্মানং ব্রহ্মলোকনিবাসিনম্॥ ৬॥
তং প্রাপ্য তেন সার্দ্ধং তু পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।
ইত্থঞ্চতুর্দ্দশো মন্ত্রঃ সংক্ষেপেণ নিরূপিতঃ॥ ৭॥

ইতি পরমহংস শ্রীমৎস্বামিব্রহ্মানন্দসরস্বতিবিরচিতে ঈশাবাস্যরহস্যে চতুর্দ্দশমন্ত্রার্থ-নিরূপণম্॥ ১১॥

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ
সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু
সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫ ॥"

পদচ্ছেদ করিলে হয়—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্য অপিহিতং মুখং।
তৎ ত্বং পূষন্ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥

হে পূষণ্! হে সূর্য্য, তুমি হিরণ্ময় পাত্র, ঐ **হিরণ্ময়েন পাত্রেণ** তোমার ঐ জ্যোতির্ম্ময়-মণ্ডল-মধ্যে **সত্যস্য** সেই

হিরণ্ময়েনেত্যাদি। হিরণ্ময়েন পাত্রেণ (জ্যোতির্ম্ময় পাত্র দ্বারা অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলে) সত্যস্য (পরমতত্ত্ব শ্রীহরির—শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম সত্য যথা—"হরিং সত্য জনার্দ্দনং ইত্যাদি স্তব) মুখং (রূপ) অপিহিতং (আচ্ছাদিত আছে) সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে (সেই সত্যের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য) হে পূষন্ (হে সূর্য্য) তৎ পিধানং (সেই আচ্ছাদন) ত্বং অপাবৃণু (তুমি সরাইয়া দাও)। ১৫।

ভক্তের পোষণ কর তুমি, তাই
পূষা যে তোমার নাম;
তোমার কৃপায় ইষ্ট ফল পায়,
হয় সবে পূর্ণকাম।
তেজোময় তব মণ্ডলের মাঝে
সেই হরি প্রেমময়,
সত্য-নারায়ণ নামে যেই জন,
আছে জানি দয়াময়।

ভগবানের **মুখং** অর্থাৎ রূপ **অপিহিতং** অর্থাৎ আচ্ছাদিত র'য়েছে। আমরা তাঁ'রে ধ্যান করি কি ব'লে জান কি?

"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী-
নারায়ণ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ুরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥"

তোমায় দেখিয়েছি যে **এই সূর্য্যে** আর **সেই সূর্য্যে** আর **সকল সূর্য্যেই** তিনি পূর্ণরূপে বিদ্যমান। কিন্তু বাবা, ঐ সূর্য্যের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেই ত সে **মোহন মূর্ত্তি** দেখ্‌তে পাইনে। তাই সেই **চিৎসূর্য্যকে** বলি, **তুমি** হিরণ্ময়পাত্ররূপে তোমার **জ্যোতির্ম্ময় নব-জলদ-কান্তি** লুকিয়ে রেখেছ কেন?—কি বল্‌চো নাথ?

সে সত্যের ধর্ম্ম তাঁ'র প্রেম-মর্ম্ম
জানিতে বাসনা প্রাণে,
খোলো আবরণ করি দরশন
তোষো আজি কৃপাদানে।
শুধুই দেখিব প্রাণ জুড়াইব
আর কিছু নাহি চাই,
প্রেমানন্দ কয়, প্রেমানন্দময়,
যেন পদছায়া পাই। ১৫।

ভাষ্য। এবং প্রাপ্তাধিকারং শিষ্যং প্রতি, পরমাত্মস্বরূপং নিরূপ্য, তৎসাক্ষাৎকারো মোক্ষসাধনং ইত্যতীতগ্রন্থেনোক্তম্। স চেশ্বর সাক্ষাৎকারো ন শ্রবণাদি মাত্রেণ ভবতি, নাপি মোক্ষঃ সাক্ষাৎকারমাত্রেণ,

"নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।"

আমি ত বল্‌চি না যে এ চোখে দেখাও। সেই কৃষ্ণেন্দ্রিয় দাও যা'তে তোমার মোহন মূরতি দেখিতে পাই, তোমার মধুর বচন শুন্‌তে পাই, তোমার ও মদনমোহন দেহের মলয়জ-গন্ধ আঘ্রাণ কর্‌তে পাই, তোমার ও কমল-চরণ-নিঃসৃত সুধা-ধারা আস্বাদন ক'রে ভব-ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর ক'র্‌তে পাই, আর ঐ কমল চরণ দু'খানি হৃদয়ে ধারণ ক'রে বল্‌তে পারি—

"প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্।

কিন্তু ভগবদনুগ্রহাদেব। অতঃ অনুষ্ঠিতশ্রবণমননাদিকেনাপি সাক্ষাৎ-কারার্থং প্রাপ্তসাক্ষাৎকারেণাপি চ মোক্ষার্থং যথা ভগবৎ-প্রার্থনং কার্য্যং, তৎপ্রকারপ্রদর্শনার্থা হিরণ্ময়েন পাত্রেণেত্যাদ্যুত্তর মন্ত্রাঃ। তত্রাদিত্য-রূপোপাসনমাহ, হিরণ্ময়েন পাত্রেণেতি। অনুষ্টুপ্। হিরণ্ময়মিব জ্যোতির্ম্ময়ং যৎ পাত্রং, পিবন্তি যত্রস্থিতা, রশ্ময়ো যত্র স্থিতানিতি বা পাত্রং সূর্য্যমণ্ডলং, তেন তেজোময়েন মণ্ডলেন সত্যস্য আদিত্যমণ্ডলস্থস্য অবিনাশিনঃ পুরুষোত্তমস্য শ্রীভগবতঃ মুখং, (মুখমিতি সর্ব্ববিগ্রহোপ-লক্ষণং) লীলাবিগ্রহস্বরূপং অপিহিতং আচ্ছাদিতং বর্ত্ততে। যৎ তন্মুখং, হে পূষন্, (পুষ্ণাতীতি পূষা তৎসম্বোধনং) হে ভক্তপোষক, পরমাত্মন্, ত্বম্ অপাবৃণু অপাবৃতমনাচ্ছাদিতং কুরু। কিমর্থং? সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে, সত্য-ধর্ম্মস্য মদাদিভক্তজনস্য দর্শনায় সাক্ষাৎ কারায়েতি ঋষিপ্রার্থনম্॥ ১৫॥

দাক্ষিণাত্যের কোন কোন পাঠে পঞ্চদশ ও ষোড়শ মন্ত্র সপ্তদশ রূপে, সপ্তদশ মন্ত্র পঞ্চদশ রূপে অষ্টাদশ মন্ত্র ষোড়শ রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং তদনুসারে ঈশাবাস্যরহস্যাদিও ঐ ক্রমে রচিত, এজন্য পঞ্চদশাদির রহস্য একত্র প্রদত্ত হইল।

ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং
কৃণু কুচেষু ন কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্ ॥
প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং
ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে
রমণ নঃ স্তনেষর্পয়াধিহম্ ॥"
"যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূপাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবতায়ুষাং নঃ।"*

তাই বলি নাথ, ত্বং তৎ (পিধানং) সত্য ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে অপাবৃণু আমার মোহের আবরণ সরিয়ে দাও, তা'হ'লে সত্যকে ধর্ম্মকে দেখ্‌তে পা'ব।

"পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য
প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমম্
তত্তে পশ্যামি যোঽসাবসৌ
পুরুষ সোঽহমস্মি ॥ ১৬ ॥"

পূষন্নিত্যাদি। (হে) পূষন্, একর্ষে, যম, সূর্য্য, প্রাজাপত্য রশ্মিন ব্যূহ (হে সূর্য্য তোমার রশ্মি সংযত কর) তেজঃ সমূহ (তেজ নিবৃত্ত কর) যত তে কল্যাণতমং রূপং

---

* এই শ্লোকগুলির ব্যাখ্যাদি পরে আছে।

পদচ্ছেদ করা যা'ক্—

পূষন্ একর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি যঃ অসৌ, অসৌ পুরুষঃ সঃ অহং অস্মি ॥

হে পূষন্! তুমি ভক্তের পোষণ কর তাই তোমায় তোমার ভক্তেরা এই নামে সম্বোধন করেন, তোমার জ্যোতিঃস্ফুলিঙ্গের এক একটি কণা হ'তে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত সূর্য্য প্রকাশিত, তাই ওই

(তোমার যে কল্যাণতম রূপ) তে (তোমার) তৎ (সেইরূপ) অহং পশ্যামি (আমি দেখিব) য অসৌ (যিনি ঐ) অসৌ পুরুষঃ (তিনিই পুরুষ) সঃ অহং অস্মি (আমি সেই চন্ময়ের চিৎকণস্বরূপ জীব)। ১৬।

হে ভক্ত-পোষক, ওহে জ্ঞানময়,
সবার নিয়ন্তা তুমি,
ভক্তিবেদ্য তুমি ওহে ভগবান,
ব্রহ্মার আশ্রয়-ভূমি।
ভক্তে কৃপাময় তুমি চিরদিন
জানে ইহা জগজন,
তব ব্রহ্ম-জ্যোতি ধাঁধিল নয়ন
নহে কিছু দরশন।
ও জ্যোতি ঘুচায়ে দেখাও আমারে
তোমার সুনীল-কায়,
নবঘনশ্যাম কল্যাণ-আকর
রূপ; সুখী হবো যায়।

তপনকেও হে পূষন্ ব'লে তাঁ'র ভক্তেরা স্তব ক'রে থাকেন; ঋষ জ্ঞানার্থক্, তুমিই একমাত্র জ্ঞানের আকর তাই তোমায় ব'ল্লাম একর্ষে। তুমি আমাদের অন্তরের সংযম সাধন কর, তাই তোমায় বল্লাম যম, সূরি অর্থাৎ পণ্ডিতগণ তোমায় জান্‌তে পারেন, তাই তোমায় বলি সূর্য্য। তুমি প্রজাপতি ব্রহ্মার অতি প্রিয়, তাই তোমায় বলি প্রাজাপত্য। তুমি রশ্মীন ব্যূহ (বিগময়)।

সূর্য্য-মণ্ডলের মাঝে আছ তুমি
বাহিরে সুনীলাম্বরে,
অন্তরেও তুমি আছ প্রাণনাথ
কুটস্থে—নীল দহরে।
পূর্ণতম তুমি ওহে প্রাণময়
চিন্ময় তোমার রূপ ;
আমরা চিৎকণ, ভিন্ন তত্ত্ব নই,
একি দেখি অপরূপ।
তুমি হে আমার আমি সে তোমার
দিয়ে সব তব পায়
প্রেমানন্দ হায় প্রেমানন্দে চায়
লুটাতে ও রাঙ্গা পায়। ১৬।

ভাষ্য। এতদেব স্পষ্টীকৃত্য ঋষির্যাচতে পূষন্নিতি। উষ্ণিক। হে পূষন্, হে একর্ষে, হে যম, হে সূর্য্য, হে প্রাজাপত্য রশ্মীন্ প্রকাশয়ন্ ব্যূহ। তদীয়ং তেজ সমূহ চ (স্বরূপং সঙ্কোচয়ন্ মদীয় জ্ঞানং বিস্তারয়েত্যর্থঃ)। যদ্বা হে পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য রশ্মীন্,

অন্তরাকাশে তোমার দেহ কান্তি ব্রহ্মজ্যোতির বিকাশ হ'য়েছে কিছুই দেখ্‌তে যে পাই না, ঐ রশ্মি সংযত কর তেজো সমূহ (উপসংহর) একটু তেজ কমাও নাথ! যৎ তে কল্যাণতমং রূপং তোমার যে মঙ্গলময় মধুর মূর্ত্তি-খানি, তৎ তে (প্রসাদাৎ) পশ্যামি, তোমার প্রসাদে সেই রূপ মাধুরী একবার দেখি নাথ। যঃ অসৌ যে তুমি ওখানে আছ অসৌ পুরুষ সেই তুমি এই প্রকৃতিরূপা আমার পুরুষ একবার যদি তোমায় পাই তবে স অহং অস্মি তোমার ঐ রাঙ্গা পা'দু'খানিতে আত্মনিবেদন ক'রে আত্মহারা হই।

"বায়ুরনিলমমৃতম্
অথেদং ভস্মান্তꣳশরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতꣳস্মর
ক্রতো স্মর কৃতꣳস্মর ॥ ১৭ ॥"

মচ্চক্ষুষ উপঘাতকান্ স্বান্ রশ্মীন্ ব্যূহ বিগময়। তেজঃ আত্মীয়ং জ্যোতিঃ সমূহ উপসংহর, মদ্দর্শনযোগ্যং কুরু। তথা যৎ তে তব রূপং কল্যাণতমমত্যন্তশোভনং পরমমঙ্গলং বা তৎ তে তব প্রসাদাৎ অহং পশ্যামি। কেন প্রকারেণ পশ্যসীত্যত আহ, য ইতি। যোঽসৌ পুরুষঃ মণ্ডলান্তরস্থঃ, অসৌ তদিতরঃ প্রতীকস্থিতশ্চ সোঽহমস্মি ভবামি॥ ১৬॥

বায়ুরিত্যাদি। অথ, বায়ুঃ অমৃতমনিলং, ইদং শরীরং ভস্মান্তং (প্রাণবায়ু অমৃত অনিল অর্থাৎ মুখ্য প্রাণ বায়ুতে মিশিবে এবং শরীর ভস্মান্ত হইবে) হে ক্রতো (অরে মন) স্মর (কর্ত্তব্যের স্মরণ কর) কৃতং স্মর (কৃতকর্ম্মের স্মরণ কর) ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥ ১৭॥

পদচ্ছেদ ক'র্‌লে হ'বে—

বায়ুঃ অনিলং অমৃতং অথ ইদং ভস্মান্তং শরীরং।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মরঃ।

তার পর যখন দেহত্যাগ হ'বে তখন এ দেহের **বায়ুঃ** প্রাণ-বায়ু **অমৃতং অনিলং** মুখ্য প্রাণবায়ুতে মিলিত হ'বে **সে ত তুমি নাথ**! আর এখানে ভূলোকে যে স্থূল দেহ রেখে যা'ব, সেই

যবে দেহ ছাড়ি যেতে হ'বে মোরে
তবে প্রাণ বায়ু মোর
মুখ্য প্রাণ সনে যাইবে মিশিয়া
না র'বে ভবের ঘোর।

এ সুন্দর দেহ ভস্ম-শেষ হ'বে
চিহ্ন নাহি র'বে তা'র;
প্রাকৃত এ কায় প্রপঞ্চে মিশিবে
দেখিতে পাবে না আর।

এই বেলা মন কর রে স্মরণ,
এসে এই ভব মাঝে
করিবার যাহা করেছ কি তাই
ভুল নি কি নিজ কাজে?

পুন বলি মন কর রে স্মরণ
কিবা ছিল করিবার?

ইদং শরীরং ভস্মান্তং হ'বে। তাই বলি ওঁ ক্রতো সঙ্কল্পাত্মক মন স্মর যা ভাব্‌বার তাই ভাব! কৃতং স্মর কি কর্‌লে এতদিন, একবার ভেবে দেখ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর আবার বলি মন একবার ভাববার মত তাঁ'রে ভাব, এত দিন যে এ'সেছো যা ভাববার তা' ভে'বেছ কি না, একবার ভেবে দেখো।

"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।

করেছ কি তা'র প্রেমানন্দে শুধু
ডুবায়েছো অনিবার। ১৭।

ভাষ্য। ইদানীং মরিষ্যতো মম বায়ুরধ্যাত্মপরিচ্ছেদং হিত্বাধিদৈবতাত্মানমনিলং প্রবিশত্বিতি প্রার্থয়তে বায়ুরনিলমিতি। গায়ত্রী। হে পরমাত্মন্, মরিষ্যতো মম বায়ুঃ সপ্তদশাত্মক-লিঙ্গ-শরীররূপঃ প্রাণঃ অধ্যাত্মপরিচ্ছেদং হিত্বা, অধিদৈবতরূপং সর্ব্বাত্মমমৃতং সূত্রাত্মানমনিলং মুখ্যপ্রাণং প্রতিপদ্যতাম্। ইতি বাক্যশেষঃ। জ্ঞান-কর্ম্ম-সংস্কৃতং লিঙ্গমুৎক্রময়ত্বিত্যর্থঃ। অথানন্তরমিদং স্থূলশরীরং অগ্নৌ হুতং সৎ ভস্মান্তং ভস্মাবসানং ভূয়াৎ। ওঁমিতি যথোপাসনমোম্প্রতীকাত্মকত্বাৎ সত্যাত্মকমগ্ন্যাখ্যং ব্রহ্মাভেদেনোচ্যতে। ওঁ হে ক্রতো হে সঙ্কল্পাত্মকং মনঃ স্মর যন্মম স্মর্ত্তব্যং তস্যায়ং কালঃ সমুপস্থিতোঽত স্মর ত্বং ব্রহ্মচর্য্যে গার্হস্থ্যে চ ময়া যৎ পরিচরিতং তৎ স্মর। তথা কৃতং যন্ময়া বাল্যপ্রভৃতি অদ্যাযাবদনুষ্ঠিতং কর্ম্ম তচ্চ স্মর। ক্রতো স্মর কৃতং স্মরেতি পুনর্বচনমাদরার্থম্॥ ১৭॥

যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥ ১৮ ॥”

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং
পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়
পূর্ণমেবাশিষ্যতে ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

অগ্নে অস্মান্ রায়ে সুপথা নয় হে অগ্নি, আমাদিগকে সুপথে—পরমার্থ পথে নিয়ে যাও। দেব **বয়ুনানি বিশ্বানি বিদ্বান্** (নয়) হে দেব তুমি ত **বিশ্বানি বয়ুনানি**

অগ্নে নয়েত্যাদি। হে অগ্নে সুপথা রায়ে মাং নয় (হে অগ্নি, তুমি সুপথে, আমাদিগকে পরমার্থতত্ত্বে লইয়া যাও) হে দেব, বয়ুনানি বিশ্বানি বিদ্বান্ (হে দেব তুমি ত ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি বিদিত আছ)। কিন্তু, জুহুরাণং এনঃ যুযোধি (আমাদের কৌটিল্যজনিত মালিন্য নাশ কর) তে ভূয়িষ্ঠাং নম উক্তিং বিধেম (তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি)। ১৮।

হে অনল দেব লয়ে চল নাথ
সুপথে মঙ্গল পানে,
জান ত সকলি ধর্ম্মাধর্ম্ম যত
মালিন্য আছে এ প্রাণে।
জান ত সকলি কি আর জানা'ব
যেবা ইচ্ছা কর তাই,

বিদ্বান্ সমুদায় কর্ম্ম জান, জুহুরাণং এনঃ অস্মৎ যুযোধি আমাদের যা কিছু কুটিলতা আছে সব সরিয়ে দাও।

করি নতি পায় প্রেমানন্দ কয়
আর কিছু নাহি চাই। ১৮।

ইতি প্রেমানন্দকৃত ঈশাবাস্য-ভাষা সমাপ্ত।

ভাষ্য। সাক্ষাৎকার প্রার্থনানন্তরং অগ্নিপ্রতীকং ভগবন্তং মোক্ষং প্রার্থয়তে অগ্নে নয়েতি। আগ্নেয়ী ত্রিষ্টুপ্। হে দেব ক্রীড়াদিগুণবিশিষ্ট, হে অগ্নে অগ্নিপ্রতীক ভগবন্, অস্মান্ সুপথা শোভনেন মার্গেণ দেবযানলক্ষণেন নয় গময়। কিমর্থং? রায়ে ধনায় মুক্তিলক্ষণায়। কীদৃশস্ত্বম্?—বিশ্বানি সর্ব্বানি বয়ুনাণি কর্ম্মাণি প্রজ্ঞানানি বা বিদ্বান্ জানন্। কিঞ্চ জুহুরাণং কুটিলং প্রতিবন্ধকং বঞ্চনাত্মকং এনঃ পাপং অস্মৎ অস্মত্তঃ সকাশাৎ যুযোধি পৃথক্ কুরু বিয়োজয় নাশয়েত্যর্থঃ। ততো বিশুদ্ধয়ে তে তুভ্যং ভূয়িষ্ঠাং বহুতরাং নমউক্তিং নমস্কারবচনং বিধেম কুর্য্যাম। ঈদৃশাভীষ্টসাধকস্য তব প্রতি করণং নমস্কার পরম্পরৈব ন ত্বন্যৎ প্রত্যুপকরণমস্তীতিভাবঃ॥ ১৮॥

ইতি শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণবিরচিতং বাজসনেয়-
সংহিতোপনিষদ্ভাষ্যম্।

ঈশাবাস্যরহস্যম্।

উপাসনফলং বক্তুং মন্ত্রঃ পঞ্চদশঃ স্বয়ম্।
শাশ্বতং কার্য্যরূপঞ্চ কৃপয়া তৎপরং পুনঃ॥ ১॥
তত্রৈবোপাসকঃ সাক্ষাৎ বায়ুং প্রার্থয়তে স্বয়ম্।
সূত্রাত্মানং পরং দিব্যমমৃতং শিবমব্যয়ম্॥ ২॥

আমাদের কি আছে যা প্রতিদানে দিতে পারি। তাই বলি তে
ভুয়িষ্ঠাং নম উক্তিং বিধেম তোমার পায়ে কোটি

প্রাণো গচ্ছতু মে শীঘ্রং লয়ং গচ্ছতু নিশ্চলম্।
শাশ্বতং শিবমব্যক্তং ব্রহ্মৈবাহং সনাতনম্॥ ৩॥
অথেদানীং শরীরং মে ভস্মীভবতু বৈ ধ্রুবম্।
অমৃতাত্মস্বরূপস্য ব্রহ্মীভূতস্য কেবলম্॥ ৪॥
ক্রতো স্মর নিবজায় কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম।
দ্বিরাবৃত্তিরাদরার্থা ক্রতো সঙ্কল্প হে স্মর॥ ৫॥
কৃতমুপাসনং কর্ম্ম ফলং দাতুং চ শাশ্বতম।
সত্যং তৎ পরমং ব্রহ্ম নিত্যমব্যয়মেত্যয়ম্।
ইতি পঞ্চদশো মন্ত্রঃ সমাপ্তঃ স্বার্থসাধকং॥ ৬॥

ইতি পরমহংসশ্রীমৎ-স্বামি-ব্রহ্মানন্দ-বিরচিতে ঈশাবাস্যরহস্যে
পঞ্চদশমন্ত্রার্থনিরূপণম্॥ ১৭॥

উপাসকেন গন্তব্যং কেন মার্গেণ সাম্প্রতম্।
ইতি প্রদর্শনার্থন্তু ষোড়শোঽয়ং প্রবর্ত্ততে॥ ১॥
মন্ত্রো মার্গং দর্শয়িতুং ব্রহ্মলোকগতিং প্রতি।
অগ্নে প্রকাশরূপোঽসি শোভনেন পথা নয়॥ ২॥
প্রাপয়াস্মান্মহাভাগ ব্রহ্মলোকমনাময়ম।
বিশ্বানি দেব সর্ব্বানি জ্ঞানানি বয়ুনানি চ॥ ৩॥
বিদ্বান্ জানাসি সর্ব্বজ্ঞ প্রসীদ বরদো ভব।
বিয়োজয় জুহূরাণং কৌটিল্যং পাতকং মম॥৪॥

কোটি নমস্কার করি। এই ধূলার দেহ তোমার চরণধূলায় পবিত্র করি।
তুমি পূর্ণ; তোমা হ'তে যা কিছু হ'য়েছে তা'র মধ্যে তুমি পূর্ণ

অন্তকালে চরীকর্ত্তুং অশক্তাস্তে পরেশ্বর।
নম-উক্তিং বিধেম ত্বং প্রসীদ পরমেশ্বর ॥ ৫ ॥
যোড়শোঽপি চ মন্ত্রোঽয়ং সংক্ষেপেণ সমাপিতঃ।
নিষ্কলং ব্রহ্ম পরমং তদেবাহং সদোমিতি ॥ ৬ ॥

ইতি পরমহংস শ্রীমৎ-স্বামিব্রহ্মানন্দসরস্বতিবিরচিতে ঈশাবাস্যরহস্যে ষোড়শমন্ত্রার্থনিরূপণম্ ॥ ১৮ ॥

দ্বারং বিনা কথং গন্তুং শক্যতে ব্রহ্ম তৎপরম্।
সত্যলোকস্থ চাত্মানং সূত্রভূতং সনাতনম্ ॥ ১ ॥
তৎপ্রাপ্তি সাধনদ্বারং মন্ত্রঃ সপ্তদশঃ স্বয়ম্।
প্রবর্ত্ততে প্রার্থয়িতুমাদিত্যং সর্ব্বরূপকম্ ॥ ২ ॥
হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্থ ব্রহ্মণো মুখম্।
তীক্ষ্ণেন জ্যোতিষা ব্যাপ্তং গন্তুং নৈব তু শক্যতে ॥ ৩ ॥
রশ্মিজালং নিরাকৃত্য দ্বারং মে দেহি ভাস্কর।
সত্যলোকস্থ সত্যাখ্যং ব্রহ্ম গন্তুঞ্চ মে প্রভো ॥ ৪ ॥
ভৃত্যবত্বাং নৈব যাচে স্বরূপোঽহং তবাচ্যুত।
অহং ব্রহ্মৈব পরমং ভবান্ ব্রহ্মৈব কেবলম্ ॥ ৫ ॥
আবয়োরেকতা নিত্যং সত্যমেতদ্ব্রবীম্যহম্।
পূর্ণত্বাৎ পুরুষশ্চায়ং যোঽসাবাদিত্যমণ্ডলে ॥ ৬ ॥
দেহেন্দ্রিয়ধিয়াং সাক্ষী সোঽসাবহমিতি স্বয়ম্।
ব্রহ্ম বৈ পরমং শুদ্ধং ব্রহ্মৈবাহং সদদ্বয়ম্ ॥ ৭ ॥

রূপে বিরাজিত। চরাচর বিশ্বে তুমি পূর্ণ রূপে আছ। ভূলোকে, দ্যুলোকে, গোলোকে, ভিতরে, বাহিরে, তুমি পূর্ণ থেকেও পূর্ণ রূপে নিত্য বৃন্দাবনে বিরাজ করচো। শান্তি দাও।

এই ব'লে তিনি স্থির হ'লেন। আমি স্থির নয়নে তাঁ'র মুখ-পদ্ম দেখ্‌তে লাগলাম—দেখ্‌লাম পূর্ণং অদঃ পূর্ণং ইদং।

সম্পূর্ণো নিখিলস্যাস্য কার্য্যকারণবস্তুনঃ।
পুরুষোঽয়ং ভবেদাত্মা পূর্ণত্বাদ্ যোঽদ্বয়াত্মকঃ ॥ ৮ ॥
ইতি বাক্যং যতঃ শান্তি সত্যং ব্রহ্মৈব কেবলম্।
ব্রহ্ম সত্যং পরং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্মবন্ধনাৎ ॥ ৯ ॥
ইতি সপ্তদশো মন্ত্রঃ সমাসেন নিরূপিতঃ।
সত্যস্য পরমং সত্যং ব্রহ্ম সত্যং চ পাতু মাম্ ॥ ১০ ॥
ঈশাবাস্যরহস্যন্তু ব্রহ্মানন্দবিনির্ম্মিতম্।
ব্রহ্মানন্দময়ং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে সর্ব্ববন্ধনাৎ ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মৈব সত্যং পরমং বিশুদ্ধং
সর্ব্বান্তরস্থং সদসদ্বিহীনম্।
নিরঞ্জনং নিষ্কলমদ্বিতীয়ং
তদেব চাহং সততং বিমুক্তঃ ॥ ১২ ॥

ইতি পরমহংস-শ্রীমৎ-স্বামি-ব্রহ্মানন্দসরস্বতি-বিরচিতে ঈশাবাস্যরহস্যে সপ্তদশমন্ত্রার্থ নিরূপণম্ * ॥ ১৫-১৬।

ঈশাবাস্যরহস্যং সমাপ্তম্ ॥

---

* এই গ্রন্থে এবং উবটকৃত ভাষ্য ও দাক্ষিণাত্যের আরও কয়েকখানি গ্রন্থে সপ্তদশটি মন্ত্র স্বীকার করিয়া পূষন্নেকর্ষে প্রভৃতি মন্ত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং মন্ত্রগুলির ক্রমও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে কিন্তু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের ভাষ্যে এ ক্রম দৃষ্ট হয় না এবং অষ্টাদশটি মন্ত্রেরই এই গ্রন্থলিখিত ক্রমানুসারে ভাষ্যাদি লিখিত আছে।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীমুখপদ্মনিঃসৃত সুধাধারা পান ক'র্‌তে ক'র্‌তে আমি বিভোর—আত্মবিস্মৃত হ'য়ে গেলাম। আমার প্রাণে যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দলহরী খেল্‌তেছিল, তা অপরকে ব'লে বোঝা'বার উপায় নাই। সহসা মনে হলো "একি স্বপ্ন ?"

প্রাণের মধ্যে ধ্বনিত হ'লো "হাঁ, এ স্বপ্ন।"

আবার ভাবলাম্, "যদি স্বপ্ন, তবে ত আমি নিদ্রিত। তবে **আমি কে ?**"

তিনি ব'ল্লেন "শ্রীগুরুদেবের কৃপায় একবার দেখ **তুমি কে ?**"

তাঁ'র সেই বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হ'লো। মনে হ'লো—সহসা নিদ্রিত হ'য়ে স্বপ্ন দেখ্‌চি—

"এক অপূর্ব্ব সুন্দর দেশ! সে দেশের সৌন্দর্য্য বাক্যে বর্ণনা করা যায় না। সমুদায় ভূমি যেন মণিময়*—ভূমি অপূর্ব্ব কাননরাজিতে আবৃত—

---

* বোধ করি এ সেই দেশ, যে দেশ জীবের সিদ্ধদেহের নিবাসভূমি। সে দেশ সম্বন্ধে শ্রীব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন—

"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥

সে সব গাছের ফুল ফল যেন মণি, মুক্তা, প্রবালাদিতে গঠিত—সে শোভা বাক্যে ব্যক্ত করা অসম্ভব। জগতের জীব সকলেই একদিন না একদিন সে শোভা দেখে চরিতার্থ হ'বে। যত দিন ঘুমিয়ে থাক্‌বে দেখ্‌তে পাবে না—যে দিন জাগ্‌বে সেই দিন দেখে প্রাণ জুড়া'বে।

স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে-সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে॥

(শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা)

"যে স্থানে চিন্ময়ী লক্ষ্মীগণ কান্তারূপা, পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র কান্ত, বৃক্ষমাত্রই চিদ্গত কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিগণময়ী অর্থাৎ চিন্ময়মণিগণময়ী, জল অমৃত, কথা গান, গমন নাট্য, বংশী প্রিয়সখী, জ্যোতিঃ চিদানন্দময়, পরম চিৎপদার্থই আস্বাদ্য বা ভোগ্য। যে স্থলে কোটী কোটী সুরভী হইতে চিন্ময় মহাক্ষীরসমুদ্র নিরন্তর স্রাবিত হইতেছে, এবং যথায় ভূত-ভবিষ্যৎরূপ-খণ্ডরহিত চিন্ময়কাল নিত্য-বর্ত্তমান সুতরাং নিমেষার্দ্ধও ভূতধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না, সেই শ্বেতদ্বীপরূপ পরমপীঠ আমি ভজনা করি। সেই ধামকে এই জড় জগতে বিরল-চর অতি অল্প সংখ্যক সাধু ব্যক্তিই গোলোক বলিয়া জানেন।"

"তাৎপর্য্য। জীবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রস-ভজন দ্বারা প্রাপ্য যে স্থান, তাহা সম্পূর্ণ চিন্ময় হইলেও নির্বিশেষ নয়। ক্রোধ ভয় মোহদ্বারাও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধাম লাভ হয়। ভক্তগণ রসানুসারে চিজ্জগতের পরব্যোম বৈকুণ্ঠ বা তদুপরিস্থিত গোলক লাভ করেন। সেই ধাম প্রকৃত প্রস্তাবে অত্যন্ত বিশুদ্ধ বলিয়াই শ্বেতদ্বীপ। জড় জগতে যাঁহারা চরম

দেখ্‌লাম সেই অপূর্ব্ব কাননে অগণিত কুঞ্জ—অগণিত লতামণ্ডপ। চারিধারে যুবতীগণ কেহ পুষ্পচয়ন কর্‌চে, কেহ বা মালা গাঁথ্‌চে, কেহ বা ফুলের অলঙ্কার, ফুলের ব্যঞ্জন প্রস্তুত ক'র্‌চে—আবার সেই সকল প্রস্তুত হ'লে অপর যুবতীর হাতে দিচ্চে। সেই যুবতী সেইগুলি ল'য়ে কোথায় যাচ্চে। আমারও ইচ্ছা হ'তে লাগ্‌লো তেমনি ক'রে ফুল তুলে

রস সিদ্ধিলাভ করেন,—তাঁহারা সেই জগদন্তরস্থিত গোকুল, বৃন্দাবনে ও নবদ্বীপে সেই শ্বেতদ্বীপ-তত্ত্ব অবলোকন করতঃ গোলোক বলিয়া বলেন। সেই গোলোকে চিদ্বিশেষগত কান্তা, কান্ত, বৃক্ষলতা, ভূমি (পর্ব্বত নদী বনাদি সহিত), জল, কথা, গমন, বংশী-বাদ্য, চন্দ্র সূর্য্য, আস্বাদ্য-আস্বাদন (অর্থাৎ চতুঃষষ্টি কলার অচিন্ত্য চমৎকারিতা), গাভী সকল, অমৃত-নিঃসৃত-ক্ষীর ও নিত্যবর্ত্তমানময় চিন্ময় কাল সর্ব্বদা শোভা পাইতেছেন। বেদে এবং পুরাণ-তন্ত্রাদি শাস্ত্রে, অনেক স্থলে গোলোকের বর্ণনোদ্দেশ আছে। ছান্দোগ্য বলেন—

"ব্রূয়াৎ যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষান্তর্হৃদয়ে আকাশ।
উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে।
উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যচন্দ্রমসাবুভৌবিদ্যুন্নক্ষত্রানি
যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তস্মিন্ সমাহিতমিতি।"

মূল তাৎপর্য্য এই যে, এই মায়িক জগতে যত-প্রকার বিশেষ বিচিত্রতা দেখিতেছ সে সমস্ত এবং তদপেক্ষা আরও অনেক বিশেষ তথায় আছে। চিজ্জগতের বিশেষ সমাহিত। জড়জগতের বিশেষ অসমাহিত—সুতরাং সুখদুঃখদায়ক। সমাহিত বিশেষ বিশদ চিদানন্দময়। শুদ্ধ-ভক্তি-সমাধি-ক্রমে বেদ এবং বেদোদিত ভক্ত সাধুগণ সেই ধাম, ভক্তিপ্রণিহিত স্বীয় চিদ্বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেখিতে পান এবং কৃষ্ণকৃপাবলে স্বীয় ক্ষুদ্র চিদ্বৃত্তি লাভ করিয়া তথায় শ্রীকৃষ্ণের

মালা গাঁথি। এমন সময়ে দেখ্‌লাম একটি লতামণ্ডপে একটি যুবতী নিদ্রিতা। তা'কে দেখে আমার মনে বড় আনন্দ হ'লো। সে যেন আমার কত কালের চেনা—আপনার জন। আমি তা'র দিকে অনিমিষ নয়নে চেয়ে আছি, এমন সময়ে আর একটি যুবতী তা'র নিকটে এলেন। সেটিকেও আমার আপনার জন ব'লে বোধ হ'লো—ঠিক চিন্‌তে না পারলেও চেনা-চেনা বোধ হ'তে লাগ্‌লো। তিনি নিদ্রিতার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে ব'ল্লেন "আজিও জাগ্‌লে না? আজিও শ্রীরাধা-মাধবের সেবায় বঞ্চিত রইলে? জীবনের আরও একদিন বৃথা গেল?" এমন সময়ে বনদেবী যেন বল্‌তে লাগ্‌লেন "রজনী অবসান-প্রায় সকলে প্রস্তুত হও। এখনি আমাদের শ্রীরাধা-মাধবের সুখনিদ্রার অবসান হ'বে। সকলে সত্বরে সেবাদ্রব্যের আয়োজন কর। পাখিগণ, এই বেলা ধীরে ধীরে কুজন কর। কক্‌খটী যাও—কুঞ্জসমীপে গিয়ে বৃন্দাবন-বিলাসিনীকে কুঞ্জত্যাগ কর্‌তে সঙ্কেত কর।" অমনি মধুর কলরবে কানন পূর্ণ হ'লো—চকিতে চারিদিক নিস্তব্ধ হ'লো—সকলে কুঞ্জত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন। রইলো কেবল সেই নিদ্রিতা যুবতী—আর তা'রি

সহিত ভোগসাম্য লাভ করেন। **পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ** শব্দের একটি গূঢ় অর্থ আছে। **পরমপি** শব্দে সমস্ত চিদানন্দ বিশেষের মধ্যে **শ্রীকৃষ্ণই** পরতত্ত্ব। **তদাস্বাদ্যমপি** শব্দে তাঁহার অস্বাদ্যতত্ত্ব—শ্রীরাধিকার প্রণয়মহিমা, **রাধিকা** যে **কৃষ্ণরস** অনুভব করেন এবং সেই অনুভবে **রাধিকা** যে **সুখ** লাভ করেন এই ভাবত্রয় **কৃষ্ণের** আস্বাদ্য হইলে, কৃষ্ণ **গৌরত্ব** লাভ করেন। তদীয় প্রদর্শিত **রস** সেবাসুখ। ইহাও সেই **শ্বেত-দ্বীপে** নিত্য বর্ত্তমান।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদমহাশয়কৃত অনুবাদ ও তাৎপর্য্য।

মত অসংখ্য নিদ্রিতা যুবতী। কেহ বৃক্ষতলে—কেহ লতামণ্ডপে—কেহ কুঞ্জদ্বারে—গণনা ক'রে শেষ করা যায় না। সেই অসংখ্য যুবতীর মধ্যে, ঐ একটিকে আর সেই একটিকে মাত্র আপনার জন ব'লে মনে হ'লো।"

শ্রীগুরুদেব ব'ল্লেন—এঁরা সকলেই শ্রীললিতাদেবীর নিজগণ—সকলেই আমাদের আপনার জন। যখন জাগ্‌বে তখনই চিন্‌তে পার্‌বে। এখন তুমি ওই লতামণ্ডপে নিদ্রিতা—যিনি এসে তোমায় দেখে গেলেন, তিনিই শ্রীরূপমঞ্জরী—এখন চল আর একদিকে যাই।

এই কথা শেষ হ'তে হ'তে দেখি, সম্মুখে অপূর্ব্ব মণিমন্দির। প্রাঙ্গণে শ্রীব্রজেশ্বরী অসংখ্য সঙ্গিনী সঙ্গে দধিমন্থনে ব্যাপৃতা। কি মধুর দৃশ্য—কি মধুর মন্থানদণ্ডোদ্ভূত সুমধুর স্বরলহরী। মন্থনকারিণীগণের অঙ্গে দর দর ধারে স্বেদজল ঝর্‌তেছে। শ্রীব্রজেশ্বরী নিজেও মন্থানদণ্ড আকর্ষণ কর্‌তেছেন।"

ক্রমে প্রভাত হ'লো। শ্রীব্রজেশ্বরী ব'ল্লেন—"কেউ শ্রীরাধাকে আন্‌তে গেল কি?" একটি যুবতী ব'ল্লেন—"হাঁ।"

শ্রীব্রজেশ্বরী ব'ল্লেন—"তবে তুমি শীঘ্র মন্থনকার্য্য ছেড়ে, রন্ধনের আয়োজন করগে। যা'বার সময় নীলমণির মুখ-ধোবার জল রেখে যেও। এখনই আমার নীলমণি জাগ্‌বে। যদি সব জিনিস ঠিক করা না থাকে, এখনি এসে দধিভাণ্ডগুলি ভেঙ্গে ফেল্‌বে। আমিও যা'চ্চি—বাছার প্রাতরাসের আয়োজন করিগে।"

এই ব'লে তিনি আপনার ভাণ্ডের দধি আর একটি যুবতীকে মন্থন ক'র্‌তে দিয়ে চ'লে গেলেন। আর যে যুবতীকে রন্ধনের আয়োজন ক'র্‌তে ব'লেছিলেন, তিনি নিজের ভাণ্ডের দধি নিকটস্থ কয়েকটি গোপীর ভাণ্ডে প্রদান ক'রে, শ্রীশ্যামসুন্দরের জন্য মুখ ধোবার জল, দন্তকাষ্ঠ

প্রভৃতির আয়োজন ক'রে, গৃহদ্বারে রাখ্‌লেন; তা'র পর রন্ধন-শালার সম্মুখে ব'সে রন্ধনের আয়োজন ক'র্‌তে লাগ্‌লেন—আমি অনিমিষ নয়নে তাঁ'র দিকে চেয়ে রইলাম। সেই ভাগ্যবতীকেও আমার আপনার জন ব'লে মনে হ'তে লাগ্‌লো। ক্রমে আরও দু'এক জন গোপী এসে তাঁ'র সহায়তা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। এক জন ব'ল্লেন "শ্রীমতী এসেছেন, সত্বর হও। গোপাল গোদোহনে গেছেন, এখনি এসে স্নানাহার ক'রে গোষ্ঠে যা'বেন।"

তখন সকলে ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে নানা দ্রব্য আয়োজন ক'র্‌তে লাগ্‌লেন, আর আমি একদৃষ্টে হতজ্ঞান হ'য়ে সেই যুবতীর দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি ব্যস্তভাবে যখন যে দিকে যেতে লাগ্‌লেন, আমার দৃষ্টিও তাঁ'র সঙ্গে সেই দিকে যেতে লাগ্‌লো। যখন তিনি কোনও গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন, আমি সেই দ্বারের দিকে চেয়ে থাকি—কখন তিনি বাহির হ'বেন—কখন তাঁ'র চরণ দু'খানির মৃদু-মন্থর দ্রুত-গমন দেখে কৃতার্থ হবো, এই আশায় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে চেয়ে থাকি—

এবার অনেকক্ষণ অতীত হ'লো—অনেকক্ষণ পরে তিনি এসে ব'ল্লেন—"আমার প্রাণের গোপালের খাওয়া হ'য়েছে, তোমরা এসো—প্রসাদ গ্রহণ কর।"

আমি ব'ল্লাম "দেবি, শ্রীগোপালের প্রসাদের পূর্ব্বে তোমার চরণধূলি দাও, আমার দেহ পবিত্র হ'ক।' এই ব'লে তাঁ'র চরণধূলি নিতে গেলাম! তিনি "কর কি কর কি?" ব'লে সরে গেলেন। ব'ল্লেন—"অকল্যাণ হ'বে যে?"

আমার চেতনা হ'লো। "আমার পত্নী?—না না এ যে সেই দেবী—সেই শ্রীব্রজেশ্বরীর কিঙ্করী—এ যে আমার শ্যামসুন্দরকে আমার গোপাল ব'লে আদর ক'রে কৃতার্থ হ'য়েছে। আমি

কে ?—কোন্ পুণ্যফলে এমন দেবিকে আমার বল্‌তে পেয়েছি ?" আমি আকুল প্রাণে তাঁ'র মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ব'ল্লাম "আমি কি সে শ্যাম-সুন্দরের চরণ দু'খানি দেখ্‌তে পা'ব না ? সে মোহন মুরলীধ্বনি শুন্‌তে পা'ব না ?"

শ্রীগুরুদেব ব'ল্লেন "পা'বে বই কি বাবা। আগে চিত্রপটে তাঁ'রে নিত্য পূজা কর—বৈধী সেবার বলে—তোমার প্রসুপ্ত ভাব দূর হ'লে—ভাবাঙ্গে প্রবুদ্ধ হ'বে। তা'র পর কা'ল যাঁ'রে দেখা'ব, তিনি তোমায় সেই ভাবাঙ্গে সাধনের পদ্ধতি বুঝিয়ে দেবেন। তা'র পর মায়ের আমার যখন ব্রজভূমি দর্শনের সাধ হ'বে, দু'জনে সেখানে গিয়ে চিন্ময় লীলারস উপভোগ ক'র্‌তে ক'র্‌তে সিদ্ধদেহে প্রবুদ্ধ হ'বে। তখনই নিত্যধামে তোমার প্রসুপ্ত-স্বরূপ জাগ্‌বে—আর এ স্বপ্ন দেখ্‌তে হ'বে না—যা দেখ্‌তে হ'বে—ক'র্‌তে হ'বে—তা'র আভাস এই একটু আগে ত দেখ্‌লে। এখন এস শ্রীগোপালের প্রসাদ গ্রহণ করিগে।"

একি সুন্দর দৃশ্য! এতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান শূন্য ছিলাম ব'লে কিছুই দেখি নাই—আমরা যেখানে ব'সে আছি, তারি অদূরে একখানি ক্ষুদ্র সিংহাসনে শ্রীগোপাল—সেই শ্রীগুরুদত্ত গোপালমূর্ত্তি অপূর্ব্ব-পুষ্পভূষণে ভূষিত। এত ফুল কখন্ কোথা হ'তে, কে আন্‌লে ? সম্মুখে বিবিধ ব্যঞ্জনাদি বেষ্টিত অন্নপাত্র। এত আয়োজনই বা কখন্ কে ক'র্‌লে ?"

আমার পত্নী ব'ল্লেন "আশ্চর্য্য হ'য়ো না, আজ শ্রীমতী স্বয়ং রন্ধন ক'রে আমার গোপালকে খাইয়েছেন—তোমরাও প্রসাদ গ্রহণ কর—সেই পরম প্রেমিকার রন্ধন ভোজন ক'র্‌লে অনায়াসে প্রেমভক্তি লাভ ক'র্‌বে।"

শ্রীগুরুদেবের পার্শ্বে ব'সে প্রসাদ গ্রহণ কর্‌লাম—রন্ধন অমৃত-তুল্য—কোনও ব্যঞ্জনাদিতে কোন দোষ নাই। আমি আমার পত্নীর মুখ পানে চেয়ে ব'ল্লাম—"ধন্য তোমার রন্ধন!"

পত্নী। "আমার নয় শ্রীমতীর, বাবাকে জিজ্ঞাসা কর।"

আমি গুরুদেবের পানে চাইলাম। তিনি ব'ল্লেন "শ্রীরাধিকাই রন্ধন ক'রেচেন।"

আমি ব'ল্লাম—"কেমন ক'রে সম্ভব ?"

তিনি ব'ল্লেন—"স্বচক্ষেই ত দেখ্‌লে তোমার এই পত্নী-বেশ-ধারিণী ব্রজদেবী, শ্রীব্রজেশ্বরীর আদেশে উদ্যোগ ক'রে দিলেন—শ্রীমতীর রন্ধনের জন্যই উদ্‌যোগ ক'র্‌লেন। তবে অসম্ভব কেমন ক'রে ?"

আমি ব'ল্লাম—"সে ত স্বপ্ন ?"

তিনি হাস্‌লেন, ব'ল্‌লেন—"এ ত প্রত্যক্ষ ? এই স্বর্ণ-সিংহাসন ত কখনও কেনোনি ? তোমার উঠানে ত ফুল-বাগান নাই ?—আজ ত বাজার থেকে ফুল, ফল-মূল, তরকারী, দধি, ক্ষীর কিছুই আন নি। এ সব মা নিজে কিনে এনেছেন, না প্রস্তুত ক'রেছেন ? যা খেলে তেমন মধুর জিনিস কখনও খেয়েছ কি ? মনে হ'চ্চে না কি ? একবার প্রাণ-কৃষ্ণের গোষ্ঠ-গমন দেখ্‌তে যাই ? এ সব মিথ্যা—আর তুমি এক হাল্‌দারের পো,—আর আমি এক হ্যাংলা কাঙ্‌লা পাগ্‌লা—আর এই এক কায়েতের মেয়ে, তোমার চরণসেবার অধিকারিণী ?—এই সত্য ? আমরাই দু'জনে পাগল বা মিথ্যাবাদী—আর তুমি—না—যত দিন না জাগ্‌বে এ ভ্রম যা'বে না। দেখ বাবা, এখন আর হাত মুখ শুকিয়ে কাজনি। চল মুখ হাত ধুইগে।"

* * * * * *

তিন জনে মুখোমুখী হ'য়ে ব'সে সমস্ত দিন কেটে গেল—কা'রও মুখে কথাটি নাই। কিন্তু প্রাণে যে কি আনন্দ ভোগ ক'রেছি তা আর কি ব'ল্‌বো। সন্ধ্যার পর শ্রীগোপালের আরাত্রিকাদি হ'লো। শেষে জল-যোগের পর শয়ন ও নিদ্রা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাত যখন দুটো—তখন ঘুম ভাঙ্‌লো। ইচ্ছা হ'লো দেখি আজ পত্নী কি কর্‌চেন। তাঁ'র শয্যার নিকটে গেলাম। দেখ্‌লাম তিনি গোপালকে কোলে ক'রে নিদ্রাসুখ ভোগ ক'র্‌ছেন। শ্রীগুরুদেবের নিকট গেলাম—তিনি আসনে বদ্ধাসন হ'য়ে নয়ন মুদিত ক'রে ব'সে আছেন। সম্মুখে ভূমিষ্ট হ'য়ে—নমো নারায়ণায় ব'লে প্রণাম ক'র্‌লাম। মুখ হাত ধুয়ে এসে, নিত্যক্রিয়া সমাধা ক'র্‌তে প্রায় চার্‌টে বাজ্‌লো। তা'র পর গীতার দ্বাদশ অধ্যায় পাঠ ক'রে, শ্রীমদ্ভাগবতের দশম খুললাম। আজ একত্রিংশের অধ্যায় পাঠ ক'র্‌তে হ'বে, কিন্তু সেই অধ্যায়ে দৃষ্টি পতিত হ'বামাত্র মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হ'লো—মনে হোলো—যেন আমি একটি গোপবালিকা—শ্রীশ্যামসুন্দরের মধুর মুরলী শুনে তাঁ'রে দেখ্‌বার জন্য আমার মন অত্যন্ত আকুল হ'য়েছিল—তা'ই সেই শব্দ লক্ষ্য ক'রে এখানে এসেছি। কিন্তু লজ্জাবশতঃ অন্য গোপিগণের সঙ্গে মিলিত হ'তে সাহস হ'চ্চে না—কি জানি—তা'রা যুবতী—আমি বালিকা—যদি আমায় তাড়িয়ে দেয়—এই খানে—এই গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকি—হয় ত শ্রীরাধামাধবের মোহন মূরতি পলকের জন্যও দেখে নয়ন চরিতার্থ কর্‌তে পার্‌বো—কিন্তু কৈ?—সে শ্যামসুন্দর কৈ?—সহসা যেন কানে গেল—

"জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।

উল্লিখিত উনিশটি শ্লোকের ব্যাখ্যা মূল গ্রন্থে না থাকায়, নিম্নে অন্বয় অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল।

জয়তীতি। হে দয়িত, (দয়তেঽনুকম্পয়তে, চিত্তমাদত্তে ইতি বা দয়িতঃ) তে জন্মনা ব্রজঃ অধিকং জয়তি (হে দয়িত, তোমার জন্ম হেতু, এই ব্রজধাম বৈকুণ্ঠাদি-লোক অপেক্ষাও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে) ইন্দিরা হি অত্র শশ্বৎ শ্রয়তে (তদবধিই ইন্দিরা এই ধামকে বিশেষরূপে নিত্য আশ্রয় করিয়া আছেন)। ত্বয়ি ধৃতাসবাঃ (ধৃতাঃ অসবঃ প্রাণাঃ যৈঃ তে) তাবকাঃ ত্বাং দিক্ষু বিচিন্বতে, দৃশ্যতাম্ (চেয়ে দেখ এই তোমার গোপীগণ তোমার জন্যই এখনও প্রাণ রাখিয়া, তোমায় চারিদিকে অন্বেষণ করিতেছে)। ১।

হে দয়িত, তোমার জন্মদ্বারা এই ব্রজধামের গৌরব অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে, তুমি জন্মিয়াছ বলিয়াই ইন্দিরা নিরন্তর এখানে বাস করিতেছেন। দেখ, নাথ, আমরা তোমার আপনার, তোমায় প্রাণ দিয়া এখন চারিদিকে তোমায় অন্বেষণ করিতেছি। ১।

ব্যাখ্যা। নন্দব্রজকুমারিগণ শ্রীনন্দনন্দনকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া, তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্য কাত্যায়নীব্রত করিয়াছিলেন। সেই ব্রতের ফলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাহাদিগকে দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন—

"সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি॥
ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতাঃ ক্বথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেশ্যতে॥
যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ॥"

দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-
স্ত্বয়ি ধৃতাসবস্তাং বিচিন্বতে ॥ ১ ॥

শুন সাধ্বীগণ আমার বচন
বুঝেছি মনের কথা ;
আমার কারণে দেবির চরণে
জানায়েছ মনোব্যথা।
বাঞ্ছা পূরিবার বাধা নাহি আর
হইবে পূর্ণ নিশ্চয়,
বিফল না হ'বে কিবা চিন্তা তবে
নাহিক ইথে সংশয়।
আমারে যে জন করি প্রাণার্পণ
আমার তুষ্টির তরে
করে যে কামনা তার সে বাসনা
নহে বন্ধনের তরে।
ভর্জ্জিত ক্বথিত ধান্যে যেই মত
বীজ কভু নাহি হয়,
আমাতে অর্পিত কাম সেই মত
বন্ধনের হেতু নয়।
হে অবলাগণ গৃহেতে গমন
করহ এখন সবে,
সবে যে আশায় পূজিলে দুর্গায়
সে আশা পূরিত হ'বে।
শুভা আগামিনী কতেক যামিনী
পাইবে সবে আমায়,
করিব বিহার কি সন্দেহ তা'র
তুষিব সতী সবায়।

শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ-
সরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা।

এখন সেই প্রতিশ্রুত শারদ পূর্ণিমা সমাগতা। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যমুনা-পুলিনে উপনীত হইয়া বংশীসঙ্কেত করিলেন। সেই সঙ্কেত শ্রবণে ব্রজ যুবতীগণ পুলিনবনে উপনীতা। কিন্তু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া কিছু গর্ব্বিতা হইয়াছেন, সেইজন্য দর্পহারী তাঁহাদের সেই অভিমান নাশের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছেন। কারণ নিরভিমানী না হইলে তাঁ'রে পাওয়া যায় না। গোপীগণের যেমন অহংজ্ঞানের উদয় হইল অমনি তিনি অন্তর্হিত হইলেন। গোপীগণ তাঁহার অদর্শনে ব্যাকুলা হইয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধানপূর্ব্বক যখন তাঁহার দর্শন পাইলেন না, তখন আকুলা হইয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন।

মানবের প্রাণশক্তি শ্রীভগবানের পরাশক্তির এক কণা বই আর কিছুই নয়। তাঁহার আবার তিনটি অবস্থা, সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। এই শেষাবস্থা একান্ত প্রচ্ছন্নভাবেই আছেন। মানবান্তরস্থিতা সেই হ্লাদিনী যখন প্রাণেশের প্রেমামৃতপানের জন্য ব্যাকুলা হন, তখনই সাধনাবস্থা। পরাৎপরের অপরাগণের কণা হইতেই এই দেহের উপাদানের উৎপত্তি। আমার আমিত্ব, যাহা লইয়াই আমার সকল, সেই আমিত্ব, তাঁর অহংরূপা অপরার একটি কণা বই আর কিছুই নয়। কাজেই বাহ্যত আমি যাই হই না কেন, আমি সেই প্রেমাস্পদের পদ্ম-পদের চিহ্নিতা কিঙ্করী বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার রাখি। যখন আমি আর আর সঙ্গিনীগণের সঙ্গে পরার অনুগত্য হইয়া সেই প্রেম-ময়কে পাইবার জন্য যমুনা কূলে গমন পূর্ব্বক তাঁহার জন্য ব্যাকুলা হইয়া এমনি করিয়া কাঁদিতে পারি, তখনিই সেই সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথের সাক্ষাৎ পাইতে পারি।

সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা
বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ ॥ ২ ॥

গোপীগণ কাঁদিয়া বলিতেছেন "হে দয়িত," আরও ত কত মধুর সম্বোধন আছে, তবে দয়িত বলিলেন কেন?—দয়িত শব্দের অর্থ যিনি অনুকম্পা প্রকাশ করেন, বর্ত্তমানে তিনি নির্দ্দয়বৎ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অনুকম্পা আকর্ষণই এই সম্বোধনের উদ্দেশ্য। এই দৈন্যময় সম্বোধনের পর "তাবকা" শব্দ দ্বারা বলিয়াছেন, যে তুমি আমাদিগকে আপনার বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, আমাদের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ, আমাদিগকে বংশীসঙ্কেতে আহ্বান করিয়া এই কাননে আনিয়াছ, আমরাও তোমায় আমাদের সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছি,—কিন্তু এখন তুমি আমাদিগকে এই কষ্টসাগরে ভাসাইয়া লুকাইয়া রহিয়াছ। তোমার জন্মাবধি এই শ্রীব্রজধাম শ্রীবৈকুণ্ঠাদি অপেক্ষাও সৌভাগ্য সম্পন্ন হইয়াছেন, কেন না বৈকুণ্ঠাদিতে লক্ষ্মী পূজিতা হন কিন্তু তিনি তোমার আদরের এই ব্রজধামকে সর্ব্বসম্পদের আকর করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাপৃতা রহিয়াছেন। তোমার জন্ম সময় হইতে এ ব্রজের সকলেই সুখী, কিন্তু আমরা তোমায় প্রাণ মন সঁপিয়া অনেক কষ্টের পর যদিও পাইলাম, তথাপি তুমি ক্ষণেকের জন্য মাত্র দেখা দিয়া আবার লুকাইলে। এত খুঁজিলাম, আর তোমার দেখা পাইলাম না। পাইব কেন?—তুমি স্বেচ্ছায় দেখা না দিলে কে তোমার দেখা পায়? তাই আমরা কাতর হ'য়ে ডাকৃচি একবার দেখা দাও! ১।

শরদিতি। হে সুরত-নাথ, হে বরদ, শরদুদাশয়ে (শরৎকালের নির্ম্মল সরোবরে) সাধুজাত সৎসরসিজোদর শ্রীমুষা (সম্যক্‌প্রস্ফুটিত সুন্দর সরোজের গর্ভকোষের শ্রীখর্ব্বকারী) দৃশা (দৃষ্টিদ্বারা) অশুল্কদাসিকা (বিনা মূল্যে ক্রীতা দাসী) নঃ নিঘ্নতঃ (আমাদিগকে বধ করায়) তে ইহ কিং ন বধঃ? (তোমার কি বধভাগী হইতে হইবে না?)। ২।

বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাৎ
বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ।

হে সুরতনাথ, হে বরদ, তোমার কমলনয়ন, শারদ-জলাশয়ের প্রফুল্ল কমলের গর্ভশোভাগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছে, সেই কমল-নয়নের আকর্ষণে আমরা বিনামূল্যে তোমার চরণে বিক্রীতা হইয়াছি। এখন যদি তুমি আমাদিগকে এমনি করিয়া বধ কর, তবে কি তোমায় বধভাগী হইতে হইবে না? ২ ॥

ব্যাখ্যা। হে সুরতনাথ, (হে সর্ব্বসম্ভোগপ্রদ) হে বরদ (হে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ) এই দুই সম্বোধন দ্বারা ব্রজদেবিগণ তাঁহাকে জানাইতেছেন যে তোমার ত এ সন্তাপ দূর করা কষ্টকর নয়। শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন "দৃশা" শব্দটি, সুরতনাথ শব্দের সঙ্গেও অন্বিত হইয়া "দৃশৈব সুরতনাথ" এইরূপ হইবেক। তাহা দ্বারা গোপীগণ এই বলিতেছেন যে তোমার ঐ সুন্দর নয়নই আমাদিগকে তোমার মনোভাব জ্ঞাপন পূর্ব্বক, আকর্ষণ করিয়াছে। আর "বরদ" বলিতেছি কেন?—না, তুমিই ত আমাদিগকে কৃপা করিবে বলিয়া বর দিয়াছিলে। তোমার চক্ষু দুটি কেমন?—না, শরৎকালের নির্ম্মল সরোবরে, সাধুজাত অর্থাৎ সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত যে পদ্ম, তা'র অভ্যন্তরের যেমন সুন্দর শোভা হয়, ঐ দু'টি চক্ষু সে শোভাকেও পরাস্ত করিয়াছে। আমরা ঐ "দৃশৈব অশুল্কদাসিকা" ঐ নয়ন-ভঙ্গিতেই তোমার চরণে বিনামূল্যে কেনা দাসী হইয়াছি। আবার ঐ নয়নভঙ্গির গুণেই আমাদের প্রাণ আর আমাদের কাছে নাই। এখন যদি এমনি করিয়া আমাদিগকে বধ কর তবে সে বধের ভাগী কি তুমি হইবে না? ২ ৷

বিষজলাদিতি। হে ঋষভ (হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ), বিষজলাৎ (কালিয়-হ্রদ-জল হইতে) ব্যালরাক্ষসাৎ (অঘাসুর হইতে), বর্ষমারুতাৎ, বৈদ্যুতানলাৎ (ইন্দ্রকৃত ঝড়বৃষ্টি হইতে ও বিদ্যুতাগ্নি হইতে) বৃষময়াত্মজাৎ (বৃষাসুর এবং ময়াত্মজ ব্যোমাসুর হইতে

বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াৎ
ঋষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ ॥ ৩ ॥

অথবা বৃষাত্মজ বৎসাসুর ও ময়াত্মজ ব্যোমাসুর হইতে) বিশ্বতঃ অন্যস্মাৎ অপি ভয়াৎ (এ সকল বিপদ্ব্যতীত অন্যান্য অগণ্য বিপদ হইতে) তে বয়ং মুহুঃ রক্ষিতাঃ (আমরা তোমার কৃপায় রক্ষিত হইয়াছি)। ৩।

হে ঋষভ, তুমি আমাদিগকে বিষপানে রক্ষা করিয়াছ—সর্পরূপী অঘাসুর হইতে ইন্দ্রকৃত ঝড়বৃষ্টি ও বিদ্যুতাগ্নি হইতে, বৃষরূপী অরিষ্টাসুর * ও ময়দানবনন্দন ঘূর্ণবায়ুরূপী ব্যোমাসুর এবং অন্যান্য সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে আমাদিগকে বারম্বার রক্ষা করিয়াছ। ৩।

ব্যাখ্যা। তুমি পুরুষশ্রেষ্ঠ, তোমার ক্ষমতার কথা আর অধিক কি বলিব, যে কালিয় হ্রদের উপরে পক্ষিগণ উড়িতে পারিত না বিষের জ্বালায় বিগতপ্রাণ হইয়া হ্রদজলে পতিত হইত, কূলে তৃণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইত না, সেই হ্রদ হইতে কালিয়কে দূর করিয়া সে জল আজ ব্যবহার যোগ্য করিয়াছ। এই হ্রদ এরূপ হইল কেন? পূর্ব্বকালে সৌভরী নামে একজন ঋষি এই হ্রদজলে অবস্থানপূর্ব্বক ধ্যানমগ্ন ছিলেন, শ্রীগরুড় কোন সময়ে এই হ্রদ সন্নিধানে আসিয়া মুনির নিকটস্থ মৎস্য গ্রহণ করেন, সৌভরীর নিষেধেও ক্ষান্ত হন নাই এজন্য মুনি শাপ দিয়াছিলেন যে, গরুড় এই স্থানে আসিলে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। ভগবানের বাহন পরম বৈষ্ণব শ্রীগরুড় মুনির বাক্যমর্য্যাদা রক্ষার জন্য আর কখন সেখানে আসিতেন না, এইজন্য গরুড়ভয়ভীত কালিয়সর্প এখানে আশ্রয় লইয়া নিরাপদে ছিলেন। যখন গো ও গোপবালকগণ অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত এই জল

---

* এই অরিষ্টবধ রাসলীলার পরবর্ত্তী ঘটনা। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেয়সিগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের সকল লীলাই নিত্য-বর্ত্তমান শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের চিন্ময় রাজ্যে "নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ।"

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্
অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।

পান করিয়া গতচেতন হন, তখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেই কালিয়কে আক্রমণ-পূর্ব্বক হ্রদ হইতে বিদূরিত করিয়াছিলেন এই ব্যাপার শ্রীমদ্ভাগবতের ষোড়শ ও সপ্তদশাধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। তারপর ব্যাল রাক্ষস, অঘাসুরের কথা, দ্বাদশাধ্যায়ে, ঝড় বৃষ্টি ও বিদ্যুতের কথা, পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে অনল অর্থাৎ দাবানলের কথা সপ্তদশ ও একোনবিংশ অধ্যায়ে, বৃষরূপী অরিষ্টাসুরের কথা ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ে এবং ময়াত্মজ ব্যোমাসুরের কথা সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে. এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে শেষ দুইটি ঘটনা রাসলীলার পরবর্ত্তী ঘটনা, এ দু'টিকে ব্রজদেবি-গণ রাসের সময় উল্লেখ করেন কি রূপে? এই কালবিভ্রমদোষ নিবারণ জন্য কেহ বলেন, যে এই সকল লীলা পূর্ব্বকল্পেও ঘটিয়াছিল সুতরাং সর্ব্ব-দর্শিনী কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের পক্ষে সে ঘটনা অতীতভাবে বর্ণনা করা অসম্ভব নয়। কেহ বা বলেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্মপত্রে এই সকল ঘটনার উল্লেখ ছিল ব্রজদেবিগণ তাহা শুনিয়াছিলেন এজন্য তাঁহারা অতীতবৎ বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ বা এমনও বলেন যে ঐ ঘটনাদ্বয় পরে উল্লিখিত থাকিলেও উহা রাসের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার ক্রমসন্দর্ভে বলিয়াছেন "বৃষময়াত্মজাৎ, বৃষাত্মজাৎ বৎসাসুরাৎ ময়াত্মজাৎ ব্যোমাসুরাৎ ইত্যর্থঃ।"

শ্রীব্রজদেবিগণ বলিতেছেন তুমি আমাদিগকে এই সকল এবং আরও কতবিধ বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ বটে, কিন্তু আজ এই বিরহ দাবানল হইতে রক্ষা করিতে আগমন করিতেছ না কেন? ৩।

বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥ ৪ ॥

নেতি। হে সখে, ভবান খলু গোপিকানন্দনো ন (সখে, তুমি কখনই গোপিকুল-শিরোমণি যশোদার নন্দন নও) (ভবান) অখিল দেহিনাং অন্তরাত্মদৃক (তুমি নিখিল দেহিগণে অন্তরাত্মার দর্শনকারী) বিখনসা (ব্রহ্মা দ্বারা) অর্থিত (প্রার্থিত হয়ে) বিশ্বগুপ্তয়ে (জগৎ রক্ষার জন্য) সাত্বতাং কুলে (যাদব বংশে) উদেয়িবান্ (জন্মিয়াছ) । ৪ ।

তুমি নিশ্চয়ই গোপিকা যশোদার নন্দন নও, তাহা হইলে আমাদের প্রতি এত নিদয় হইতে পারিতে না, কারণ আমরা সেই যশোদারই নিজজন। কে বলে তোমায় তুমি অখিলদেহীর অন্তরাত্মদৃক্, তাহা হইলে কি তুমি আমাদের অন্তর দেখিতে পাইতে না?—দেখিতে পাইলে এমন করিবে কেন? লোকে বলে ব্রহ্মার প্রার্থনায় তুমি বিশ্ব রক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ তাই বা সম্ভব কি রূপে?—আমরা কি বিশ্ব ছাড়া? তবে আমাদের রক্ষায় আসিতেছ না কেন? কেই বা বলে তুমি সাত্বত-(ভক্ত)-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ?—তাহা হইলে তোমার দয়ার অভাব হইত না, কারণ সাত্বতগণ সর্ব্বজীবে দয়াপর । ৪ ।

ব্যাখ্যা। তোমার কার্য্যপরম্পরা দর্শনে তোমায় আমরা আমাদের সখা বলিয়াই জানি; এবং যদিও তুমি যশোদার নন্দন বলিয়াই এই ব্রজধামে পরিচিত, তথাপি জানি তুমি গোপিকানন্দন নও, ব্রহ্মার প্রার্থনায় জগতরক্ষার জন্য যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ন শব্দ প্রথমে প্রযুক্ত হওয়ায় উহা সর্ব্বত্রই অন্বিত হইতে পারে, সেস্থলে এরূপ অর্থ হইবে তুমি গোপিকা যশোদার নন্দন নও (তাহা হইলে আমরা সেই শ্রীযশোদার আত্মীয়া আমাদের প্রতি এত নিদয় হইতে পারিতে না) লোকে বলে ব্রহ্মার প্রার্থনায় জগত রক্ষার জন্য তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ, তাহাও নয়, কারণ জগত রক্ষার জন্যই যদি আসিয়া থাক তবে আমরা ত জগত ছাড়া নই। আমাদের রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ কেন? ৪ ।

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধূর্য্য তে
চরণমীয়ুষাং সংস্থতের্ভয়াৎ।

বিরচিতেতি। হে বৃষ্ণিধূর্য্য, (বৃষ্ণিকুলতিলক) সংসৃতের্ভয়াৎ তে চরণমীয়ুসং বিরচিতাভয়ং (ভবভয়ে ভীত তোমার চরণাশ্রিত ভক্তগণের অভয়দানকারী) কান্ত-কামদং শ্রীকরগ্রহং তে করসরোরুহং (পরম কমনীয় সর্ব্বকামনাপূরক. লক্ষ্মীর দ্বারা নিরন্তর গৃহীত তোমার করকমল) নঃ শিরসি ধেহি (আমাদের মস্তকে দাও)। ৫।

হে বৃষ্ণিধূর্য্য, হে কান্ত, লোকে যখন ভব ভয়ে ভীত হইয়া তোমার শরণ চায় তখন তুমি তোমার যে কর কমল প্রসারিত করিয়া অভয় দাও, যে কর-কমলে কমলার কর ধারণ করিয়া থাক, সেই বরদ কর-কমল আমাদের মস্তকে অর্পণ কর। ৫।

ব্যাখ্যা। শ্রীনন্দ মহারাজ, যদুবংশীয় বৃষ্ণিশাখাসম্ভূত। তাঁহার পিতা পর্জ্জন্য, যদুবংশীয় দেবমীঢ়ের বৈশ্যাপত্নীর গর্ভসম্ভূত, দেবমীঢ়ের ক্ষত্রিয়া পত্নীর গর্ভে শূরসেনের জন্ম হয়, শূরসেনের পুত্র বসুদেব সুতরাং শ্রীনন্দ মহারাজ ও বসুদেব ভ্রাতৃসম্পর্কযুক্ত এবং উভয়ের বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল, সেই জন্য কংস যখন বসুদেব ও দেবকীকে দ্বিতীয়বার কারাবদ্ধ করেন সেই সময় বসুদেব রোহিণী নামিকা তাঁহার অপরা পত্নীকে শ্রীনন্দের গৃহেই রাখিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে শ্রীনন্দ বৃষ্ণিবংশীয় এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে বৃষ্ণিধূর্য্য বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, ব্রজদেবিগণ কিরূপে এই সকল গূঢ়তত্ত্ব জানিলেন? পূর্ব্বশ্লোকে দেখিয়াছি তাঁহারা ভবিষ্যৎকে অতীতবৎ বর্ণনা করিতেছেন। স্বীকার করিলাম পূর্ব্বকল্পেও শ্রীকৃষ্ণ এই সকল লীলা করিয়াছিলেন, কিন্তু, ব্রজ-দেবীগণ বর্ত্তমান দ্বাপরে তাহা জানিবার অধিকারিণী হইতেছেন কিরূপে?—এরূপ সন্দেহের স্থলাভাব। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই ব্রজবাসী বিশেষতঃ ব্রজদেবিগণকে তন্ময়তা প্রদান জন্য ব্রহ্মমোহনচ্ছলে এক বর্ষ-

করসরোরুহং কান্ত কামদং
শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্ ॥ ৫ ॥

কাল ব্রজের তাবৎ শিশু বৎসরূপ স্বীকার করিয়াছিলেন, সে বিবরণ দশমের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। তা'রপর বস্ত্রহরণব্যপদেশে তাঁহাদিগকে মায়ার জগত হইতে সাক্ষাৎ যোগমায়ার আশ্রয়ে আনিয়াছিলেন। তাহার পর এই রাসারম্ভে তদীয় অঙ্গসঙ্গলাভে ব্রজদেবিগণের একটু অহংভাবের উদয় হইয়াছিল, সেটুকুও ইতঃপূর্ব্বেই বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে, তারি ফলে তাঁহারা তন্ময়তা লাভ করিয়াছেন। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন বিরহে দশবিধ দশার উদয় হইয়া থাকে, যথা—

"চিন্তা চ জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ ॥"

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানে, তাঁহাকে না দেখিয়া তাঁহাদের যে কিরূপ চিন্তা তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত (ত্রিংশ অধ্যায়ে) হইয়াছে। তাঁহার জন্যই তাঁহারা এই রজনীতে জাগিয়া পরমোদ্বেগে কালযাপন করিয়াছেন, তনুতা ও মলিনাঙ্গতাও যে ঘটিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়; তা'রপর প্রলাপ-ব্যাধি-উন্মাদ ও মোহে ঐ অধ্যায় পাঠ করিলেই স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে। এখন শেষ দশা যে মৃত্যু, তাহা তাহাদের বাকী, কেন না তাঁহা'রা "ত্বয়িধৃতাসব"। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের মৃত্যুও হইয়াছে। আগের সেই অহঙ্কৃতা গোপিযূথ এখন নাই। এখন ব্যষ্টির স্থলে সমষ্টির উদয় হইয়াছে সেই অগণিত গোপাঙ্গনা, আজ তন্ময় হইয়া এক হইয়াছেন, এখন আর তাঁহারা এখানের নন, সেখানের, তাই তাঁহাদের কাছে আজ সকলি নিত্য বর্ত্তমানবৎ প্রতীত হইতেছে। এখন আর সে দশদশার কোন দশাই

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎ কিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ ৬ ॥

নাই, সকলেরই অবসান হইয়াছে। এখন তাহারা প্রেমময়ের শুদ্ধা হ্লাদিনীরূপে অবস্থিতা। জগতের কিছুই আর তাঁহাদের পরোক্ষ নয়। তাই তাঁহারা তাঁহাকে বৃষ্ণিধুর্য্য বলিয়া সম্বোধনের অধিকারিণী; তা'রপর বলিতেছেন, তুমি যে করে লক্ষ্মীর করগ্রহণ কর সেই কর দ্বারাই তোমার ভক্তগণকে মোক্ষদান করিয়া থাক, আবার, যে যে কামনা করিয়া তোমায় কায়মনে ডাকে তাহার সে কামনাও পূর্ণ করিয়া থাক। আমাদের কামনা আর কিছুই নাই—তোমার বিরহাগ্নিতে মস্তক জ্বলিতেছে, অতএব ঐ কান্তকামদ করসরোরুহ আমাদের মাথায় দাও, পদ্মের দাহ নিবারণ শক্তি আছে, সুতরাং তোমার ঐ করকমলস্পর্শে এ জ্বালা দূর হইবে সন্দেহ নাই। ৫।

ব্রজজনার্ত্তিহনিতি। হে ব্রজজনার্ত্তিহন বীর, (হে ব্রজবাসিগণের দুঃখনাশন মহাবলবান বীর, নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত (তুমি ঈষৎ হাস্য দ্বারাই নিজজনগণের গর্ব্বনাশ করিয়া থাক) হে সখে, ভবৎ কিংকরীঃ নঃ ভজস্ব (সখে, আমরা তোমার কিঙ্করী আমাদিগকে আশ্রয় দাও) চারুজলরুহাননং যোষিতাং দর্শয় (আমরা অবলা আমাদিগকে তোমার চারু বদনকমল দেখিতে দাও)। ৬।

হে ব্রজবাসিগণের কষ্টনাশকারী শ্রীকৃষ্ণ, হে বীর, তুমি ত মৃদু মধুর হাস্যদ্বারা নিজজনের অভিমান দূর করিয়া থাক, সখে, আমরা যে তোমার কিঙ্করী, আমাদিগকে স্বীকার কর—আমরা কৃতার্থ হই। তোমার মনোহর কমলবদনখানি আমাদের নিকট প্রকাশ কর। ৬।

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে ব্রজদেবিগণ চারিটি সম্বোধন পদ প্রয়োগ করিয়াছেন প্রথম "ব্রজজনার্ত্তিহন্" তুমি ব্রজবাসিগণের সর্ব্ববিধ দুঃখের

প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্।

প্রতিবিধান করিয়া, সুতরাং বলা হইল আমরাও ব্রজবাসী অতএব আমাদের এই কষ্ট তোমার নাশ করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় সম্বোধন বীর অর্থাৎ বীর্য্যশালী সুতরাং অন্যে যাহা করিতে অক্ষম তুমি তাহাও করিতে পার। কোনও কোনও টীকাকর্ত্তা যোষিতাংবীর এইরূপ অন্বয় করিয়া হে রমণীবধে পটু এইরূপ শ্লেষার্থ করিতে ইচ্ছা করেন। তৃতীয় "নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত" অর্থাৎ হে নিজপ্রিয়াজনের স্ময় (মান) ধ্বংসনস্মিতযুক্ত তোমার ঈষৎ সহাস মুখমণ্ডল দর্শন করিলে আর আমাদের মান থাকিতে পারে না। চতুর্থ সম্বোধন "সখে" নিতান্ত একাত্মতাসূচক। এতদ্দ্বারা বলা হইতেছে যে আমরা ত তোমারই। তোমার বিরহতাপে আমাদের যদি দশম দশা লাভ হয় তাহা হইলে অবশ্যই তোমার প্রাণে অত্যন্ত কষ্ট হইবে, তাই বলি এই বেলা সময় থাকিতে একবার তোমার কমলবদনখানি দেখাও, কেন না আমরা তোমার কিঙ্করী। আমাদিগকে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ কর। কোন কোন টীকাকর্ত্তা "ভজসখেহভবৎকিঙ্করীস্মনো ইত্যাদিরূপ পাঠ স্বীকার পূর্ব্বক অর্থ করেন "হে সখে যাহারা তোমার কিঙ্করী নয় এমন অন্যা রমণীদিগকে ভজনা কর গিয়া আমাদিগকে আর তোমার কমলবদন দেখাইয়া কাজ নাই আমরা তোমার বিরহে মরি সেই ভাল। ৬।

প্রণতদেহিনামিতি। প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং (প্রণত ব্যক্তির পাপনাশক) তৃণচরানুগং (গোগণের অনুগামী) শ্রীনিকেতনং (কমলার আশ্রয়স্থল) ফণিফণার্পিতং (কালিয় শিরে অর্পিত) তে পদাম্বুজং (তোমার পাদপদ্ম) নঃ কুচেষু কৃণু (আমাদের স্তনমণ্ডলে অর্পণ কর) হৃচ্ছয়ং কৃন্ধি (আমাদের হৃচ্ছয় নাশ কর)।৭।

ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং
কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ং ॥ ৭ ॥

তোমার যে কমল-চরণ প্রণত দেহীগণের পাপনাশন, যে চরণ নিরন্তর গো-গণের অনুগামী, কমলার আশ্রয়, সেই চরণ-কমল দু'টি আমাদের স্তনমণ্ডলে অর্পণ করিয়া আমাদের হৃদয়জ্বালা নিবারণ কর। ৭।

ব্যাখ্যা। এ শ্লোকের প্রধান প্রার্থনীয় বিষয় "আমাদের স্তন-মণ্ডলে তোমার চরণ-কমল অর্পণ কর।" সেই চরণ কমলের চারিটি বিশেষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রথম "প্রণত দেহিনাং পাপকর্ষণং" যে ঐ চরণে প্রণাম করে তার আর পাপ থাকে না। কারণ শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"একস্তু কৃষ্ণস্য কৃতপ্রণামঃ
শতাশ্বমেতাবভৃতেন তুল্যঃ।
শতাশ্বমেধী পুনরেতি জন্মঃ
কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়।"

তবেই দেখিতেছি যে তোমার চরণাশ্রয় করে, যে জাতীয়ই হউক না কেন? তাহাকে তুমি কৃপা কর। আমাদের হৃদয়ে ঐ পদার্পণের কিছু প্রয়োজন আছে, আমাদের হৃদয়ে কামনামক এক মহাশত্রু আছে, যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তোমার চরণ দু'খানি এখানে দাও, তাহা হইলে, আমরা বলপূর্ব্বক একবার সেই দুরাত্মাকে তোমার ঐ কমলপদে প্রণাম করাইয়া দিই, আর সে মুক্ত হইয়া প্রেমরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যদি বল "তোমাদের হৃদয় অতি বন্ধুর" তবে বলি তোমার ঐ চরণ দু'খানি ত "তৃণচরানুগং" চিরদিনই গোবৎসাদি পশ্চাতে কণ্টক তৃণ কঙ্করাদিপূর্ণ কাননস্থলীতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। বোধ হয় এ হৃদয় তদপেক্ষা কষ্টকর না হইতে পারে। বিশেষতঃ ঐ পদকমল

মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া
বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতী-
রধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ ॥ ৮ ॥

কমলার আশ্রয়স্থল, সুতরাং সর্ব্বরত্নের শ্রেষ্ঠ। আমরা এই হৃদয়ে বহু রত্নালঙ্কার ধারণ করি একবার ঐ শ্রেষ্ঠ ভূষণ ধারণের সাধ হইয়াছে। যদি বল আমাদের হৃদয়, বিরহতাপে নিতান্ত তপ্ত, এখানে পদার্পণে সে তাপে চরণ দগ্ধ হইবে, সে ভয় করিবার হেতু কই? "ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং" প্রবল বিষধর কালিয় নাগের মস্তকে চরণার্পণ করিয়াও ত তোমার চরণে কষ্ট হয় নাই, সুতরাং এ উত্তাপ অসহ্য হইবে না। বরং আমাদের পক্ষে এ অসহ্য উত্তাপ, চরণ কমলের স্নিগ্ধতা গুণে তিরোহিত হইবে সন্দেহ নাই। ৭।

মধুরয়েতি। হে পুষ্করেক্ষণ (হে পদ্মপলাশলোচন) বীর, 'বুধমনোজ্ঞয়া বল্গুবাক্যয়া (জ্ঞানিগণের মনোজ্ঞ মধুর শব্দসন্নিবেশযুক্ত) মধুরয়া গিরা (মধুর বাক্য দ্বারা) মুহ্যতী বিধিকরীঃ ইমা নঃ (আমরা মুগ্ধা হইয়া তোমার বিধিকরী অর্থাৎ কিঙ্করী হইয়াছি) অধরসীধুনা অপ্যায়স্ব (অধরামৃতদানে আমাদিগকে সঞ্জীবিত কর)। ৮।

হে কমল-লোচন, তোমার বাক্যগুলি বড়ই মধুর—উহা পণ্ডিতগণেরও মনোজ্ঞ। আমরা তোমার মধুর-বচন স্মরণে মোহিত হইতেছি, তুমি অধরামৃত দানে আমাদিগকে তৃপ্ত কর। ৮।

ব্যাখ্যা। ব্রজদেবিগণ, বংশীধ্বনি শ্রবণে পুলিনবনে আগমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যে সকল মধুর বাক্য (একোনত্রিংশ অধ্যায়োক্ত) শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই স্মরণ পূর্ব্বক বলিতেছেন, হে কমলনয়ন, তোমার বাক্যগুলি পণ্ডিতগণেরও মনোজ্ঞ শব্দসন্নিবেশে অত্যন্ত মধুর, সে সকল বাক্য শ্রবণের পর তোমার বিরহে কেবল সেই মধুর বাক্য

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।

স্মরণেই এখন জীবিতা আছি বটে কিন্তু আমাদের নবমীদশা অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে মোহাবস্থা পর্য্যন্ত উদিত হইয়াছে, এবার কিছু ঔষধ না পাইলে এই মোহ হইতে দশমী দশাও আসা অসম্ভব নয়, অতএব অধরসীধুনা আপ্যায়য়স্ব। যে কথা গুলি স্মরণ পূর্ব্বক ব্রজদেবিগণ, বাক্যগুলির বুধ মনোজ্ঞয়া ইত্যাদি বিশেষণ দিতেছেন, সেই বাক্যাবলী স্মরণে শ্রীমল্লীলাশুক বিল্বমঙ্গল গোস্বামী ঠাকুর বলিয়াছেন—

"পর্য্যাচিতামৃতরসানি পদার্থভঙ্গী
বল্গূনি বল্গিতবিশালবিলোচনানি।
বাল্যাধিকানি মদবল্লবভামিনীভিঃ
ভাবে লুঠন্তি সুকৃতাং তব জল্পিতানি॥"

মধুর রস সাধকগণের এ সকলি স্মর্ত্তব্য।৮।

তবেতি। কবিভিঃ ঈড়িতং (বিবেকী পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর কীর্ত্তিত) কল্মষাপহং (পাপ নিবারক) শ্রবণমঙ্গলং (কর্ণে প্রবেশ মাত্র মঙ্গল প্রদানে সমর্থ) শ্রীমৎ (সকল সম্পদের আকর) তপ্তজীবনং (তাপিত জনের জীবনস্বরূপ) তব কথামৃতং (তোমার কথামৃত) যে ভুবি আততং গৃণন্তি (যাঁহারা ভূমণ্ডলের সর্ব্বস্থানে প্রচার করেন) তে জনাঃ ভূরিদাঃ (তাঁহারাই ভূরিদানকারী)।৯।

এ সংসারে যাহারা তোমার বিরহে তপ্ত, তোমার চরিত-কথামৃত তাহাদের জীবনস্বরূপ, পণ্ডিতগণ * সদাই সেই কথামৃত-পানে তৃপ্ত, সে অমৃতের এমনি শক্তি

---

* শ্রীগীতা বলিয়াছেন—"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ। জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ।" সেই জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা পণ্ডিতগণের দেবভোগ্য অমৃতে আর রুচি থাকে না, কিন্তু তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকথামৃত পরমাদরে পান করিয়া থাকেন।

শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ ৯ ॥

যে, জীবের পাপরাশি নাশ করিয়া নবজীবন প্রদান করে, সেই কথা, শ্রবণমাত্রেই মঙ্গল সাধনে সমর্থ। যাঁহারা সেই শ্রবণমঙ্গল শ্রীমৎকথামৃত অন্যকে দান করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা আর দাতা ব্যক্তি কে আছে? তাঁহারাই যথার্থ ভূরিদ। ৯।

ব্যাখ্যা। শ্রীভগবানের নামলীলাদি কথাই অমৃত স্বরূপ, কেন না ইহার দ্বারাই সংসারতাপতপ্ত জন নবজীবন লাভে সমর্থ হয়। এমন যে অমৃতস্বরূপ তোমার বিষয়ক কথা, তাহা কবি অর্থাৎ শুক নারদাদির ন্যায় বিবেকীগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর স্তুত হয়। তাঁহারা নিরন্তর এই নাম ও লীলাকথা ও তাহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, এই কথার শ্রবণ দ্বারা সকল পাপের নাশ হয় এবং সর্ব্ববিধ মঙ্গল লব্ধ হইয়া থাকে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"মধুরমধুরমেতৎ মঙ্গলং মঙ্গলানাম্
সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনামঃ।"

এইরূপ অমৃত যাঁহারা কীর্ত্তনাদি দ্বারা সতত সকল জনকে দান করেন তাঁহারাই যথার্থ ভূরিদ (প্রভূত দানকারী) কারণ নশ্বর ধন, প্রদত্ত হইলে, থাকে না, ব্যয়াদি দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এই অমূল্য ধন দানে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, প্রত্যুত অপরকে এই অমূল্য ধনে ধনী করিয়া, তাঁহাকেও দানে সমর্থ করা হয়। কিন্তু গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকান্তবিরহে খেদ করিতে করিতে এ কথা বলিলেন কেন? যাঁহারা ভগবানের লীলাদি কীর্ত্তন করেন তাঁহারা যে ধন্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা তোমার কথামৃতে কথঞ্চিৎ জীবিত আছি নহিলে তোমার বিরহে ত আমাদের মরিবারই কথা।

প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষিতং
বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্।
রহসি সম্বিদো যা হৃদিস্পৃশঃ
কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি ॥ ১০ ॥

"কৈতবরহিতং প্রেমং ন ভবতি মানবে লোকে।
যদি ভবতি কস্য বা বিরহো, বিরহে ভবতি কো জীবতি ॥"

কৈতবরহিত অর্থাৎ অকপট-প্রেম নরলোকে দুর্লভ। থাকিলে বিরহ থাকিত না। যদি বিরহ ঘটিত সে বিরহে জীবন থাকিত না।

বস্তুতঃ বাহিরে তোমায় না দেখিলেও অন্তরে তোমায় নিরন্তর দেখিতেছি, আর পরস্পর তোমার কথা আলাপ করিয়া তাপিত জীবনকে শীতল করিতেছি তাই এখনও দশমী দশা আসে নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে গোপীগণের দশমী দশাও হইয়া গিয়াছে, তাহাদের জড়দেহ আর নাই এখন আর গোপীগণ নাই। তাঁহাদের ব্যষ্টিত্ব তিরোহিত হইয়াছে, এখন সমষ্টিতে এককৃষ্ণপ্রাণা।

তাহারা শ্রীকৃষ্ণ পদে জানাইতেছেন, এই ব্রজে এরূপ ভূরিদ অনেকে আছেন এবং আসেন যাঁহাদের মুখে তোমার কথামৃত শ্রবণ পুটে পান করিয়া আমরা আজিও প্রাণ ধারণ করিতেছি। অধিকন্তু তোমার দর্শন। ৯।

প্রহসিতমিতি। হে প্রিয়, ধ্যানমঙ্গলং তে প্রহসিতং প্রেমবীক্ষিতং (হে প্রিয়তম, তোমার যে সহাস প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি) হে কুহক, তে বিহরণং তথা যা হৃদিস্পৃশঃ রহসি সম্বিদঃ (হে ছলনাময়, তোমার অপূর্ব্ব বিহার এবং যে সমুদায় হৃদয়স্পর্শী সাঙ্কেতিক রহস্যসমূহ) হি নঃ মনঃ ক্ষোভয়ন্তি (তাহা আমাদের মন আকুল করিতেছে)। ১০।

চলসি যদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্
নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্ ।

হে প্রিয়, তোমার হাসিটুকু প্রেমমাখা, তাহাতে তোমার নয়নদু'টি প্রেমে ঢল ঢল দেখায়। তোমার সখাগণের সঙ্গে বন-ভ্রমণ-মাধুরী সদাই নয়ন মুদিয়া ধ্যান করিতে ইচ্ছা করে এবং ধ্যান করিতে পারিলে মঙ্গল অনিবার্য্য। তুমি দূর নির্জ্জন বনে গিয়া বংশী-সহযোগে তোমার এই কিঙ্করীগণের উদ্দেশ্যে যে নম্র-বচন প্রয়োগ কর, তাহা সমস্তই হৃদয়স্পর্শী, সে গুলি চিরদিন হৃদয়ের পরতে পরতে অঙ্কিত থাকে। হে কুহকময়, তোমার সেই সব ছলনায় আমাদের মন বড়ই ক্ষুব্ধ হয়। ১০ ॥

ব্যাখ্যা। আমরা কতবার তোমার প্রেমপূর্ণ সহাসদৃষ্টি দেখিয়াছি; দেখিয়া বুঝিয়াছি, তুমি আমাদের চাও। সেই সপ্রেম দৃষ্টি ধ্যান করিলেও অপার আনন্দ হয়, তোমার অপূর্ব্ব বিহার কথা স্মরণ হয়, আর তুমি যে গোপনে কত রহস্য করিয়াছ সে কথাও মনে পড়ে; সে সকল স্মরণে আমাদের মন আকুল হইয়া আবার তোমায় দেখিতে চায়। দেখা ব্যতীত আর কিছুতেই তোমার এ অধীনিগণের তৃপ্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ তোমার চরিতকথা সর্ব্বসুখদ বটে, কিন্তু আমরা ত শুধু আমাদের সুখ চাই না, তোমায় সুখী করিয়া সুখানুভব করিতে চাই। ১০।

চলসীতি। নাথ, যৎ পশূন্ চারয়ন্ ব্রজাৎ চলসি, (হে নাথ, তুমি যখন পশুচারণার্থ ব্রজ হইতে গমন কর) হে কান্ত, তে নলিনসুন্দরং পদং শিলতৃণাঙ্কুরৈ সীদতি (হে কমনীয়কায়, তোমার কমলকোমল মনোরম চরণদু'খানি শিলতৃণাঙ্কুরাদির আঘাতে ব্যথিত হয়) ইতি নঃ মনঃ কলিলতাং গচ্ছতি (ইহা স্মরণে আমাদের মনও ব্যথিত হইয়া থাকে)। ১১।

হে নাথ, হে কান্ত, যখন তুমি পশুচারণজন্য ব্রজ হইতে বনপ্রদেশে গমন কর তখন তোমার ঐ নলিনসুন্দর চরণ দু'খানি যে শিল, তৃণ ও অঙ্কুরে ক্লেশ পায়, এই কথা মনে হইলে, আমরা মনে বড় কষ্ট পাই—বড়ই আকুল হই। ১১।

শিলতৃণাঙ্কুরৈ সীদতীতি নঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা। তুমি বিবিধ বিধানে আমাদিগকে প্রেমার্দ্রচিত্তা করিয়াছ, তাই তোমার কোনরূপ কষ্ট দেখিলে আমাদের প্রাণ আকুল হয়, যখন দিবাগমে তুমি ব্রজধাম হইতে বনপথে গমন কর, তখন তোমার কমল চরণে যে কত শিল তৃণাঙ্কুর বিদ্ধ হয় সে কথা মনে হইলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আজ এই রজনীতে এই দুবিনীতাগণের ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ, তাহাতে না জানি কতই কষ্ট হইতেছে। যদি বল, যে আমার কি চক্ষু নাই যে পায়ে কণ্টকাদি বিঁধিবে?—নাথ, আমরা যে ভুক্ত-ভোগী, যখন মন ব্যাকুল থাকে সে সময় কি পথ দেখিয়া চলা যায়? তুমি যে তখন গাভীগণের স্বচ্ছন্দের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চল, তখন কি তোমার পথ দেখিবার অবকাশ থাকে? আর এখন কি তুমি ব্যাকুল নও, আমাদের জন্য কি সত্যই তোমার মনে অসচ্ছন্দ আসে নাই? শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে শিল শব্দে পথপতিত শূকযুক্ত (সশৃঙ্গ) বন্যধান্যাদি অর্থ করা হইয়াছে। সেইরূপ পতিত শস্য এক একটি করিয়া সঞ্চয় পূর্ব্বক যাঁহারা প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করেন তাঁহাদিগকে শিলোঞ্ছবৃত্তিধারী বলা যায় "মঞ্জর্য্যাত্মকানেক-ধান্যোদ্যয়নং শিলঃ।" তুমি হয়ত বলিবে, যদিই আমার চরণে বেদনা হয় তাহাতে তোমাদের কষ্টের হেতু কি? তদুত্তরে এইমাত্র বলিতে পারি যে আমরা তোমার দ্বারাই নাথবতী। সত্য বটে—

"যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ॥"

কিন্তু এ সম্বন্ধ কি আমরা স্বেচ্ছায় ঘটাইয়াছি। তোমার কৃপাব্যতীত কে তোমার প্রতি সম্বন্ধবান হইতে পারে?" তুমিই ত

দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈঃ
বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্।

প্রহসিত প্রেমবীক্ষণ দ্বারা আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়াছ তারপর তোমার আশ্বাসবাক্যাদিতে আমরা আশ্বস্তচিত্তে সম্বন্ধবতী হইয়াছি, এ সম্বন্ধ ত জীবন মরণে যাইবার নয়। এখন আমরা তোমরাই। ১১।

দিনেতি। হে বীর, দিন পরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈঃ আবৃতং ধনরজস্বলং বনরুহাননং বিভ্রং মুহুর্দর্শয়ন্ (হে বীর দিবাবসান সময়ে, নীলকুন্তলাবৃত গোধনপদরজধূসরিত, জলরুহানন পুনঃ পুনঃ দেখাইয়া) নঃ মনসি স্মরং যচ্ছসি (আমাদের মনে স্মরব্যথা প্রদান করিয়া থাক)। ১২।

হে বীর, যখন দিবাবসানে তুমি ব্রজে ফিরিয়া আইস, সেই সময়ে তোমার কমলবদনমণ্ডল নীল-কুণ্ডলে আবৃত এবং গোক্ষুরের ধূলিরঞ্জিত হইয়া যে শোভা ধারণ করে তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া আমাদের মনে স্মরকে জাগাইয়াথাক। ১২॥

ব্যাখ্যা। কিরূপে এই সম্বন্ধ ধীরে ধীরে ঘটিয়াছে তাহাই বলিতেছেন। তোমায় একবার চক্ষের দেখা দেখিব বলিয়া আমরা নিরন্তর অবসর অন্বেষণ করিয়া আসিতেছি। তোমার গোষ্ঠ গমনের সময় এবং গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগমনের সময় আমরা তোমার গমনাগমন-পথে বারিদ-প্রত্যাশাপন্না চাতকীর মত চাহিয়া থাকি। যখন দিবাবসান-সময়ে তুমি গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগত হও সে সময় তোমার বদন-সরোজ নিবিড়নীলালকজালে বেষ্টিত হইয়া কি সুন্দরই দেখায় আহা যেন প্রফুল্ল কমলের চারি ধারে ভ্রমরকুল আকুল হইয়া উড়িতেছে, আবার সেই নীলকুন্তলে গোক্ষুরোত্থিত ধূলি পতিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভাই হইয়াছে যেন ভ্রমরগণ পদ্মপরাগ মাখিয়া রহিয়াছে। সে শোভা দেখিয়া আমাদের ত আশা মিটে না। যত দেখি ততই দর্শনের স্পৃহা বাড়ে। আমরা শুধু তোমার ঐ বদনকমল-শোভা-দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী। আর চাহি

ধনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহুঃ
মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥ ১২ ॥

প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং
ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।

তোমায় সেবিয়া সুখী করিতে। ঐরূপ দেখিতে দেখিতেই তোমায় পাইবার জন্য স্পৃহা জাগিয়াছিল, সেই জন্যই ত কাত্যায়নীব্রত করিয়াছিলাম। তাহার ফলে তুমি আশ্বাসিত করিয়াছিলে এবং তদনুসারেই ত আজ আমাদিগকে কাননে আনিয়াছ। ধন শব্দে গোধন বুঝায় যথা বিশ্বপ্রকাশে লিখিত আছে "ধনং গোধনবিত্তয়োঃ।" মুহুঃ এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া বারম্বার প্রদর্শনের কথা সূচিত করিয়াছেন। আমাদের দেখিবার যেমন ইচ্ছা তেমনি দেখিবার সুযোগও যথেষ্ট দিয়া থাক, কিন্তু তাহাতে যে আমাদের মনের শান্তি হয় না দর্শন-পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। বীর এই সম্বোধন দ্বারা বলিতেছেন তোমার যত বীরত্ব আমাদের পীড়িত করিবার জন্য। তোমার এ কপট ব্যবহারে আমরা বড়ই ব্যথিত হইতেছি। ১২।

প্রণতকামদমিতি। হে রমণ, হে আধিহন্, প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং ধরণীমণ্ডনং আপদি ধ্যেয়াং শন্তমং তে চরণপঙ্কজং নঃ স্তনেষু অর্পয়। ১৩।

হে রমণ, হে আধিনাশক, তোমার চরণ দু'খানির সেবায় বড় সুখ। যে ঐ চরণে প্রণত হয়, তাহার আর কোনও কামনা থাকে না। পদ্মজ ব্রহ্মা ঐ চরণ পূজা করেন। লোকে আপদে পড়িলে ঐ চরণেই আশ্রয় চায়,—তোমার ঐ ধরণীমণ্ডন চরণ দু'খানি আমাদের স্তনমণ্ডলে প্রদান কর। ১৩ ॥

ব্যাখ্যা। তোমার কাপট্য ত শোভা পায় না। কারণ তোমার ঐ কমল চরণ দু'খানি প্রণতজনের কামনা পূর্ণ করে। যদি তাহার প্রমাণ চাও তাহাও এই ব্রজে যথেষ্ট দেখিয়াছি। নলকুবর আর মণিগ্রীব এই ব্রজে যমলার্জ্জুন রূপে ছিল। তাহারা নিরন্তর তোমার চরণ

চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে
রমণ নঃ স্তনেষ্বর্পয়াধিহন্ ॥ ১৩ ॥
সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্ ।

ব্রজের জন্য লালায়িত ছিল, তুমি ত তাহাদের সে আশা পূর্ণ করিয়াছিলে, নগেন্দ্র কালিয়ও ত তোমার ঐ চরণ স্পর্শে পূর্ণকাম হইয়া এখন নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। চিরপ্রণত গোপগণকে কত রূপেই কৃতার্থ করিতেছ। তোমার চরণ দু'খানি পদ্মযোনি ব্রহ্মারও পূজিত, তিনিও শুনেছি এই ব্রজে ঐ চরণে প্রণত হইয়া পূর্ণকাম হইয়াছিলেন (১০ম ১৪অ) তদ্ব্যতীত ব্রজবালাগণ কৃষ্ণগতপ্রাণা হইয়া ইহাও জানিতেছেন যে তিনি "বিখনসার্থিত বিশ্বগুপ্তয়ে" পৃথিবীতে আসিয়াছেন। ব্রজের যে এত সৌন্দর্য্য সে ত কেবল তাঁহারি চরণস্পর্শফলে এ সকল জানিয়াও কিন্তু তাঁহারা সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ভগবান বলিয়া চাহিতেছেন না। তাঁহাদের সার্ষ্টি স্বারূপ্যাদির লোভ নাই। তাই বলিতেছেন "হে রমণ, তোমার ঐ কমলচরণ আমাদের স্তনে দাও।" কেন না তুমি আধিহন্, আমাদের হৃদয়ের জ্বালা দূর হইবে। আর তোমারও তাহাতে উপকার হইবে, কেন না কঙ্করাদির আঘাতে অবশ্য তোমার পদে বেদনা হইয়াছে, এ হৃদয়ের উত্তাপে সে বেদনাও দূর হইবে। তুমি "ধ্যেয়মাপদি" তাই তোমাকে এই আপদে পড়িয়া ডাকিতেছি। ঐ শন্তম সর্ব্বকল্যাণদায়ক চরণপঙ্কজস্পর্শে সকল আপদ দূর হইবে সন্দেহ নাই। ১৩।

সুরতবর্দ্ধনমিতি। হে বীর, সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং নৃণামিতররাগবিস্মারণং স্বরিত বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং তে অধরামৃতং নঃ বিতর। ১৪।

হে বীর, তোমার সুনাদিত বেণু ত নিরন্তর তোমার অধর চুম্বন করিতেছে, উহা একবার পাইলে, আর ত কোনও বিষয়ে অনুরাগ থাকে না। তোমার সুরতবর্দ্ধন ও শোকনাশন সেই অধরামৃত আমাদিগকে দাও। ১৪ ॥

ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা। শ্রীব্রজদেবিগণ পুনঃ পুনঃ প্রিয়তমকে "বীর," বলিয়াই সম্বোধন করিতেছেন। শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুর পূর্ব্বে বলিয়াছেন তাঁহারা এই সম্বোধন দ্বারা বলিতেছেন "হে দুর্ব্বারমারসংপ্রহারমহাজিষ্ণো" "বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন "হে দানবীর" অর্থাৎ অন্যে যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না, যিনি তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন তিনিই বীর। এই সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, আমাদিগকে তোমার অধরামৃত দাও কেন না তদ্দ্বারাই আমরা কৃতার্থা হইব। কারণ এই অধরামৃত, স্বরত-বর্দ্ধক ও শোকনাশক অর্থাৎ পরমপুষ্টিকারক ও সর্ব্বপীড়ানাশক যদি বল এমন অপূর্ব্বগুণযুক্ত পদার্থ তোমাদিগকে বিনা মূল্যে দিব কেন? তাই বলিতেছেন "স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং" যখন তুমি প্রাণহীন বেণুকে সম্পূর্ণরূপে প্রদান করিতেছ তখন তোমাতে প্রাণযুক্ত আমাদিগকে না দিবে কেন? বেণুও ত তোমায় কোন মূল্য দেয় নাই। সে ত তোমার ঐ অধরামৃত-পান-জন্য প্রাণযুক্তের ন্যায় স্বরিত অর্থাৎ ষড়্জাদি স্বর যুক্ত হইয়াছে। যদি বল, যে তোমরা অবলা তোমাদের ইহাতে প্রয়োজন কি? তবে শুন, ইহা "নৃণাং ইতররাগবিস্মারণং" আমরা ধনজনকুটুম্বাদি বিষয়ক সামান্য আসক্তিরূপ রোগের বিনাশ জন্যই এ পরমৌষধ প্রার্থনা করিতেছি। শুনিয়াছি যে তোমায় কাতর হইয়া ডাকে তাহাকে তোমার অদেয় কিছুই নাই, সুতরাং তুমি দানবীর, তোমার অধরামৃত দ্বারা স্মরজশোক নষ্ট হয় এজন্য তুমি মন্মথমথনকারী মহাবীর সুতরাং আমাদের দুঃখ নাশে সমর্থ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, আমাদের দুঃখ এই যে এখনও সকল ভুলিয়া তোমার হইতে পারি নাই,

অটতি যদ্ ভবানহ্নি কাননম্
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্॥ ১৫॥

তাহা যদি পারিতাম তাহা হইলে, সামান্য গর্ব্বের উদয় হইয়া তোমার কৃপায় এতক্ষণ বঞ্চিত থাকিতাম না। সেই যে, "ইতর-রাগ" সামান্য বিষয়ে আসক্তি সে টুকু ভুলিবার জন্য তোমার অধরামৃত দান কর। ১৪।

অটতীতি। যৎ অহ্নি ভবান্ কাননং অটতি (দিবাভাগে যখন বৃন্দাবনের বনমধ্যে গমন কর) ত্বাং অপশ্যতাং ত্রুটিঃ যুগায়তে (তোমায় যাহারা না দেখিতে পায় তাহাদের ত্রুটিমাত্র কালও যুগসম জ্ঞান হয়) কুটিলকুন্তলং তে শ্রীমুখং উদীক্ষতাং (যাহারা কুটিল কুন্তলাবৃত তোমার শ্রীমুখ দেখিতে পায়) দৃশাং পক্ষ্মকৃৎ জড়, (তাহারা পক্ষ্মার সৃজনকারী ব্রহ্মাকে জড়বুদ্ধিযুক্ত মনে করে)। ১৫।

তুমি দিনের বেলায় যখন কাননে ভ্রমণ কর তখন তোমায় না দেখিয়া ক্ষণার্দ্ধ সময়ও যুগতুল্য বোধ হয়। তাহার পর যখন তুমি ফিরিয়া আইস, সেই সময়ে ঊর্দ্ধমুখে তোমার শ্রীমুখ দেখিতে দেখিতে চক্ষুর পলকের স্রষ্টাকে নিতান্ত মূর্খ বলিয়াই মনে হয়। ১৫॥

ব্যাখ্যা। দিবাভাগে ত তুমি বৃন্দাবনের বনে বনেই ভ্রমণ কর, তখন আমরা তোমায় দেখিতে পাই না। তোমার সেই বিরহকালের ত্রুটিপরিমিত সময়ও যুগসম জ্ঞান হয়। সুতরাং সমস্ত দিনটা বহু যুগ বলিয়াই মনে হয় অর্থাৎ তোমার অদর্শনে সমস্ত দিনই অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করি। গমনাগমনের সময় যে অল্পক্ষণ দেখিতে পাই তাহাতেও বিধাতা বাদী। চক্ষের পলক করিয়াছেন, ভাল করিয়া দেখা হয় না। সুতরাং মনের দুঃখ মনেই থাকে। চক্ষুর পলকের স্রষ্টা পদ্মযোনিকে নিতান্ত জড়বুদ্ধি বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক এখন তোমায় সাধ মিটাইয়া দেখিব বলিয়াই সকল ত্যাগ করিয়া শ্রীচরণতলে আসিয়াছি তোমার এ সময় বিরূপ হওয়া উচিত নয়। ১৫।

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্
অতিবিলঙ্ঘ্য তেহন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥ ১৬॥

পতীতি। হে অচ্যুত, পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্ অতিবিলজ্ঘ্য (হে অচ্যুত, আমরা পতি পুত্র ভ্রাতা বন্ধু বান্ধবাদির মায়া ত্যাগ পূর্ব্বক) তব উদ্গীতমোহিতা (তোমার উচ্চ বংশী গানে মোহিত হইয়া) গতিবিদঃ তে অন্তি আগতাঃ (তুমি আমাদের আগমন বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ তোমার নিকটে আসিয়াছি) হে কিতব, নিশিঃ যোষিতঃ কঃ ত্যজেৎ (রজনিকালে স্বয়মাগত যোষিদ্গণ কে ত্যাগ করে?) ১৬।

হে অচ্যুত, আমরা ত তোমার গানে মোহিত হইয়া পতি পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি। কিতব, এই রজনীতে রমণীগণকে কে পরিত্যাগ করে বল দেখি? ১৬॥

ব্যাখ্যা। তোমার চরণোপান্তে আসিব বলিয়া আমরা পতিপুত্র প্রভৃতি সকলকে উপেক্ষা করিয়াছি। আমরা আসিব জানিয়াই তুমি বংশীধ্বনি করিয়াছিলে, কেন না তোমার পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি আছে তুমি আমাদের মনোরথ পূর্ণ করিবে। তোমার বাঁশীর গানে আমরা এত মোহিত হইয়াছি, যে পতি পুত্র পরিজনবন্ধুবান্ধবাদি কেহই আমাদিগকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই। আমরা তোমাকেই চাই, আর কাহাকেও চাই না। কিন্তু তুমি কি শঠ! আমাদিগকে বনে ডাকিয়া আনিয়া, এখন এই রজনীকালে আমাদিগকে এই বিজনবনে ফেলিয়া পলাইলে? এ জগতে তুমি বই আর কে এমন করিতে পারে তাহা ভাবিয়া পাই না। আমরা তোমার জন্য পতিত্যাগ করিয়াছি, পুত্র ত্যাগ করিয়াছি, পতি পুত্র সম্বন্ধে যাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সেই শ্বশুর শ্বশ্রু, ননন্দাদিকে ত্যাগ করিয়াছি, ভ্রাতা বন্ধু বান্ধবাদিকেও ত্যাগ করিয়াছি, যদি বল কেন করিলে? শুন তোমার ও মধুর বাঁশীর গানে যে মোহিত হয়, সে এই-

রহসি সম্বিদং হৃচ্ছয়োদয়ং
প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্।
বৃহদুরঃ শ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে
মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ ॥ ১৭ ॥

রূপই করিয়া থাকে, তাহার অন্য গতি নাই, তুমি যে সে কথা না জান এমন নয়। যে দিন তুমি বস্ত্রহরণচ্ছলে আমাদিগের আত্মদান স্বীকার করিয়াছ, সেই দিন হইতেই ত জান যে আমরা আর এ সংসারে আর কিছুই চাই না, তুমি যে পথে লইয়া যাইবে সেই পথেই যাইব। এ কথা জান বলিয়াই ত এই রজনীতে বংশীধ্বনিপূর্ব্বক আমাদিগকে উন্মাদিনী করিয়া এখানে আনিয়াছ। কিন্তু এখনও শঠতা করিতে ছাড়িতেছ না। ঘোরা রজনীতে, এই ঘোর বনে আমাদিগকে অনায়াসে ফেলিয়া পলাইয়াছ। ১৬।

রহসীতি। রহসি সম্বিদং হৃচ্ছয়োদয়ং প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণং শ্রিয়ঃ ধাম তে বৃহদুরং বীক্ষ্য অতিস্পৃহা মনঃ মুহুঃ মুহ্যতে। ১৭।

তোমার নির্জ্জনে সঙ্কেত-নর্ম্ম, সহাস্য-বদন, প্রেমপূর্ণ-নয়ন, হৃদয়রোগের আকর। শ্রীনিবাস বিশাল বক্ষ দর্শনে অতি স্পৃহায় আমাদের মন মুহুর্মুহুঃ মোহ প্রাপ্ত হইতেছে। ১৭ ॥

ব্যাখ্যা। শুনেছি কামের পঞ্চশর, কিন্তু কেহ বোধ হয় কখনও চক্ষে সে পঞ্চশর দেখে নাই আমরা কিন্তু দেখিয়াছি—(১ম) "রহসি সম্বিদং" (নির্জ্জনে সঙ্কেত) (২য়) "হৃচ্ছয়োদয়ং" (তজ্জনিত হৃদয়ের কামভাবোদয়,) (৩য়) "প্রহসিতাননং" (তোমার মধুর হাসিমাখা মুখখানি,) (৪র্থ) "প্রেমবীক্ষণং" তোমার বঙ্কিম নয়নে আপাঙ্গভঙ্গি, (৫ম) "প্রিয়ধাম বৃহদুরং" কমলার নিবাসস্থান ঐ বিশাল বক্ষ। এই পঞ্চবাণের শাসনেই আমাদের মন, অতিশয় স্পৃহাযুক্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছে। আবার তুমিও

ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে
বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলং।
ত্যজ মনাক্ চ ন স্তৎ স্পৃহাত্মনাং
স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিসূদনম্ ॥ ১৮ ॥

যে কষ্ট পাইতেছ না এমন নয়। তুমি আমাদিগকে সঙ্কেত করিয়াছিলে কেন? তোমার কি আমাদিগকে লইয়া সুখী হইবার ইচ্ছা হয় নাই?—তাহা যদি না হইবে। তবে মুখে অমন মধুর হাসি চক্ষের অমন প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি, বিশালহৃদয়ের ওরূপ মধুর শোভা দেখিতাম না, তবে তুমি অতি কুটিল তাই নিজে কষ্ট সহিয়াও আমাদিগকে কষ্ট দিতেছ। কিন্তু তোমার সেই কষ্টের কথা স্মরণে আমাদের মনে বড় কষ্ট হইতেছে। ১৭।

ব্রজবনৌকসামিতি। হে অঙ্গ, তে ব্যক্তি (হে শোভন, তোমার অবতার) ব্রজবনৌকসাং বৃজিনহন্ত্রী (ব্রজবাসী ও বনবাসীগণের পাপনাশক) অলং বিশ্বমঙ্গলং (বিশ্বের সর্ববিষয়ে মঙ্গলকারী) ত্বৎস্পৃহাত্মনাং নঃ স্বজনহৃদ্রুজাংনিসূদনং যৎ তৎ মনাক্ ত্যজ (আমরা তোমার প্রতি স্পৃহাবতী অতএব স্বজন, আমাদের হৃদয়-ব্যাধির যাহাতে নাশ হয়—এমন কিছু ঈষৎ অর্পণ কর)। ১৮।

প্রিয়তম, তোমায় দেখিলেই ব্রজবাসিগণের সমস্ত দুঃখ দূর হয় এবং বিশ্বের অশেষ মঙ্গল হয়। আমরা তোমায় চাই,—আমরা তোমার—আমাদের হৃদয়রোগ যাহাতে একেবারে নষ্ট হয় এমন কিছু দাও। ১৮।

ব্যাখ্যা। এখন তোমার ও চতুরালী ছাড়। তুমি ব্রজে অবতীর্ণ হইয়াছ কেন তাহা কি আমরা জানি না?—আগে জানিতাম না বটে, কিন্তু যে দিন হইতে কৃপাপাত্রী হইয়াছি, সেইদিন হইতে জানিবার বাকী কিছুই নাই—তুমি এসেছ ব্রজবাসীগণের আর বনবাসী মুনিগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য। এই অবতার বিশেষরূপে বিশ্বমঙ্গলের নিদান, আমরা ব্রজেবাস করে থাকি, অধুনা বনবাসিনী তবেই আমাদের দুঃখ দূর করাও তোমারই কাজ, আর আমরা ত বিশ্বছাড়া নই সুতরাং আমাদের যাহাতে

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দীধমহি কর্কশেষু।

মঙ্গল হয় সে কাজটিও তোমার একটি কর্ত্তব্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, আমরা তোমার প্রতি বিশেষ স্পৃহাযুক্ত, তোমায় না পাইলে আমাদের প্রাণ থাকিবে না, বিশেষ পূর্ব্বেই যখন আমাদিগকে স্বীকার করিয়াছ তখন আমরা তোমার স্বজন বলিয়া পরিচয় দিতে পারি, সুতরাং আমাদের হৃদয়পীড়া যাহাতে দূর হয় তাহার ব্যবস্থা করা তোমার অকর্ত্তব্য নয়।১৮।

যদিতি। হে প্রিয়, যৎ তে সুজাতচরণাম্বুরুহং (হে প্রিয়, তোমার ঐ সুপ্রফুল্ল চরণ-কমল) কর্কশেষু স্তনেষু ভীতা বয়ং শনৈঃ দধীমহি (আমাদের কঠিন স্তনে সভয়ে ধীরে ধীরে ধারণ করি) তেন অটবীং অটসি (সেই কোমল পদে এখন এই ঘোর বনে বিচরণ করিতেছ) তৎ কূর্পাদিভিঃ কিংস্বিৎ ন ব্যথতে (বনে ত অনেক কঙ্করাদি আছে তাহাদের আঘাতে কি সে চরণে ব্যথা বোধ হইতেছে না) ইতি ভবদায়ুষাং নঃ ধী ভ্রমতি (এই চিন্তা তদ্গতপ্রাণা আমাদের চিত্তকে ব্যথিত করিতেছে)।১৯।

হে প্রিয়, তুমি তোমার সুকুমার চরণ-কমলে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ—তাহাতে সূক্ষ্ম কঙ্করাদিদ্বারায় ঐ চরণে কতই ব্যথা পাইতেছ বোধ হয়, তাই আমরা ভয়ে ভয়ে ঐ সুজাত চরণপদ্ম দু'টি আমাদের কর্কশ স্তনমণ্ডলে ধারণ করিতে চাই। তাহাতে তোমার কষ্ট দূর হইবে কি না, ভাবিয়া আমাদের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইতেছে। তোমার কষ্টে আমাদের বড় কষ্ট হয় কারণ তুমিই আমাদের জীবন।১৯।

ব্যাখ্যা। শুনেছি উত্তপ্ত স্থানে ব্যথিত চরণ রাখিলে তাহার ব্যথার শান্তি হয়, তাই বনভ্রমণে ব্যথিত ঐ চরণ দু'খানির ব্যথা দূর করিবার জন্য আমাদের এই মনোজতাপতাপিত হৃদয়ে ধারণ করা প্রয়োজন বোধ হয়, কিন্তু আমাদের উরজযুগল অত্যন্ত কঠিন, তাই ভয়ে ভয়ে, অতি ধীরে ধারণ করি, পাছে আঘাত লাগিয়া কষ্ট পাও, কিন্তু কি দুর্দ্দৈব আমরা অভিমানিনী হইয়াছিলাম বলিয়া আমাদিগকে শাসন করিতে গিয়া নিজে যে কত কষ্ট পাইতেছ—এই রাত্রে বনে কত কঙ্কর

তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ।। ১৯ ।।

সেই মধুর ধ্বনির সঙ্গে আমারও ইচ্ছা হ'তে লাগলো, যেন তাঁ'রে উদ্দেশ ক'রে, অমনি ক'রে বলি—কিন্তু বল্'তে ত পার্‌লাম না—বল্'বো মনে ক'রলাম্, কৈ বলা ত হ'লো না—আমি যে বালিকা?—কেবল চেয়ে দেখ্‌চি—আর প্রাণে শুন্‌চি—বুঝ্‌লাম, মদনমোহন

কণ্টকাদি কমলচরণে বিদ্ধ হইতেছে, সে কথা ভাবিতেও আমাদের চিত্ত ব্যথিত হইতেছে। অতএব বলিতেছি নাথ, আমাদের যথেষ্ট শাসন হইয়াছে, এখন এস, তোমার ঐ চরণযুগলের ব্যথা দূর করিবার জন্য এই তপ্তহৃদয়ে আবার চরণদুখানি দাও, এখনি বেদনার শান্তি হইবে। নাথ, তুমিই আমাদের জীবনস্বরূপ, আমাদের কষ্ট আর কিছুই নয় তুমি যে অকারণ কষ্ট পাইতেছ ইহাই আমাদের কষ্ট। ইহাই আমাদের হৃদয়পীড়া, ইহাই দূর করিবার জন্য তোমায় ডাকিতেছি। তুমি এস, তোমাকে সুখী করিতে পারিলেই আমাদের এ যন্ত্রণা দূর হইবে। বস্তুতঃ শ্রীব্রজদেবিগণের, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সুখ ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনীয় নাই। এই যে ধনজনবন্ধুবান্ধবাদি পরিত্যাগ করিয়া বনে আসিয়াছেন, তাহা নিজ তৃপ্তিসাধনোদ্দেশে নয়। কারণ সে অভিপ্রায়ে কেহ কখন দল বাঁধিয়া কোনও পুরুষের কাছে যায় না। শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতে আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের পরস্পর ঈর্ষা ভাব নাই। তাঁহাদের এই অপূর্ব্ব প্রেমে কামের অধিকার নাই। তাঁহাদের আত্মসুখেচ্ছা নাই। তাই ভগবান বলিতেছেন—

"মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ।।"

গোপী বই আর কে কৃষ্ণের পরিতোষসাধনে সমর্থ। ব্রজ, আর ব্রজবাসীরাই তার আপনার। ১৯।

—এখন ওখানে নাই—তাই ওঁরা তাঁ'রে খুঁজ্‌তেছেন—আর কাঁদ্‌চেন্‌ —কালার জন্য কাঁদাতেও যে সুখ আছে—কৈ আমি ত অমন্‌ ক'রে কাঁদ্‌তে পার্‌লাম না—কাঁদ্‌তে পার্‌লে বোধ হয় দেখ্‌তে পেতাম।

এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে, দেখ্‌তে পেলাম আমি যে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি তা'রি নিকটে একটি লতায় অনেকগুলি ফুল ফুটে র'য়েছে। দেখে—একটি একটি ক'রে ফুলগুলি সব তুললাম্‌। তা'র পর অঞ্চলের সূত্রে দু'গাছি মালা গাঁথ্‌লাম। মালা গাঁথা হ'লে ইচ্ছা হ'তে লাগ্‌লো যে শ্রীরাধামাধবকে পুষ্পময়সিংহাসনে বসিয়ে তাঁ'দের চরণকমলে এ দু'গাছি মালা দিই—কিন্তু আমি কোথায়, আর শ্রীরাধামাধবই বা কোথায়?—তিনি ত এখন কুঞ্জে নাই—গোপীরা সব কেঁদে কেঁদে তাঁ'রে খুঁজে বেড়া'চ্চে—কতক্ষণে তাঁ'র কৃপা হ'বে কে জানে? হয় ত আজ আর—কুঞ্জে শ্যামচাঁদের উদয় হ'বে না!—তবে কি হ'বে? আর একটি বার কি সে শ্রীমুখের মোহন মুরলীরধ্বনিও শুন্‌তে পা'ব না? একবার কি কেউ বল্‌বেও না যে রাধাবিনোদিনী আবার শ্যামচাঁদের বামে দাঁড়িয়েছেন; ব্রজগোপীগণের সকল যত্ন সার্থক হ'য়েছে। আমার এ মালা, না হয় ঐ কুঞ্জের দ্বারে ফেলে রেখে যা'ব—তা' হ'লে অন্ততঃ কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের একজনও ত এ মালা পদদ্বারা স্পর্শ ক'র্‌বেন—তা' হ'লেই আমার সকল যত্ন সফল—সকল শ্রম সার্থক হ'বে।"

আমি এইরূপ ভাবছি—এমন সময়ে আবার মুরলী-ধ্বনি হ'লো—গোপীগণ কান পেতে শুন্‌তে লাগ্‌লেন—আমিও প্রাণ ভ'রে সে ধ্বনি শুন্‌লাম—ইচ্ছে হ'তে লাগ্‌লো, ছুটে যাই, কিন্তু লজ্জা প্রতিবাদী হ'লো, যেতে সাহস হ'লো না—লোকে কি ব'ল্‌বে—যদি গোপীরা আমায় বালিকা ব'লে তাড়িয়ে দেয়, তাহ'লে ত এখানে লুকিয়ে থাক্‌তেও পা'ব

না! থাক কাজ নাই গিয়ে, এখানে থেকে যদি পলকের জন্যও দেখ্‌তে পাই, তা'হ'লেই আমার শ্রম সার্থক হ'বে। আবার বাঁশী—নিশ্চয়ই কালশশী কুঞ্জে উদিত হ'য়েছেন—কিন্তু এখান হ'তে অনেক দূর—কিছুই দেখা যা'চ্ছে না—রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী হ'লেও—রাত্রি—তা'য় কুঞ্জবন—তা'য় রমণী-সমুদ্র—

এমন সময়ে সেই রমণী—গুরুদেব যাঁ'রে **শ্রীরূপমঞ্জরী** ব'লেছিলেন—তিনি আমার নিকট এলেন—এসে আমার মুখের পানে স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে চেয়ে ব'ল্লেন, এই যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই মালা গেঁথেছো—তবে দাও—**শ্রীললিতাদেবীকে** দিইগে যদি তিনি কৃপা ক'রে এ দু'গাছিকে **শ্রীরাধামাধবের** চরণকমলে দেন তা'হ'লে এ মালা দু'গাছির জন্ম সার্থক হ'য়ে যা'বে। এই কথা ব'লে তিনি মালা দু'গাছি নিয়ে চলে গেলেন। আমি সেই দিকে চেয়ে রইলাম।

তা'রপর কোটি চন্দ্রের উদয়ে যেন কাননভূমি আলোকিত হ'য়ে উঠ্‌লো—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে সুখস্বপ্নও ভেঙ্গে গেল। সম্মুখে শ্রীভাগবত খোলা—লেখা—

তাসামাবিরভূৎ সৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ।

এমন সময়ে কানে গেল, শ্রীগুরুদেব ব'ল্লেন ও অধ্যায় কাল প'ড়ো,—সকাল হ'য়েছে, চল একটু বেড়িয়ে আসি গে।

সপ্তম অধ্যায়

দু'জনে বাহির হ'লাম—আমি ধুতি ও রেপার নিলাম—তিনি সেই লালপেড়ে ধুতি আর একখানি আলোয়ান—তিনি রাস্তার উপর এসে হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্লেন—"সেই এক দিন আর এই এক দিন।"

আমিও ব'ল্লাম "আমারও সেই এক দিন আর এই এক দিন।"

দু'জনে ধর্ম্মতলা দিয়ে—গড়ের মাঠের উপর এলাম—সেখান থেকে লাট সাহেবের বাটি আর ইডেন উদ্যান প্রদক্ষিণ ক'রে, গঙ্গার ধারের রাস্তা দিয়ে, বরাবর নিমতলা ষ্ট্রীটের মোড়ে এলাম—তা'রপর মা আনন্দ-ময়ীর মন্দির সম্মুখে এসে দু'জনে মন্দিরে প্রবেশ ক'রে, তাঁ'র চরণে প্রণাম ক'ল্লাম—সহসা মুখ দিয়ে বাহির হ'লো—

"কাত্যায়নি মহামায়ে
মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি
পতিং মে কুরু তে নমঃ॥" *

জানি না সহসা এ কথা ব'ল্লাম কেন? শ্রীগুরু-দেব ব'ল্লেন "চল এক জায়গায় যাই।"

---

* কাত্যায়নীতি। হে মহামায়ে, মহাযোগিনি, অধীশ্বরি, দেবী কাত্যায়নি, নন্দ-গোপসুতং মে পতিং কুরু, তে নমঃ।

হে মহামায়ে, মহাযোগিনি সর্ব্বযোগৈশ্বর্য্যসমন্বিতা দেবি কাত্যায়নি, আপনি আমার নন্দনন্দনকে পতিরূপে প্রদান করুন, আমি আপনার চরণে প্রণাম করিতেছি।

এই ব'লে, আমায় সঙ্গে ক'রে একটি গলির মধ্যে দিয়ে চ'ল্লেন। এ গলি সে গলি ক'রে একটি দ্বিতল বাটির সম্মুখে এসে, সেই বাটির মধ্যে প্রবেশ করলেন—শ্রীগুরুদেবের কৃপায়, সে বাটির অধিকারীর সঙ্গে বিশেষরূপেই পরিচিত হ'য়েছি—কিন্তু তাঁ'র নাম ধাম বল্‌বো না—যিনি আত্মপ্রকাশে অনিচ্ছুক—তাঁ'র নাম ধাম কাহারও জান্‌বার প্রয়োজন নাই—যিনি জানেন, জানেন—সকলে তাঁকে জেনে কাজ কি?

যখন আমরা দু'জনে বৈঠকখানায় গেলাম, তখন সেখানে সাত আটটি লোক তাঁ'র সঙ্গে নানা বৈষয়িক কথায় ব্যাপৃত আছেন। আমাদের দেখে তিনি উঠে দাঁড়া'লেন এবং ব্যস্তভাবে এসে শ্রীগুরুদেবের চরণে প্রণাম ক'রে, আমায় আলিঙ্গন ক'র্‌লেন—ব'ল্লেন—এখানে নয়, আসুন অন্যত্র যাই।"

উপস্থিত লোকগণকে ব'ল্লেন—"আপনারা বসুন একটু—আমি শিগ্‌গীর আস্‌চি।"

এই ব'লে আমাদিগকে অন্তঃপুরাভিমুখে ল'য়ে চ'ল্লেন। আমার একটু বাঁধো বাঁধো বোধ হ'তে লাগ্‌লো, দেখে তিনি হেসে আমার দিকে চেয়ে ব'ল্লেন—"শ্রীরূপমঞ্জরীর সঙ্গিনিগণের কা'রই ত অন্তঃপুরে প্রবেশের নিষেধ নেই। আপনি যে আমাদের নিজজন।"

আমরা ক্রমে অন্তঃপুরে দ্বিতলের এক অংশে উপনীত হ'লাম। সেখানে একটি প্রৌঢ়া তুলসীতলে উপবেশন ক'রে, নাম-জপ ক'র্‌চেন। এতই তন্মনস্ক যে আমাদের আগমন বুঝ্‌তে পারলেন না। অদূরে আমাদিগকে দু'খানি কুশাসন পেতে দিয়ে গৃহস্বামী বাহিরে গেলেন। আমরা বসিয়া রহিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে, জপ শেষ হ'লে গৃহস্বামিনী উঠে, শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করলেন, তিনিও প্রতি-নমস্কার ক'রে ব'ল্লেন "সব মঙ্গল?"

গৃহস্বামিনী। "শ্রীগুরুদেবের প্রসাদে সর্ব্বত্রই মঙ্গল। তাঁ'র শ্রীচরণের কুশল বলুন।"

শ্রীগুরুদেব। "যাঁ'রা চতুর্বিংশতি তত্ত্বের পর পারে আছেন, তাঁ'দের আর অকুশলের সম্ভাবনা কি? এইটিকে এখন সাধন-পথে একটু এগিয়ে নিতে হ'বে। তাঁ'র আদেশ। আমার আর থাকবার যো নাই। কুম্ভ মেলার পূর্ব্বেই তাঁ'র চরণ-সমীপে যেতে হ'বে। এবার কুম্ভ হরিদ্বারে।

গৃহস্বামিনী। ইচ্ছা ক'রে প্রাণবল্লভের লীলাস্থলীগুলি দেখে বেড়াই। একবার ত বেরিয়েছিলাম। ঠাকুর পথ থেকে ফিরিয়ে দিলেন। ব'ল্লেন, এখন এখানেই থাকতে হ'বে। সময় হ'লেই ডেকে নেবেন। তা তাঁ'র ইচ্ছা তিনিই জানেন। নিষেধ ক'রলেন, তাই শ্রীবৃন্দাবনধামে আর যাওয়া হ'লো না।

শ্রীগুরুদেব। দল বাড়িয়ে নিন্। আজ এই দেখুন একটি নূতন এনেছি।

এমন সময় গৃহস্বামী এলেন। ব'ল্লেন "ওদিকের কাজ একরকম সেরে এলাম।"

শ্রীগুরুদেব। "আবার এদিকেও ত কাজের বোঝা।"

গৃহস্বামী। "তা শুনেছি, এখন এ বেলা এখানে সেবা হ'ক?"

শ্রীগুরুদেব। "সেখানে যে শ্রীগোপালের প্রসাদ। শ্রীগুরুদেব শ্রীব্রজেশ্বরীকে একটি নূতন সহচরী দিয়েছেন। তিনি ত কাল হ'তে শ্রীমতীর হস্তে রন্ধনের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েছেন। নিজে আর আর সঙ্গিনীর সঙ্গে, কেবল রন্ধনের আয়োজনেই ব্যস্ত। চলুন, সেখানে যাই।"

আমি ব'ল্লাম—"কাল পর্য্যন্ত আপনারা আমায় এক ধাঁধায় ফেলে রেখেছেন। আমাদের বাটিতে ত আমার পত্নী বই দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই!"

শ্রীগুরুদেব। "বাবা, তোমার পত্নীর আর কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই। তাঁ'র ইন্দ্রিয়গ্রামরূপা গোপীগণের সাহায্যে, তাঁ'র প্রাণরূপা পরা শ্রীমতী, এখন সকল রন্ধন-কার্য্য কর্‌চেন। এতে অসম্ভব আর কি? তবু বোঝা কঠিন। আগে এঁদের কৃপায় জাগো। তা'রপর প্রত্যক্ষ হ'বে।"

এতক্ষণ গৃহস্বামী চক্ষুমুদিত ক'রে কি ভাবছিলেন। তিনি হঠাৎ চমকিত হ'য়ে ব'ল্লেন,—"এমন, ভাগ্য হ'বে যে শ্রীগোপালের প্রসাদ সেবা ক'রে চরিতার্থ হ'ব? আর যিনি শ্রীগোপালকে এমন ক'রে জননীবৎ লালন কর্‌তে পারেন, তাঁ'র চরণধূলায় দেহ লুণ্ঠিত ক'রে জীবন সফল ক'র্‌তে পা'ব? দাদা আপনি বসুন। আমি গাড়ি তৈয়ার ক'র্‌তে বলিগে।"

গাড়ী প্রস্তুত হ'লো। চারি জনে আমাদের বাড়ীতে এলাম। বাড়ীর বাহিরের দ্বার ভেজান ছিল। দরজা খুলে দেখি, আমার পত্নী করতালি দিচ্চেন, আর বল্‌ছেন—"নাচ বাবা! আর একবার নাচ! এই দেখ নবনী!"

শ্রীগুরুদেব সম্মুখে গিয়ে ব'ল্লেন "কৈ মা, ননী কৈ?"

আমার পত্নী। "এই যে বাবা।" আমাদের দেখে ব'ল্লেন "এই যে গোপীগণ, তোমরা আমার গোপালের নাচ দেখ্‌তে এসেছ—এস—বসো —দেখ।"

তাঁ'রা দুজনে অকস্মাৎ সেই উঠানের ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগ্‌লেন। আর আমার পত্নী "আয় বাবা, পালিয়ে আয়" ব'লে—গোপালটি নিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌লেন।

তাঁ'রা দু'জনে উত্থিত হ'লে, আমি তাঁদের ব'ল্লাম—"উপরে আসুন।" তখন তিনজনে রকে উঠ্লাম। শ্রীগুরুদেব আগেই আসন গ্রহণ ক'রে-ছিলেন। আমরাও আসন গ্রহণ ক'র্লাম।

অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর, আমি তাঁ'দের পা ধোবার জল আন্লাম। শ্রীগুরুদেবের আদেশে তাঁ'রা দু'জনে পদধৌত কর্লেন। তা'র পর মালা জপ ক'র্তে লাগ্লেন।

শ্রীগুরুদেব ব'ল্লেন, "বাবা এস আমরা স্নান করি। মা আজ কানাই নিয়ে ব্যস্ত। আজ বলাইকে নিজে নাইতে হ'বে।"

স্নান ক'রে এসে দেখি। সেই সিংহাসনে সেইরূপ পুষ্প-ভূষণ-ভূষিত শ্রীগোপাল-মূর্ত্তি! সম্মুখে পূর্ব্বাপেক্ষাও প্রচুর ভোগের আয়োজন! শ্রীগুরু-দেব যাঁ'কে আমার শিক্ষার ভার দিয়েছিলেন, সেই রমণীকে আমার শ্রীরূপমঞ্জরী বলে মনে হ'চ্ছিল।

তিনি একদৃষ্টে গোপালের মুখ পানে চে'য়ে র'য়েছেন। চক্ষু দু'টি দিয়ে দর-দর-ধারে ধারা প'ড়্ছে। আমার পত্নী ব'ল্চেন "খাও বাবা, সব জিনিস একটু একটু খাও। শ্রীমতী বালিকা—তবুও ব্রজেশ্বরীর অনুরোধে অনেক কষ্টে এই সব প্রস্তুত ক'রেছেন। এখনও তাঁ'র আহার হয় নি। তোমার খাওয়া হ'লে তবে তিনি খাবেন। আর খাবে না?—একটু পায়স খাও, একটু ক্ষীর। বাবার আমার খাওয়া হ'লো—এই বার তোমরা সব এস।" এই ব'লে আমাদের তিন জনের পাতা কর্লেন এবং পরিবেষণ ক'রে—অবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন-শালায় নিয়ে চ'ল্লেন এবং সমাগতা রমণীটিকে ব'ল্লেন—"তুমি এসে শ্রীমতীকে ভোজন করাও, আমি ততক্ষণ এদের পরিবেষণ করি।

আমার পত্নী যেন ঠিক পাগল।

*   *   *   *   *   *   *

ভোজনান্তে তাঁ'রা দু'জনে চ'লে গেলেন।

শ্রীগুরুদেব ব'ল্লেন—"দেখ, বাবা, ঐ বাক্সে তোমার জন্য জপের মালা আছে। নিত্য তা'তে জপ কোরো। আমিও আজ যা'বো। যাঁ'দের হাতে তোমায় সমর্পণ ক'র্লাম, তাঁ'রা আমার শ্রীগুরুদেবের শিষ্য। যা কিছু জানবার তাঁ'দেরই কাছে জান্‌তে পার্‌বে। যখন সময় হ'বে, মায়ের সঙ্গে তীর্থ-ভ্রমণে যেতে হ'বে। তখন আমার দেখা ত পা'বেই, আমার শ্রীগুরুদেবেরও চরণ-দর্শন ক'রে ধন্য হ'বে। এখন আসি।"

আমার পত্নী সেখানে ছিলেন। তিনি বল্লেন "বাবা কোথায় যাবে?"

শ্রীগুরুদেব। "কোথায় যা'ব মা? তোমার কোলেই ত নিরন্তর আছি। তোমার গোপালকে যত্ন ক'রতে ভুলো না।"

এই বলিয়া, তিনি চকিতে চ'লে গেলেন, একবার প্রণাম করবার অবসরও দিলেন না।

যাঁ'দের হাতে আমায় দিয়ে গেছেন তাঁ'দের কাছে কি শিখিছি—সে কথা ব'ল্‌বো না। তা'তে কা'রও কোনও প্রয়োজন নাই। আমার পত্নীর, একান্ত ইচ্ছা প্রাণবল্লভের ভৌম-লীলা-ভূমিগুলি একবার দর্শন করেন। তাই দু'জনে, শ্রীগুরুদেবের আদেশে, গৃহের বাহির হ'লাম। জানি না, তিনি কোন দিকে নিয়ে যা'বেন। কেবল ভরসা, যখন সেই অহেতুক-কৃপাসিন্ধু কৃপা ক'রেছেন—তখন শ্রীচরণে-ছাড়া ক'রবেন না।

সম্পূর্ণ।